Εἰρηναῖος Α′ (সাধু ইরেনেউস)

’Επίδειξις τοῦ αποστολικοῦ κηρύγματος

(প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন)

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2022-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : July 9, 2022

Version 1.1 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক’রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

সাধু ইরেনেউস

প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু ইরেনেউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেখক হিসাবে ইরেনেউস

‘প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন’ সম্পর্কে

ইরেনেউসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন

নিবেদন

প্রেরিতগণের ধর্মশিক্ষা (৪–৪২ক অধ্যায়)

শাস্ত্রের পূর্ণতা (৪২খ–৮৫ অধ্যায়)

শুভসংবাদ বিস্তার (৮৬–৯৭ অধ্যায়)

সমাপ্তি

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
গণনা (গণনাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়ের ২য় পুস্তক)
১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন-সিরা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
হো (হোশেয়া)
হাবা (হাবাকুক)
জাখা (জাখারিয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলেন পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)
তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
যাকোব (যাকোবের পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
যুদা (যুদার পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু ইরেনেউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইরেনেউস আনুমানিক ১৩০ খ্রিষ্টাব্দে রোম-সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশে অবস্থিত স্মির্না শহরে (আজকাল ইজমির, তুরস্ক) খ্রিষ্টিয়ান পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন।

যৌবনকালে তিনি স্মির্নার তৎকালীন বিশপ সেই সাধু পলিকার্পের সঙ্গে পরিচিত হন যাঁর বিষয়ে কথিত আছে, তিনি সুসমাচার-রচয়িতা প্রেরিতদূত সাধু যোহনের শিক্ষাবাণী শুনেছিলেন (এবিষয়ে 'প্রৈরিতিক পিতৃগণ' পুস্তকে যথেষ্ট তথ্য গ্রহণীয়)। তাঁর ধর্মতত্ত্বের পটভূমিকার কথা বলতে গিয়ে এ বলা যেতে পারে যে, তিনি একই সময়কালীন খ্রিষ্টিয়ান লেখক যুস্তিনুসের লেখাগুলো দ্বারাও বহু ক্ষেত্রেই যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যদিও এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তাঁরা একে অন্যের কাছে পরিচিত ছিলেন কিনা। যাই হোক, ইরেনেউসের লেখাগুলো পড়ার আগে যুস্তিনুসের লেখা ১ম ও ২য় পক্ষসমর্থন (ও ফলত উপরোল্লিখিত প্রৈরিতিক পিতৃগণেরও) লেখা পড়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

১৬১ থেকে ১৮০ সাল পর্যন্ত রোম-সম্রাট মার্কুস আউরেলিউস খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালান বিধায় ইরেনেউস বাধ্য হয়ে রোম সাম্রাজ্যের গাল্লিয়া প্রদেশে অবস্থিত লগ্‌দুনুম শহরে (আজকাল লিওঁ, ফ্রান্স) প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) হিসাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেবা করে চলেন। ১৯৯ সালে সেই লগ্‌দুনুমের প্রবীণবর্গ, যাঁরা অনেকেই খ্রিষ্টিয়ান হওয়ায় কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁরা পোপ এলউথেরিউসকে একটা পত্র দেবার লক্ষ্যে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে ইরেনেউসকে রোমে পাঠান; সেই উপলক্ষে সেই প্রবীণেরা ইরেনেউসের বিষয়ে অতিশয় প্রশংসামূলক সাক্ষ্য বহন করেন। ইরেনেউস যে কতদিন রোমে থাকেন তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু এ জানি যে, লগ্‌দুনুমে খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে তীব্রতর নির্যাতন কালে যখন সেখানকার বিশপ পথিনুস নিজের খ্রিষ্টবিশ্বাস রক্ষার্থে অনাহারে কারাবাসে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর স্থানে ইরেনেউসকে বিশপ পদে নিযুক্ত করা হয়। বিশপ হিসাবে তিনি লগ্‌দুনুম ধর্মপ্রদেশ জুড়ে

ও অন্যত্রও অবিশ্রান্তভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাস প্রচার করে থাকেন এবং অবশেষে, আনুমানিক ২০২ বা ২০৩ সনে, সম্ভবত রোম সম্রাট সেপ্তিমিউস সেভেরুসের নির্যাতনকালে, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২য় শতাব্দীর খ্রিষ্টধর্মের পক্ষসমর্থক প্রধান লেখকগণের মধ্যে সাক্ষ্যমর সাধু যুস্তিনুস ও তের্তুল্লিয়ানুসের সঙ্গে সাধু ইরেনেউসও উল্লেখযোগ্য (লেখক তিনজনের কিছুটা লেখা এখানে পাওয়া যায়)। তাছাড়া তিনি 'মণ্ডলীর আচার্য' বলেও স্বীকৃত।

লেখক হিসাবে ইরেনেউস

জন্মসূত্রে গ্রীক ভাষী হওয়ায় ইরেনেউস বিবিধ পুস্তক গ্রীক ভাষায় লেখেন যা দুঃখের বিষয় প্রায়ই হারিয়ে গেছে। যেগুলো বেঁচেছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক হলো 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' বলে পরিচিত পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট একটা লেখা যা আনুমানিক ১৮০ সালে রচিত, কিন্তু সেটার কেবল লাতিন ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদগুলো রয়েছে।

তাছাড়া 'লগ্দুনুমের সাক্ষ্যমরবৃন্দের পত্র'-ও উল্লেখযোগ্য যদিও পত্রটা যে সত্যিকারে ইরেনেউসেরই লেখা তা কয়েকজনের কাছে বিচার্য বিষয়।

অন্যদিকে 'প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন' নামক একটা পুস্তিকাও বেঁচেছে যা, যদিও আনুমানিক ১৯০ সালে গ্রীক ভাষায় রচিত হয়, তথাপি কেবল ১৯০৪ সালেই ৪র্থ শতাব্দীর আর্মেনীয় ভাষায় একটা অনুবাদে আবিষ্কৃত হয়। আর্মেনীয় ভাষা আমাদের অজানা হওয়ার ফলে এখানে প্রস্তাবিত অনুবাদ আধুনিক ভাষাগুলো থেকে করা হয়েছে।

যাই হোক, ইরেনেউসের লেখাসমূহের গুরুত্ব পরবর্তীকালীন খ্রিষ্টতত্ত্ববিদদের প্রভাবান্বিত করে আসছে। নিজের ব্যাখ্যার পদ্ধতি হিসাবে তিনি খাঁটি ও যথার্থ ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে তিনটে 'স্তম্ভ' উপস্থাপন করেন তথা, পবিত্র বাইবেল, স্বয়ং প্রেরিতদূতদের পরম্পরাগত শিক্ষা, ও সেই প্রেরিতগণের উত্তরসূরীদের সম্প্রদান করা ধর্মশিক্ষা। এসমস্ত এমন সম্পদ যা, তাঁর মতে, কেবল রোম মণ্ডলীর পরিচালনায় লব্ধ।

'প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন' সম্পর্কে

পুস্তিকাটার উদ্দেশ্যই এমন সংক্ষিপ্ত ধর্মশিক্ষা উপস্থাপন করা যা তাদেরই লক্ষ করে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছিল বা সবেমাত্র গ্রহণ করেছিল।

ইরেনেউস সংক্ষিপ্ত ভাবে ঈশ্বর বিষয়ক ও মানবজাতির অবস্থা বিষয়ক সত্য ব্যক্ত করতে অভিপ্রেত। সত্যটা এরূপ: পিতা ঈশ্বর আপন পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বকে সৃষ্টি করে সেখানে মানুষকে বসিয়ে তাকে নিজস্ব বাসস্থান হিসাবে পরমদেশ দিয়েছিলেন, যেন তার সঙ্গিনী হবার সঙ্গে সে সেটার প্রভু হয়। তেমন মঙ্গলদানের প্রতিদানে ঈশ্বর স্থির করেছিলেন, মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর একটা আজ্ঞা পালন করবে। কিন্তু সেই প্রথম মানুষ নিজের অনভিজ্ঞতার দরুন ও শয়তানের প্ররোচনায় প্রবঞ্চিত হয়ে আজ্ঞাটা লঙ্ঘন করার ফলে নিজের বংশধরদের সঙ্গে পরমদেশ থেকে বিচ্যুত হল। তথাপি ঈশ্বর নিজের সৃষ্টজীবকে একা ফেলে না রেখে বরং তার সঙ্গে অবিরতই কথা বলতে থাকলেন যে পর্যন্ত ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হলেন ও আদমের ঘটিত অনিষ্টের প্রতিকার সাধন করলেন। এইভাবেই ঈশ্বরপুত্র ও মানবপুত্র অবস্থায় এজগতে সেই যিশু খ্রিষ্টের আগমন হয় যিনি মানবজাতির নবীন বংশপতি বা আদিপুরুষ হয়ে নিজের বাধ্যতা গুণে মানুষকে ও জগৎকে নবায়িত করেন। ঈশ্বরের পুত্রের একর্মে সেই কুমারী মারীয়া সহযোগিতা দেন যেহেতু তিনিই ঈশ্বরের অসাধারণ ভূমিকা গুণে ঈশ্বরপুত্রকে মানবজীবন দান করেন ও নিজের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে কুমারী হবার অবাধ্যতার প্রতিকার সাধন করেন। তেমন সত্য প্রচার করায় ও মানুষকে এবিশ্বাসে আহ্বান করায় মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টের আনা এ নবীকরণকে সারা জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। এসমস্ত কিছু সুস্পষ্ট ভাবে পুরাতন নিয়মের সেই নানা ভাববাণী দ্বারা প্রমাণিত, যেগুলো যিশু খ্রিষ্টের জীবন ও কার্যকলাপের সকল দিক, এমনকি কোন্ সময় ও কোথায় সেসমস্ত ঘটবার কথা, এককথায় যিশু খ্রিষ্টের জন্ম, তাঁর সাধিত অলৌকিক কাজ, তাঁর পুনরুত্থান, এবং বিচারকর্তা ও রাজা রূপে তাঁর গৌরবের কথা পূর্বঘোষণা করে এসেছিল। এটাই সেই সত্য যা শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টিয়ানদের আঁকড়িয়ে ধরে রাখা দরকার। এবং তেমন সত্য রক্ষা ও সমর্থনই হলো সাধু ইরেনেউসের ও তাঁর সমসাময়িক সাধু যুস্তিনুস, তের্তুল্লিয়ানুস ইত্যাদি খ্রিষ্টবিশ্বাস-সমর্থকদের জীবন-সংগ্রাম।

হয় তো আজকালের পাঠক / পাঠিকার মনে এপ্রশ্ন উঠতে পারে: ইরেনেউসের ও সেকালের অন্যান্য ব্যাখ্যাতাদের ব্যাখ্যার পদ্ধতি কতটুকু নির্ভরযোগ্য? এপ্রশ্নের উত্তর প্রভু যিশুর নিজের কথাতেই ব্যক্ত। এম্মাউসের সেই দুই শিষ্যের সঙ্গে পথ চলে, 'মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন' (লুক ২৪:২৭); পরে, স্বর্গে আরোহণ করার আগে তিনি শিষ্যদের আরও বলেছিলেন, 'তোমাদের সঙ্গে থাকাকালে আমি তোমাদের

যা বলেছিলাম, আমার সেই বাণীর অর্থ এ: মোশির বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন' (লুক ২৪:৪৪)। এবং প্রেরিতদূতদের কথা শোনা সম্পর্কে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'যে তোমাদের কথা শোনে, সে আমারই কথা শোনে' (লুক ১০:১৬)। হ্যাঁ, প্রাচীন সেই ব্যাখ্যাতারা ঠিক এপদ্ধতি পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন।

শেষ কথা, অনুবাদের সমস্ত শিরনাম, অর্থাৎ অনুবাদের বিভাগ ও অধ্যায়গুলোর শিরনাম, যেমন 'নিবেদন', 'জীবনের পথ' ইত্যাদি শিরনাম মূলপাঠ্যে উল্লিখিত নয়; কেবল পাঠক / পাঠিকার সুবিধার্থেই যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

ইরেনেউসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

আজকালে বাইবেল পুস্তকের অধিকারী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু সেসময় বাইবেলের পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্যই ছিল। ফলে লোকে তা-ই আবৃত্তি করতে পারত যা ইতিমধ্যে মুখস্থ করেছিল। তাছাড়া আজকালের পুরাতন নিয়ম হিব্রু মূলপাঠ্য থেকে অনূদিত, কিন্তু সাধু ইরেনেউসের সময়ে পুরাতন নিয়ম হিসাবে সেই গ্রীক মূলপাঠ্য প্রচলিত ছিল যা 'গ্রীক সত্তরী' বলে পরিচিত ও নতূন নিয়মে ব্যবহৃত। সেজন্য সাধু ইরেনেউসের লেখায় বাইবেলের উদ্ধৃত বাক্যগুলো আজকালের বাইবেলের সঙ্গে সূক্ষ্মতম মিল রাখে না।

লগ্‌দুনুমের বিশপ

সাক্ষ্যমর

সাধু ইরেনেউস লিখিত

প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১
৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১
৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

নিবেদন (১–৩ অধ্যায়)

১। জীবনের পথ

হে প্রিয় মার্কিয়ানুস [ক], যে একমাত্র পথ মানুষকে অনন্ত জীবনে চালনা করে, সেই ভক্তির পথে চলার তোমার আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে আমি তোমাকে নিয়ে আনন্দিত, এবং এ প্রার্থনা রাখি যেন তোমার বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখায় তুমি নিজে তোমার স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পার। আহা, যদি আমাদের পক্ষে এমনটা সম্ভব হত যে, একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য ও উপকারী বিষয়ে অবিরত সংলাপের মাধ্যমে আমাদের পার্থিব পরিশ্রম লঘু করার জন্য আমরা সবসময়ই একসাথে থাকতে পারতাম। তথাপি, যেহেতু আপাতত আমরা দৈহিক দিক দিয়ে একে অন্যজন থেকে দূরে রয়েছি, সেজন্য স্থির করেছি, যতদূর সম্ভব আমরা তোমার সঙ্গে লিখিত আকারে যোগাযোগ রাখব, ও তোমার বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে সত্য-প্রচার প্রদর্শন করব। আমরা

তোমাকে যা প্রেরণ করতে যাচ্ছি, তা কেমন যেন মৌলিক বিষয়াদি সংক্রান্ত একটা স্মরণিকা, যাতে করে স্বল্প ক'টা পৃষ্ঠায় সত্য-দেহটার (খ) সমস্ত মূল উপাদান শিখে ও ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়াদি সংক্ষিপ্ত প্রদর্শন গ্রহণ করে তুমি এই অল্প কিছু দ্বারা বহু কিছুতে লাভবান হতে পার। তাই এসমস্ত কিছু তোমার নিজের পরিত্রাণের জন্য ফলপ্রসূ হবে শুধু নয়, বরং যারা মিথ্যা পোষণ করে তুমি তাদেরও লজ্জায় বশীভূত করবে; এবং যারা জানতে আগ্রহী, তুমি *সৎসাহসের সঙ্গে* (গ) তাদের কাছে আমাদের *যথার্থ* ও *অনিন্দনীয়* (ঘ) শিক্ষা দেখাতে পারবে। কেননা দেখতে পায় যারা (ঙ), তাদের সকলের জন্য স্বর্গীয় আলোতে আলাকিত একটামাত্র ঊর্ধ্বমুখী পথ রয়েছে (চ), কিন্তু দেখতে পায় না যারা, তাদের জন্য অন্ধকারময় ও বিপরীতমুখী পথ বহুবিধ। প্রথম যে পথ, তা মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করায় স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য পথগুলো মানুষকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করায় মৃত্যুতে নিয়ে যায়। অতএব, তোমার পক্ষে, ও নিজেদের পরিত্রাণের ব্যাপারে যত্নশীল যারা তাদের সকলের পক্ষেও নিজ নিজ গতিপথ বিশ্বাস দ্বারা একটানা, স্থিতমূল ও দৃঢ় করে তোলা একান্ত প্রয়োজন, যাতে কেউই হোঁচট না খায়, জড় কামনা-বাসনা দরুনও বিলম্বিত না হয় ও আটকিয়ে না পড়ে, ও পথভ্রান্ত হয়ে সরল পথ থেকেও যেন না সরে যায়।

২। বিশ্বাস ও কর্ম

যেহেতু মানুষ আত্মা ও মাংসের সমন্বয়ে গঠিত একটা সৃষ্টজীব (ক), সেজন্য এটা দরকার যে, সে সেই দু'টো দ্বারাই জীবনযাপন করবে; আর যেহেতু পতনের কারণ সেই দু'টো থেকে আসে, সেজন্য দৈহিক এমন পুণ্যতা রয়েছে যা সমস্ত লজ্জাকর বিষয় ও সমস্ত অপকর্ম ক্ষেত্রে আত্মসংযম স্বরূপ, এবং আত্মার এমন পুণ্যতা রয়েছে যা ঈশ্বরে বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ন রেখে তাতে কিছুই যোগ দেয় না, তা থেকেও কিছুই বিয়োগ করে না। কেননা ভক্তি মাংসের কলুষ ও কলঙ্ক দ্বারা অন্ধকারময় ও নিস্তেজ হয়ে যায়, এবং মিথ্যা আত্মায় অনুপ্রবেশ করলে তবে সেই ভক্তি চূর্ণ ও দূষিত হয়ে নিজের অখণ্ডতাও হারায়। কিন্তু, যখন আত্মায় সত্য ও মাংসে পুণ্যতা স্থিতমূল থাকে, তখন সেই ভক্তি নিজের সৌন্দর্যে ও পরিণত মাত্রায় নিজেকে রক্ষা করবে। কেননা কথায় সত্যকে জানায় এবং মাংসকে দূষিত করায় ও অনিষ্টকর কর্মকাণ্ড সাধন করায় কী লাভ? (খ)। অথবা, সত্য

আত্মায় না থাকলে তবে মাংসের পুণ্যতা কোন্ উপকার এনে দেয়? কেননা সেই দু'টো একে অন্যকে নিয়েই আনন্দ ভোগ করে ও মানুষকে ঈশ্বরের সম্মুখীন করার লক্ষ্যে দু'টোই মিলিত ও সন্ধিবদ্ধ (গ)। সেজন্যই পবিত্র আত্মা দাউদের দ্বারা বলেন, *সুখী সেই মানুষ, ভক্তিহীনদের মন্ত্রণায় যে চলেনি* (ঘ), অর্থাৎ, সে-ই সুখী, যে এমন জাতির মানুষদের মন্ত্রণায় চলেনি যারা ঈশ্বরকে জানে না; কেননা সত্যকার ঈশ্বর যিনি, যারা তাঁকে উপাসনা করে না, তারাই সেই 'ভক্তিহীন'। এজন্য ঐশবাণী মোশিকে বলেন, *আমি সেই আছি যিনি আছেন* (ঙ); কিন্তু 'আছেন যিনি', সেই ঈশ্বরকে যারা উপাসনা করে না, তারাই ভক্তিহীন। *[সুখী সেই মানুষ,] যে পাপীদের পথেও দাঁড়ায়নি* (চ), এবং তারাই পাপী যারা ঈশ্বরকে জানা সত্ত্বেও তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে না, অর্থাৎ তারাই যারা তাঁকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করে। এবং *[সুখী সেই মানুষ,] যে বিনাশকদের আসনে বসেনি* (ছ); এক্ষেত্রে তারাই বিনাশক যারা ধূর্ত ও ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা নিজেদের শুধু নয়, অন্যান্যদেরও বিবৃত করে। কেননা 'আসন' হলো শিক্ষাদানের প্রতীক। তাই সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীই তেমন মানুষ, কেননা ওরাই বিনাশকদের আসনে বসে, ও ওদের মতবাদের বিষ গ্রহণ করে যারা তারা বিকৃত হয়।

৩। বিশ্বাসের মানদণ্ড

তবে, পাছে তেমন কিছু দ্বারা আঘাতগ্রস্ত হই আমাদের পক্ষে বিশ্বাসের মানদণ্ড (ক) অক্ষুণ্ণ রাখা, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে, তাঁকে প্রভু বলে ভয় ক'রে ও পিতা বলে তাঁকে ভালবেসে তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করা একান্ত প্রয়োজন। এসমস্ত কিছু বিশ্বাস দ্বারা অর্জিত, কেননা ইশাইয়া বলেন, *বিশ্বাস না করলে তোমরা বুঝবে না* (খ); এবং বিশ্বাস সত্য দ্বারা প্রদত্ত, কেননা বিশ্বাস এমন কিছুর উপরে স্থাপিত যা সত্যাশ্রয়ী (গ)। কেননা আমরা এমন কিছুতে বিশ্বাস রাখি যা সত্যিই রয়েছে, ও সেই অনুসারেই তাতে বিশ্বাস রাখি; এবং এমন কিছুতে বিশ্বাস রেখে যা সত্যিই রয়েছে ও সেই অনুসারেই তাতে বিশ্বাস রেখে আমরা সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের আস্থা দৃঢ় করে রক্ষা করি। তাই, যেহেতু বিশ্বাস আমাদের পরিত্রাণকে স্থায়ী করে তোলে, সেজন্য সেসমস্ত বিষয়ে সত্যকার জ্ঞান অর্জন করার লক্ষ্যে সেই বিশ্বাস রক্ষা করা আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরী ব্যাপার। তবে, বিশ্বাস-ই আমাদের জন্য এসমস্ত যুগিয়ে দেয়, সেইভাবে যেভাবে

প্রেরিতদূতদের শিষ্য যাঁরা, সেই প্রবীণগণ আমাদের কাছে তা সম্প্রদান করলেন। সর্বপ্রথমে বিশ্বাস আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানায় যেন আমরা মনে রাখি যে, আমরা পিতা ঈশ্বরের নামে, ও যিনি মাংস হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনরুত্থান করলেন, ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, ও ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে বাপ্তিস্ম পেয়েছি; আরও, আমরা যেন মনে রাখি যে, এই বাপ্তিস্ম হলো অনন্ত জীবনের সীলস্বরূপ ও ঈশ্বরে নবজন্ম স্বরূপ, যাতে করে আমরা আর মরণশীল মানুষের সন্তান না হয়ে বরং সনাতন ও চিরস্থায়ী ঈশ্বরেরই সন্তান হয়ে উঠি; এবং যেন মনে রাখি যে, সনাতন ও চিরস্থায়ী যিনি, তিনি সেই ঈশ্বর যিনি সমস্ত গড়া বস্তুর ঊর্ধ্বে, এবং যা কিছু আছে, তা যেই জাতের হোক না কেন, সেই সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত রয়েছে, ও যা কিছু তাঁর বশীভূত রয়েছে তা সবই তাঁরই দ্বারা নির্মিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর অন্য একজনেরই বস্তুর উপরে নয়, তাঁর নিজেরই বস্তুর উপরে নিয়ন্তা ও প্রভু। এবং সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই; কেননা ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা, ও সমস্ত কিছু ঈশ্বর হতে আগত [ঘ]।

প্রেরিতগণের ধর্মশিক্ষা (৪–৪২ক অধ্যায়)

৪। জগতের সূচনায় বিদ্যমান ঈশ্বর

কেননা এটা প্রয়োজন যে, যা কিছু নির্মিত, সেটার নির্মাণের আদি কোন একটা মহৎ কারণ থেকেই উদ্গত হবে; এবং এসমস্ত কিছুর আদি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর; কেননা তিনি যে কারও দ্বারা হয়েছেন এমন নয়, বরং তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছিল। অতএব সর্বপ্রথমে এটাই বিশ্বাস করা সমীচীন যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যিনি সমস্ত কিছু নির্মাণ করলেন ও বিন্যস্ত করলেন, ও যা ছিল না, তিনি এমনটা করলেন যেন তা হয়, ও নিজেতে সমস্ত কিছু ধারণ করায় একাকী তিনিই সীমাবদ্ধতাবিহীন [ক]। তবে, সমস্ত কিছুতে রয়েছে আমাদের এজগৎ [খ], ও জগতে রয়েছে মানুষ। সুতরাং, এই জগৎও ঈশ্বর দ্বারা হয়েছে।

৫। বিশ্বে ঐশবাণীর ও পবিত্র আত্মার ভূমিকা

অতএব, এভাবে দেখানো হচ্ছে অসৃষ্ট, অদৃশ্যমান, বিশ্বস্রষ্টা পিতা সেই একেশ্বরকে যাঁর উর্ধ্বে অন্য কোন ঈশ্বর নেই ও যাঁর পরেও অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আর যেহেতু ঈশ্বর বাণী-বিশিষ্ট (ক), সেজন্য যা কিছু হয়েছিল তা তাঁর সেই বাণী দ্বারাই হয়েছিল; আরও, ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, ও সেই [পবিত্র] আত্মা দ্বারা তিনি সমস্ত কিছু অলঙ্কৃত করলেন যেইভাবে নবীও বলেন, *প্রভুর বাণীতেই স্থাপিত হল আকাশমণ্ডল, ও তাঁর আত্মা দ্বারাই তার গোটা প্রতাপ* (খ)। তাই যেহেতু সেই বাণী অস্তিত্বমণ্ডিত সবকিছু স্থাপন করেন অর্থাৎ সেগুলোকে রূপায়িত করেন ও বাস্তব করে তোলেন, এবং [পবিত্র] আত্মা সেই প্রতাপগুলোর বৈচিত্র্য শ্রেণিভুক্ত করেন ও নানা রূপ প্রদান করেন, সেজন্য এটা ন্যায্য ও সমীচীন যে, সেই পুত্র বাণী বলে ও সেই আত্মা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলে অভিহিত হন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রেরিতদূত পলও উত্তমরূপে বলেন, *পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছুর মধ্য দিয়ে, ও আমাদের সকলের মধ্যে [বিদ্যমান]* (গ)। তাই 'সকলের উর্ধ্বে' যিনি তিনি হলেন পিতা, কিন্তু 'সবকিছুর মধ্য দিয়ে [সক্রিয়]' যিনি তিনি হলেন সেই পুত্র কেননা তাঁর মধ্য দিয়ে পিতার দ্বারা সবই হয়েছিল; এবং 'আমাদের সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]' যিনি তিনি হলেন সেই [পবিত্র] আত্মা যিনি *আব্বা পিতা ডাকতে থাকেন* (ঘ) ও *মানুষকে ঈশ্বরের সাদৃশ্য অনুসারে গড়ে তোলেন* (ঙ)। তবে [পবিত্র] আত্মা [ঐশ]বাণীকে প্রদর্শন করেন, এবং এর ফলে নবীগণ ঈশ্বরের পুত্রের কথা ঘোষণা করেছিলেন; সেইসঙ্গে বাণী [পবিত্র] আত্মাকে ধ্বনিত করেন (চ): যার ফলে তিনি নিজেই হলেন নবীদের ঘোষণাকারী ব্যক্তিত্ব ও মানুষকে পিতার কাছে চালনা করেন ও উন্নীত করেন (ছ)।

৬। বিশ্বাসের সূত্রত্রয়

তবে এটাই আমাদের বিশ্বাসের মানদণ্ডের অনুক্রম-নিয়ম, ঘরের ভিত্তি, ও আমাদের আচরণের বুনিয়াদ।

অসৃষ্ট, সীমাবদ্ধতাবিহীন, অদৃশ্যমান, একেশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা পিতা ঈশ্বর; এটাই আমাদের বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান সূত্র।

দ্বিতীয় সূত্র হলো: ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট নবীদের নিজ নিজ ভাববাণীর রূপ অনুসারে ও পিতার ব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে নবীদের কাছে আবির্ভূত হলেন; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল। তাছাড়া, মৃত্যুকে বিনষ্ট করার জন্য, জীবনকে উদ্ভাসিত করার জন্য (ক) ও ঈশ্বরে-মানুষে সহভাগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি সমস্ত কিছু এক মাথায়, [নিজেতেই], সম্মিলিত করার জন্য (খ) 'অন্তিমকালে'(গ) মানুষদের মাঝে এমন মানুষ হলেন যিনি দৃশ্যমান ও স্পর্শনীয় (ঘ)।

তৃতীয় সূত্র হলো, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁর গুণে নবীগণ নিজ নিজ ভাববাণী দিয়েছিলেন, পিতৃগণ ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়াদি শিখেছিলেন, ও ধার্মিকজন সকল ধর্মময়তার পথে চালিত হয়েছিলেন; এবং মানুষকে ঈশ্বরের উদ্দেশে নবীকৃত করার লক্ষ্যে তিনি অন্তিমকালে সারা পৃথিবী জুড়ে মানবজাতির উপরে নবীন ভাবে বর্ষিত হলেন (ঙ)।

৭। বাপ্তিস্মে ত্রিত্বের উদ্দেশে মানুষের নবজন্ম

আর এজন্য আমাদের নবজন্মদানকারী বাপ্তিস্ম (ক) এ সূত্রত্রয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, তথা, পিতা ঈশ্বর পবিত্র আত্মায় নিজের পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের নবজন্ম মঞ্জুর করেন। কেননা যারা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মাকে বহন করে, তারা সেই বাণীর কাছে অর্থাৎ সেই পুত্রের কাছে চালিত হয় যিনি তাদের গ্রহণ ক'রে পিতার কাছে তাদের উপস্থাপন করেন, ও পিতা এমনটা করেন তারা যেন অক্ষয়শীলতার অধিকারী হয় (খ)। [পবিত্র] আত্মাকে ছাড়া ঈশ্বরের বাণীর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়, পুত্রকে ছাড়াও কেউই পিতার কাছে এগিয়ে যেতে পারে না; কেননা পিতাজ্ঞান হলো সেই পুত্র (গ), ও ঈশ্বরের পুত্র-জ্ঞান পবিত্র আত্মা দ্বারা হয়। কিন্তু পুত্র পিতার প্রসন্নতা অনুসারে সেবকর্মী হিসাবে [পবিত্র] আত্মাকে তারই কাছে বিতরণ করেন পিতা যাকে দিতে ইচ্ছা করেন ও সেইভাবে যেভাবে পিতা ইচ্ছা করেন (ঘ)।

৮। দানশীল পিতা ঈশ্বর

পিতা [পবিত্র] আত্মা দ্বারা পরাৎপর, সর্বশক্তিমান ও সেনাবাহিনীর প্রভু বলে অভিহিত (ক), যাতে করে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারি যে, তিনিই হলেন স্বর্গমর্তের ও গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা, দূতদের ও মানুষদের নির্মাতা ও সকলের প্রভু

যাঁর মধ্য দিয়ে সবই অস্তিত্ব পায় ও যাঁর দ্বারা সবই জীবনমন্ডিত হয়ে থাকে; তিনি দয়াবান, করুণাময়, অধিক স্নেহশীল, মঙ্গলময়, ন্যায়বান; তিনি ইহুদীদের, বিজাতীয়দের ও বিশ্বাসীদের, এককথায় সকলেরই ঈশ্বর। বিশ্বাসীদের তিনি এজন্যই পিতা, কেননা এ অন্তিমকালে (খ) তিনি দত্তকপুত্রত্বের সন্ধি উন্মুক্ত করেছেন; কিন্তু ইহুদীদের তিনি হলেন প্রভু ও বিধানকর্তা, কেননা যখন মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছিল ও তাঁর প্রতি বিদ্রোহ করেছিল, তখন, সেই মধ্যযুগে, তিনি বিধানের মাধ্যমে তাদের বাধ্যতায় ফিরিয়ে এনেছিলেন যেন তারা শিখতে পারে যে, তাদের কাছে প্রভু হিসাবে ছিলেন সেই নির্মাতা ও স্রষ্টা, যিনি প্রাণবায়ুও দান করেন ও যাঁকে আমাদের পক্ষে দিবারাত্র উপাসনা করা উচিত; এবং বিজাতীয়দের তিনি হলেন নির্মাতা, স্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা। এবং সবার কাছে নির্বিশেষেই তিনি হলেন জীবন ও পুষ্টির বিধাতা, রাজা ও বিচারকর্তা, কেননা তাঁর বিচার এড়াতে বা তা থেকে রক্ষা পেতে পারবে এমন কেউ নেই, ইহুদীও নয়, বিজাতীয়ও নয়, যে বিশ্বাসী পাপ করেছে সেও নয়, কোন স্বর্গদূতও নয়। কিন্তু যারা এবর্তমানকালে তাঁর মঙ্গলময়তা প্রত্যাখ্যান করে, তারা বিচারে তাঁর প্রতাপের অভিজ্ঞতা করবে, ধন্য প্রেরিতদূতের সেই বাণীমত যা অনুসারে *ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা যে তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে চায়, তুমি একথা না জেনে বরং তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলেছ: তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন* (গ)। ইনিই [মোশির] বিধানে 'আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর, জীবিতদেরই ঈশ্বর' বলে অভিহিত (ঘ), যদিও তেমন ঈশ্বরের উৎকৃষ্টতা ও মহত্ত্ব অনির্বচনীয়।

৯। সপ্ত স্বর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত পৃথিবী

পৃথিবী সপ্ত স্বর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত যেগুলোতে এমন অগণন প্রতাপ, দূত ও মহাদূত বিরাজিত যাঁরা সর্বশক্তিমান ও বিশ্বনির্মাতা ঈশ্বরের সেবা করে থাকেন; ঈশ্বরের যে সেই সেবাকর্মের দরকার আছে সেই অনুসারে নয়, তাঁরা বরং তা-ই করে থাকেন যাতে নিষ্ক্রিয়, অনর্থক ও অকৃতজ্ঞ না হয়ে থাকেন। এজন্যই ঈশ্বরের [পবিত্র] আত্মাও নিজের বিদ্যমানতায় বহুবিধ, ও নবী ইশাইয়া দ্বারা তিনি সেই সপ্ত সেবাকর্ম-বিশিষ্ট বলে

পরিগণিত যা মানুষ রূপে ঈশ্বরের পুত্রের তথা ঐশবাণীর আগমনে তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করেছিল [ক]। বস্তুত তিনি বলেন, *ঈশ্বরের আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, (জ্ঞান) ও ভক্তির আত্মা তাঁর উপর বিশ্রাম করবেন; ঈশ্বরভীতির আত্মা তাঁকে পরিপূর্ণ করবেন* [খ]। তাই, উপর থেকে শুরু ক'রে যে স্বর্গ প্রথম হয়ে বাকি সমস্ত স্বর্গগুলোকে পরিবেষ্টন করে, সেটা হলো প্রজ্ঞা; সেটা থেকে যেটা দ্বিতীয় সেটা হলো সুবুদ্ধির স্বর্গ; তৃতীয়টা হলো সুমন্ত্রণার স্বর্গ; উপর থেকে শুরু ক'রে যেটা চতুর্থ বলে পরিগণিত, সেটা হলো পরাক্রমের স্বর্গ; পঞ্চমটা হলো জ্ঞানের স্বর্গ; ষষ্ঠটা হলো ভক্তির স্বর্গ; সপ্তমটা অর্থাৎ আমাদের এই আকাশপরদা সেই আত্মা-ভীতিতে পূর্ণ যা আকাশমণ্ডলকে আলোকিত করে। বাস্তবিকই তেমন কিছুর নমুনা হিসাবে মোশি সেই সপ্ত হাত-বিশিষ্ট প্রদীপ [গ] পেয়েছিলেন যা পবিত্রধামে অবিরত জ্বলতে থাকত; কেননা তিনি তেমন সেবাকর্ম সপ্তস্বর্গের নমুনা হিসাবেই পেয়েছিলেন, সেই বর্ণনা অনুসারে যা ঐশবাণী তাঁকে উদ্দেশ করে উচ্চারণ করেছিলেন, *সবকিছুর যে নমুনা তুমি পর্বতে দেখেছিলে, তুমি সেই অনুসারেই [সেটা] করবে* [ঘ]।

১০। বিশ্বজগতের উপাদানগুলোর ভূমিকা

তবে এই ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন তাঁর সেই আপন বাণী দ্বারা যিনি তাঁর সনাতন পুত্র, ও সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যিনি বিশ্বপিতার আপন প্রজ্ঞা। আর এঁদের প্রতাপগুলো অর্থাৎ এই ঐশবাণীর ও এই প্রজ্ঞার সেই যে প্রতাপগুলো খেরুবিম ও সেরাফিম বলেও অভিহিত, তাঁরা অবিরাম কণ্ঠে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে থাকেন; ও স্বর্গীয় সমস্ত সৃষ্টবস্তু সেই ঈশ্বরকে গৌরব নিবেদন করে থাকে যিনি বিশ্বপিতা। তিনি নিজের বাণী দ্বারা গোটা জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, ও তেমন জগতে দূতগণও রয়েছেন; এবং গোটা জগতের জন্য তিনি এমন বিধিনিয়ম স্থির করেছেন যাতে এক একটা বস্তু নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে থেকে ও ঈশ্বরের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না ক'রে নিজ নিজ আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে থাকে [ক]।

১১। মানবসৃষ্টি

তিনি যা সবচেয়ে শুচি ও সূক্ষ্মতম ছিল তা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ও সঠিক পরিমাণে নিজের প্রতাপকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিজেরই দু' হাতে মানুষকে

গড়লেন [ক]। বাস্তবিকই তিনি সেই গড়া বস্তুতে তাঁর নিজের গঠন রেখাপাত করলেন, যাতে যা কিছু দৃশ্যমান হবার কথা তা সেই ঐশ্বরিক গঠন বহন করে; কেননা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবেই গড়া হয়েছিল ও পৃথিবীতে রাখা হয়েছিল; এবং যাতে মানুষ জীবন্ত প্রাণী হয়ে ওঠে সেজন্য তিনি তার মুখমণ্ডলে প্রাণবায়ু ফুঁ দিলেন, যাতে করে প্রাণে ও গঠনেও মানুষ ঈশ্বরের সদৃশ হতে পারে [খ]। তাছাড়া মানুষ স্বাধীন ও স্ব-অধিকার বিশিষ্ট এক প্রাণী ছিল, কেননা পৃথিবীর বুকে যা কিছু ছিল তার উপরে কর্তৃত্ব করার লক্ষ্যেই তাকে ঈশ্বর দ্বারা গড়া হয়েছিল [গ]। এবং এই যে মহৎ জগৎ মানব-নির্মাণের আগে ঈশ্বর দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেই জগৎকে মানুষকে নিজস্ব স্থান হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, ও সেইসঙ্গে সেই সমস্ত কিছুও তাকে দেওয়া হয়েছিল যা জগৎ ধারণ করছিল। তেমন স্থানে সেই ঈশ্বরের সেবকেরা নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম অনুসারে কর্মরত ছিলেন, যিনি সবকিছু নির্মাণ করেছিলেন; এবং নিজের সকল সহসেবকের উপরে যাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই সহস্রপতি ব্যবস্থাপক এই স্থানের উপর কর্তৃত্ব করছিলেন; সেই সেবকেরা ছিলেন দূতগণ, ও সেই সহস্রপতি ব্যবস্থাপক ছিলেন এক মহাদূত [ঘ]।

১২। সেই পরমদেশ

মানুষকে পৃথিবীর ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সেটারও প্রভু করার পর তিনি গোপনে সেই মানুষকে তাঁদেরও প্রভু করলেন যারা পৃথিবীতে ছিলেন সেবকবৃন্দ। তথাপি তাঁরা ছিলেন পূর্ণ পরিপক্বতার অধিকারী, কিন্তু প্রভু অর্থাৎ মানুষ ছিল ছোট্ট, কেননা সে ছিল একটা বালক মাত্র; তাতে এটা দরকার ছিল যে, সে বড় হতে হতে নিজের পূর্ণ পরিপক্বতা অর্জন করবে [ক]। তাই, মানুষ যেন পুষ্টি পেতে পারে এবং আনন্দিত ও পুলকিত মনে বড় হতে পারে, সেই লক্ষ্যে তিনি তার জন্য এজগতের চেয়ে শ্রেয়তর একটা স্থান প্রস্তুত করলেন, এমন স্থান যা হাওয়া, সৌন্দর্য, আলো, খাদ্য, গাছ-গাছালি, ফলাদি, জল ও জীবনের বাকি যত প্রয়োজনের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ; স্থানটির নাম পরমদেশ। এবং এ পরমদেশ এমনই সুন্দর ও মঙ্গলময় ছিল যে, ঈশ্বরের বাণী প্রায়ই সেখানে গিয়ে চলাচল করছিলেন ও মানুষের সঙ্গে কথোপকথন করে ভাবীকালে যা ঘটবার কথা তা আগে থেকেই কল্পনা করছিলেন [খ] তথা, মানুষ তাঁর সহনাগরিক হবে,

তিনি তার সঙ্গে কথা বলবেন ও মানুষদের ধর্মময়তা শিখিয়ে তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। কিন্তু মানুষ তখনও বালক ছিল, তার বিচারবুদ্ধি তখনও পরিপক্ব ছিল না; এইভাবে মানুষ সেই প্রতারক দ্বারা সহজে প্রবঞ্চিত হল।

১৩। হবা

মানুষ সেই পরমদেশে বসবাস করছিল এমন সময় ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীকে তার সামনে এনে তাকে সবগুলোর নাম রাখতে আদেশ করলেন; *আর আদম যত সজীব প্রাণীর নাম রাখল, সেটার নাম তাই হল* [ক]। তিনি মানুষের জন্য সহায়ক নির্মাণ করবেন বলেও স্থির করলেন, তিনি বললেন, *মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়; এসো, আমরা তার সমরূপ একজন সহায়ক নির্মাণ করি* [খ]। কিন্তু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এমন কোন সহায়ক পাওয়া গেল না যে আদমের সমান, তুলনীয় ও সদৃশ হবে [গ]। *তাই ঈশ্বর আদমের উপর এমন তন্দ্রা নামিয়ে আনলেন ও তাকে ঘুম পড়িয়ে দিলেন* [ঘ]; এবং যেন এমন একটা কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন যা অন্য কর্ম থেকে উদ্গত, সেজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আদমের উপরে এমন ঘুম আনা হল যা পরমদেশে ছিল না [ঙ]। তখন ঈশ্বর আদমের একটা পাঁজর তুলে নিয়ে জায়গাটি মাংস দিয়ে পুরণ করে দিলেন, এবং তুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে তিনি এক নারী গড়লেন ও তাকে আদমের কাছে আনলেন [চ]। তাকে দেখে সে বলে উঠল, *এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। এর নাম নারী হবে, কেননা তার স্বামী থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে* [ছ]।

১৪। সেই আদর্শ দাম্পত্য

আদম ও হবা—কেননা হবা-ই ছিল সেই নারীর নাম—*সেসময় উলঙ্গ ছিল ও কোন লজ্জা বোধ করত না* [ক]। কেননা তাদের মন ছিল নির্মল ও শিশুতুল্য, এবং তাদের পক্ষে এমন কিছু ভাবতে ও বুঝতে সম্ভব ছিল না যা লালসা ও নির্লজ্জ কামনা দ্বারা শঠতা মানুষের প্রাণে জন্মায়। কেননা নিজেদের স্বভাব রক্ষা করায় তারা সেসময় ছিল অখণ্ড, যেহেতু প্রাণবায়ুই তাদের গঠনে ফুঁ দেওয়া হয়েছিল [খ]; আর যতক্ষণ প্রাণবায়ুটা নিজের স্থানে ও তেজময় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সেটা অশ্লীল ধরনের চিন্তা ভাবেও না, কল্পনাও করে না। অতএব শিশুতুল্য সরলতার সঙ্গে নিজেদের চুম্বন করতে ও আলিঙ্গন করতে তারা লজ্জাবোধ করত না।

১৫। প্রথম বিধান

কিন্তু পাছে মানুষ অধিকতর উচ্চ ধরনের চিন্তা পোষণ করে বড়াই করত ও নিজেকে অতি বড় মনে করত ঠিক যেন তার কোন প্রভু নেই, এবং তাকে মঞ্জুর করা অধিকার ও স্বাধীনতার কারণে নিজের সীমা অতিক্রম ক'রে ও ঈশ্বরের বিপক্ষে গর্বোদ্ধত ভাবনা পোষণ ক'রে নিজের নির্মাতা ঈশ্বরের প্রতি অপরাধ করত, সেজন্য ঈশ্বর দ্বারা তাকে একটা বিধান দেওয়া হয়েছিল যাতে করে সে এ বুঝতে পারত যে, তার জন্য প্রভু রূপে তিনিই ছিলেন যিনি বিশ্বপ্রভু। তাই ঈশ্বর তার জন্য ক'টা সীমাবদ্ধতা স্থির করেছিলেন, যাতে করে সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করলে তবে সে যা ছিল, সবসময়ই তা-ই হয়ে থাকত, অর্থাৎ সে অমরই হয়ে থাকত; কিন্তু সে সেই আজ্ঞা পালন না করলে তবে সে মরণশীল হয়ে সেই মাটিতে বিলীন হবে যা থেকে গঠনের সময়ে তার দেহ তুলে নেওয়া হয়েছিল। সেই আজ্ঞা ছিল এ, *পরমদেশের অভ্যন্তরে যত গাছ-গাছালি রয়েছে, তুমি সেগুলোর ফল খুশি-স্বচ্ছন্দে খাবে; কিন্তু সেই যে একমাত্র গাছ থেকে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেটার ফল তোমরা খাবে না; কেননা যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন তোমরা মরবেই মরবে* [ক]।

১৬। শয়তানের আবির্ভাব

মানুষ এই আদেশ পালন করল না, বরং মানুষের উপর ঈশ্বর যে মহা দানগুলো মঞ্জুর করেছিলেন, সেটার ব্যাপারে যে দূত মানুষের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষা পোষণ করছিল, মানুষ সেই দূত দ্বারা পথভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হল, তাতে সেই দূত নিজেকে নষ্ট করল ও মানুষকে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করায় তাকে পাপী করে তুলল [ক]। তাই সেই দূত নিজের মিথ্যাচারিতা দ্বারা পাপের প্রণেতা ও উৎস হয়ে উঠে ঈশ্বরকে অপমান করার ফলে ও মানুষকে পরমদেশ থেকে বিতাড়িত করাবার ফলে নিজেই আঘাতগ্রস্ত হল। আর যেহেতু নিজের ব্যবহারের ফলে সে বিদ্রোহ করল ও ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেল, সেজন্য হিব্রু ভাষায় তাকে 'শয়তান' বলা হল, যার অর্থ 'বিদ্রোহী'; কিন্তু তাকে 'অপবাদক'ও বলা হয় [খ]। তবে, সেই যে সাপ সেই অপবাদকের বেশ ধারণ করেছিল, ঈশ্বর সেই সাপকে অভিশাপ দিলেন, আর এই অভিশাপ খোদ জন্তুর উপরে ও সেটার মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকা সেই দূতের

উপরে তথা শয়তানের উপরে নেমে পড়ল। এদিকে তিনি মানুষকে নিজের উপস্থিতি থেকে দূর করে দিয়ে তাকে কিছু সময়মত এমন জায়গায় বসবাস করতে পাঠালেন যা পরমদেশমুখী পথে রয়েছে। কেননা পরমদেশ পাপীকে প্রবেশাধিকার দেয় না (গ)।

১৭। ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত মানুষের প্রথম অভিজ্ঞতা : সেই কাইন ও আবেল

পরমদেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে আদম ও তাঁর স্ত্রী হবা উদ্বেগ ও দুঃখজনক বহু ক্লেশের মধ্যে পড়ে কষ্ট, শ্রম ও বিলাপ সহ এই জগতে চলাফেরা করলেন। কেননা মানুষ সূর্যের রশ্মির নিচে ভূমি চাষ করত কিন্তু সেই ভূমি পাপের শাস্তি স্বরূপ কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাত (ক)। সেসময়ই শাস্ত্রের এবাণী সিদ্ধি লাভ করল, *আদম নিজের স্ত্রীকে জনলেন, ও তিনি গর্ভবতী হয়ে কাইনকে প্রসব করলেন* ও কাইনের পরে *আবেলকে প্রসব করলেন* (খ)। এদিকে, যে বিদ্রোহী দূত মানুষকে অবাধ্যতায় চালনা করে তাকে পাপী করিয়ে পরমদেশ থেকে তার বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল, সেই দূত প্রথম অনিষ্ট নিয়ে খুশি না হয়ে ভাইদের উপরে দ্বিতীয় একটা অনিষ্ট ঘটাল, কেননা কাইনকে নিজের আত্মায় পূর্ণ করে তাকে ভ্রাতৃঘাতক করল (গ)। তাতে আবেল নিজের ভাই দ্বারা খুন হয়ে মারা গেল; এ এমনটা বোঝায় যে, সেসময় থেকে কেউ না কেউ নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও খুন হবে; হ্যাঁ, অধার্মিক যারা তারা ধার্মিকদের খুন করবে ও নির্যাতন করবে। এতে ঈশ্বর আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে কাইনকে অভিশপ্ত করলেন, ও সেসময় থেকে কাইনের বংশধর যারা তারা এক একজন পুরুষানুক্রমে তাদের বংশপতির সমান হল। পরে ঈশ্বর খুন করা সেই *আবেলের স্থানে'* আদমের ঘরে *'আর একটি পুত্রসন্তানের উদ্ভব ঘটালেন* (ঘ)।

১৮। মানবজাতির মধ্যে দুর্নীতি বিস্তার

বহু দিন ধরে শঠতা বিস্তার লাভ করে পরিব্যাপ্ত হতে হতে গোটা মানবজাতির নাগাল পেয়ে তা এমনভাবে দখল করল যে মানুষদের মধ্যে ধর্মময়তার ক্ষুদ্রতম ক'টা বীজ মাত্রই থেকে গেল। তাতে পৃথিবী জুড়ে অবৈধ মিলন দেখা দিল, কারণ দূতগণ মানবজাতির কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হলে সেই কন্যারা দূতদের জন্য এমন পুত্রসন্তানদের প্রসব করল যারা তাদের অতি উচ্চতার জন্য দৈত্য বলে অভিহিত হল (ক)। তখন এই দূতেরা নিজেদের স্ত্রীর জন্য উপহার হিসাবে অনিষ্টকর মতবাদ প্রদান করল; হ্যাঁ, তাদের তারা শেখাল গাছের শিকড়ের ও ঘাসের গুণবলি, রঞ্জনবিদ্যা

ও নানা কায়দার প্রসাধনী, মূল্যবান পদার্থের আবিষ্কার, জাদু ঔষধ, দিদ্বেষ, প্রেমলিলা, কামুকতা, প্রেম-আকর্ষণ, মন্ত্র-তন্ত্র, ও যেকোন ধরনের মায়াবিদ্যা ও প্রতিমাপূজা যা ঈশ্বরের চোখে ঘৃণ্য। তেমন কিছু জগতে অনুপ্রবেশ করার ফলে অনিষ্ট পরিব্যাপ্ত হতে হতে ও বিস্তার লাভ করতে করতে ধর্মময়তা হ্রাস পাচ্ছিল ও দুর্বল হচ্ছিল (খ)।

১৯। জলপ্লাবন

অবশেষে, প্রথম মানুষ থেকে শুরু ক'রে সেই দশম পুরুষে যখন জলপ্লাবন দ্বারা জগতের উপর ঈশ্বরের ন্যায়বিচার নেমে এল, তখন কেবল সেই নোয়াকেই ধার্মিক বলে পাওয়া গেল। এবং তাঁর ধর্মময়তার খাতিরে তিনি নিজে, নিজের স্ত্রী, ও নিজ নিজ স্ত্রী-সহ তাঁর তিন ছেলে সেই জাহাজে নিস্তার পেলেন, সেই যে জাহাজে তাঁরা সেই জীবজন্তুগুলোর সঙ্গে রুদ্ধ ছিলেন যেগুলোকে ঈশ্বর জাহাজে প্রবেশ করাতে আদেশ করেছিলেন। আর যখন বিনাশ পৃথিবী জুড়ে সকলের উপরে, মানুষ ও জীবজন্তুদের উপরেও নেমে পড়ল, কেবল তারাই রেহাই পেল যারা সেই জাহাজে স্থান পেয়েছিল। নোয়ার তিন ছেলে ছিলেন শেম, হাম ও যাফেথ; এঁদেরই দ্বারা তাঁর বংশ পুনরায় বহুবৃদ্ধি পেল। জলপ্লাবনের পরে, এঁরাই মানবজাতির বংশপতি (ক)।

২০। নোয়ার বংশকাহিনী (১)

নোয়ার সেই তিন ছেলের একজন অভিশাপের অধীনে পড়লেন; বাকি দু'জন নিজ নিজ কর্মের জন্য আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হলেন। বাস্তবিকই, হাম নামক নোয়ার কনিষ্ঠ ছেলে নিজের পিতাকে বিদ্রূপ করেছিলেন বিধায় ও নিজের পিতার প্রতি অপমানজনক ও অধর্মময় ব্যবহারের কারণে অভক্তি-অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন বিধায় অভিশাপের পাত্র হলেন, ও নিজের বংশধরদেরও নিজের অভিশাপে জড়িত করলেন; এর ফলে এমনটা ঘটল যে, তাঁর থেকে উদ্ভূত তাঁর গোটা বংশ অভিশপ্ত হল ও তেমন পাপকর্মে ফলবান হল ও বংশবৃদ্ধি করল। কিন্তু শেম ও যাফেথ পিতার প্রতি তাঁদের ভক্তির খাতিরে আশীর্বাদের পাত্র হলেন। পিতা নোয়া যে অভিশাপে হামকে অভিশপ্ত করেছিলেন, তা এরূপ, *যুবা হাম অভিশপ্ত হোক, সে নিজের ভাইদের দাস হবে* (ক)। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে পৃথিবী জুড়ে বহু বংশধরদের জন্মাল যারা চৌদ্দ পুরুষ ধরে বন্য অরণ্যের মত গজিয়ে উঠল, যতক্ষণ না সেই দণ্ডের ফলে সেই বংশধারা ঈশ্বর দ্বারা ছিন্ন

হল। কেননা কানানীয়েরা, হিত্তীয়েরা, হিব্বীয়েরা, আমোরীয়েরা, যেবুসীয়েরা, গির্গাশীয়েরা, সদোমীয়েরা ও আরবীয়েরাও ও ফৈনিকিয়ার অধিবাসীরা, সকল মিশরীয় ও লিবীয় হলো হামের বংশধর যারা সেই অভিশাপের অধীন হল; কেননা ভক্তিহীনদের উপরে যে অভিশাপ, তা দীর্ঘস্থায়ী।

২১। নোয়ার বংশকাহিনী (২)

সেই অভিশাপ যেমন, আশীর্বাদের পাত্র হয়েছিলেন যিনি, আশীর্বাদও তেমনি তাঁর বংশের কাছে, এক একজনের অনুক্রম অনুসারে, হস্তান্তরিত হল। তাঁদের মধ্যে প্রথম হয়ে সেই শেম একথায় আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, *ধন্য প্রভু, শেমের ঈশ্বর! হাম তার দাস হোক* (ক)। আশীর্বাদের প্রভাব এতেই রয়েছে যে, বিশ্বপ্রভু সেই ঈশ্বর শেমের জন্য হয়ে উঠলেন তাঁর উপাসনা-কর্মের বিশিষ্ট সম্পদ। আর সেই আশীর্বাদ পরিব্যাপ্ত হতে হতে সেই আব্রাহাম পর্যন্তই পৌঁছল যিনি শেম-বংশের দশম পুরুষে গণিত; সুতরাং সকলের ঈশ্বর সেই পিতা *আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* (খ) বলে অভিহিত হতে প্রীত হয়েছিলেন, কেননা শেমের সেই আশীর্বাদ পরিব্যাপ্ত হতে হতে আব্রাহামকেই আঁকড়িয়ে ধরেছিল। এদিকে যাফেথের আশীর্বাদ এভাবে ব্যক্ত, *ঈশ্বর যাফেথকে বিস্তৃত করুন, সে শেমের ঘরে বাস করুক, ও হাম তার দাস হোক* (গ)। এই আশীর্বাদ এ বর্তমান যুগের শেষে মুকুলিত হল যখন বিজাতীয়দের আহ্বান করায়, — হ্যাঁ, ঈশ্বর বিজাতীয়দের পর্যন্তও নিজের আহ্বান বিস্তৃত করলেন— প্রভু আবির্ভূত হলেন ও *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাদের স্বরধ্বনি, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন* (ঘ)। সুতরাং [আশীর্বাদে উল্লিখিত] 'বিস্তৃত' শব্দটা বিজাতীয়দের আহ্বানের দিকে তথা মণ্ডলীরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; এবং 'শেমের ঘরে বাস করা' বলতে খ্রিষ্ট যিশুতে জ্যেষ্ঠাধিকার পেয়ে সেই বংশপতিদের উত্তরাধিকারে বাস করা বোঝায় (ঙ)। তাই যে অনুক্রম অনুসারে এক একজন আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই অনুক্রম অনুসারে এক একজন নিজ নিজ বংশধরের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদের ফল গ্রহণ করেছিলেন।

২২। সেই শর্তহীন সন্ধি

জলপ্লাবনের পর ঈশ্বর জগতের সঙ্গে, এমনকি পশু কি মানুষ প্রতিটি জীবেরই সঙ্গে এমন একটা সন্ধি স্থির করলেন যা অনুসারে, পৃথিবীতে যা কিছু গজিয়ে ওঠে, তা তিনি

আর কখনও জলপ্লাবনে বিনাশ করবেন না। এবং তিনি এ বলে তাদের একটা চিহ্ন দিলেন, *যখন আকাশ মেঘে আবৃত হবে, তখন মেঘের মধ্যে একটা ধনু দেখা দেবে; তখন আমি আমার সন্ধি স্মরণ করব, এবং পৃথিবীতে যা কিছু চলাচল করে আমি তা জলরাশি দ্বারা আর কখনও বিনাশ করব না* (ক)। সেসময় তিনি মানুষকে মাংস খেতে অনুমতি দেওয়ায় মানুষের খাদ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, কেননা আদমের আদিগঠন থেকে জলপ্লাবন পর্যন্ত মানুষ কেবল বীজ ও গাছের ফল খেত, ও তাদের পক্ষে মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু, যেহেতু নোয়ার তিন ছেলে ছিলেন মানবজাতির এক নতুন আদি, সেজন্য ঈশ্বর তাদের বংশবৃদ্ধি ও ফলপ্রসূতার লক্ষ্যে তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, *ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল ও তার উপর প্রভুত্ব কর; সকল জীবজন্তু ও আকাশের সকল পাখির উপরে তোমাদের প্রতি ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজ করবে; সেই সবুজ উদ্ভিদ যেমন, তেমনি এসমস্ত কিছুও তোমাদের জন্য হবে খাদ্য; কিন্তু তোমরা প্রাণের সঙ্গে মাংস অর্থাৎ রক্তসমেত মাংস খাবে না, কেননা আমি পশুদের কাছ থেকে ও মানুষের কাছ থেকে তোমাদের রক্তের হিসাব আদায় করব। যে কেউ মানুষের রক্ত ঝরাবে, সেটার বিনিময়ে তার রক্ত ঝরানো হবে* (খ), কেননা তিনি মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়লেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হলো সেই পুত্র যাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষকে গড়া হয়েছিল (গ); এজন্যই, সেই প্রতিমূর্তিকে নিজেরই সদৃশ করে তোলার লক্ষ্যে পুত্র অন্তিমকালে আবির্ভূত হলেন (ঘ)। এই সন্ধি অনুসারে মানবজাতি সেই তিনজনের বীজ থেকে উৎসারিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করল। *পৃথিবী জুড়ে একটামাত্র ঠোঁট ছিল* (ঙ), অর্থাৎ একটামাত্র ভাষা চলত।

২৩। বাবেলের সেই মিনার (ক)

তাঁবু তুলে তারা পুব দেশ থেকে এগিয়ে গেল, ও সেই দেশের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সেই শিনার দেশে গিয়ে পৌঁছল যা খুবই প্রশস্ত; সেখানে তারা একটা মিনার তৈরি করতে সিদ্ধান্ত নিল; সেই মিনার দিয়ে তারা আকাশ পর্যন্ত যেতে চেষ্টা করছিল, কেননা ভাবছিল, যারা তাদের পরে আসবে, তাদের জন্য তারা তাদের সেই কর্মকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে যেতে পারবে। ঘাঁথনির জন্য তারা পোড়া ইট ও আলকাত্রা ব্যবহার করল। যেহেতু তারা সকলে ছিল একমন ও একমত, সেজন্য তাদের দুঃসাহসের স্পর্ধা

এগোতে থাকল, ও একই ভাষা গুণে তারা নিজেদের বাসনার সঙ্কল্প দৃঢ়তর করে তুলল। কিন্তু তাদের কাজ যেন আর এগোতে না পারে সেজন্য ঈশ্বর তাদের ভাষা ভাগ ভাগ করলেন যাতে তারা একে অন্যকে আর বুঝতে না পারে। ফলে তারা ছড়িয়ে পড়ল, অন্যত্র তাঁবু গাড়ল, জগৎকে দখল করল, ও নিজ নিজ ভাষা অনুসারে দলে দলে বাস করতে লাগল; এ থেকেই পৃথিবী জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও নানা ভাষা উদ্গত হল। তাই দেখা যাচ্ছে, মানুষের তিন জাত পৃথিবী দখন করেছিল, তাদের একটা অভিশাপের অধীন ছিল, ও বাকি দু'টো ছিল আশীর্বাদের পাত্র; আশীর্বাদটা প্রথম সেই শেমের কাছে এসেছিল যাঁর জাতি পুবে বাস করল ও কাল্দীয়দের দেশ দখন করল।

২৪। আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

কালক্রমে, অর্থাৎ জলপ্লাবনের পরবর্তী দশম পুরুষে সেই আব্রাহামের আবির্ভাব হয় যিনি সেই ঈশ্বরকে খোঁজেন নিজের পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদের জোরে যিনি তাঁর দেয় ও তাঁর প্রাপ্য (ক)। আর যখন তাঁর আত্মার আগ্রহের অনুপ্রেরণায় তিনি ঈশ্বর কোথায় তা-ই খোঁজ করতে করতে জগদ জুড়ে চলাচল করছিলেন ও তাঁকে পাবার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিলেন, তখন একাকী হয়ে যিনি নীরবে তাঁকে খোঁজ করছিলেন, ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া করলেন ও নিজের বাণী দ্বারা আলোর রশ্মিই দ্বারা যেন নিজেকে জ্ঞাত হতে দিয়ে আব্রাহামকে দেখা দিলেন। কেননা তিনি স্বর্গ থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে বললেন, *তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, ও সেই দেশে প্রবেশ কর যা আমি তোমাকে দেখাব* (খ) ও সেখানে বসতি কর। তিনি সেই স্বর্গীয় কণ্ঠ বিশ্বাস করলেন, ও যদিও তাঁর বয়স বেশ যথেষ্টই ছিল, এমনকি তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর, ও তাছাড়া যদিও তাঁর একটা স্ত্রীও ছিলেন, তবু নিজের স্ত্রীকে ও নিজের মৃত ভাইয়ের ছেলে লোটকে সঙ্গে করে মেসোপতামিয়া ছেড়ে রওনা হলেন। আর যখন তিনি সেই দেশে গিয়ে পৌঁছলেন যার আজকালের নাম যুদেয়া ও যেখানে সেসময় হাম-বংশজাত সাতটা গোষ্ঠী বসতি করছিল, তখন ঈশ্বর দর্শনে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, *আমি তোমাকে ও তোমার পরে তোমার বংশধরদের এই দেশ চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দান করব* (গ); [এবং তিনি একথাও বললেন যে,] তাঁর বীজ এমন দেশে প্রবাসী হবে যা তাদের আপন দেশ নয়, সেখানে তারা অত্যাচারিত হবে, কষ্টভোগ করবে ও চার'শ বছর ধরে দাসত্বে বাস

করবে; কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তারা আব্রাহামকে অঙ্গীকৃত সেই স্থানে ফিরে যাবে, ও যে জাতি তাঁর বীজকে দাসত্বে রেখেছিল, ঈশ্বর সেই জাতির বিচার করবেন। এবং যাতে আব্রাহাম নিজের বীজের অগণন সংখ্যার কথা ছাড়া সেই বীজের গৌরবের কথাও জ্ঞাত হন, সেজন্য ঈশ্বর তাঁকে রাতে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, *আকাশের দিকে তাকাও, আর দেখ যদি আকাশের তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নিতে পার: তোমার বীজ সেইমত হবে* (ঘ)। আর যখন ঈশ্বর তাঁর আত্মার সন্দেহমুক্ত ও স্থিতমূল নিশ্চয়তা লক্ষ করলেন, তখন তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা শাস্ত্রে বললেন, *আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন, আর তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (ঙ)। যখন তেমন সাক্ষ্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, সেসময়ে তিনি অপরিচ্ছেদিত ছিলেন, এবং যেন তাঁর বিশ্বাসের উৎকৃষ্টতা একটা চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত করা হয় তিনি তাঁকে সেই পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা দিলেন *যা অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় তাঁর বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তার মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ* (চ)। তারপর, ঈশ্বরের অঙ্গীকারমত বন্ধ্যা সারা থেকে তাঁর ঘরে একটা ছেলে, সেই ইস্‌হাক, জন্ম নিলেন; এবং ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই অনুসারে তিনি তাঁকে পরিচ্ছেদিত করলেন। ইস্‌হাক থেকে যাকোব জন্ম নিলেন (ছ)। এইভাবে শেমের সেই আদি আশীর্বাদ আব্রাহাম পর্যন্ত, আব্রাহাম থেকে ইস্‌হাক পর্যন্ত, ও ইস্‌হাক থেকে যাকোব পর্যন্ত পৌঁছল, কেননা [পবিত্র] আত্মার দেওয়া উত্তরাধিকার তাঁদের উপরে বণ্টন করা হয়েছিল। এজন্যই তিনি *আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর* (জ) বলে অভিহিত। এই যাকোব বারোটা পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন, যাঁদের নাম অনুসারে ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠী নাম নিল (ঝ)।

২৫। মিশরে প্রবাস ও পাস্কা

আর যখন গোটা পৃথিবীর উপর দুর্ভিক্ষ নেমে পড়ল, তখন দেখা গেল, কেবল মিশরেই খাদ্য ছিল; তাই যাকোব তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন; যারা চলে গেছিল তাদের সংখ্যা ছিল পঁচাত্তরজন, ও সেই পূর্ব দৈববাণী মত তারা চার'শ বছরে ছয় লক্ষ ষাট হাজার হল। যেহেতু তারা তীব্রভাবে নিপীড়িত ছিল ও নিষ্ঠুর দাসত্বে অত্যাচারিত ছিল, এবং হাহাকার করছিল ও তাদের আপন পিতৃগণ আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ঈশ্বর যিনি সেই ঈশ্বরের কাছে আর্তনাদ করছিল, সেজন্য তিনি দশ আঘাত

দ্বারা মিশরীয়দের আঘাত ক'রে ও শেষ আঘাতে মানুষ ও পশুর যত প্রথম জাতককে হত্যা করার জন্য বিনাশক এক দূত পাঠিয়ে মোশি ও আরোনের হাত দ্বারা তাদের মিশর থেকে বের করে আনলেন (ক)। এইভাবে খুঁতবিহীন একটা মেষশাবককে বলি দ্বারা খ্রিষ্টের কষ্টভোগ রহস্যগত ভাবে প্রকাশ ক'রে ও নিরাপত্তার চিহ্ন হিসাবে হিব্রুদের ঘরের উপরে সেটার রক্ত লেপন করিয়ে তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের ত্রাণ করলেন। এ রহস্যের নাম ছিল 'পাস্থা', যা মুক্তির উৎস (খ)। লোহিত সাগরকে দু'ভাগ করে তিনি সমস্ত নিরাপত্তা সহকারে ইস্রায়েল সন্তানদের মরুপ্রান্তরে চালনা করলেন, এবং যে মিশরীয়েরা তাদের অনুসরণ করে তাদের ধাওয়া করেছিল ও সাগরে প্রবেশ করেছিল, তারা সবাই নিমজ্জিত হল। এটা ঈশ্বরের এমন বিচার যা তাদের উপর নেমে এল যারা অন্যায়ভাবে আব্রাহামের বংশকে অত্যাচার করেছিল (গ)।

২৬। সিনাই পর্বতে সন্ধি স্থাপন

সেই মরুপ্রান্তরে মোশি ঈশ্বর থেকে বিধান পেলেন, হ্যাঁ, দুই পাথরফলকে লেখা সেই দশ বাণীকে পেলেন যা ঈশ্বরের আপন আঙুল দিয়ে লেখা (ক) (ঈশ্বরের আঙুল হলেন পিতা থেকে নির্গত স্বয়ং পবিত্র আত্মা)(খ), সেই আজ্ঞাগুলো ও নির্দেশবাণীও পেলেন যা তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন যেন তারা তা পালন করে (গ)। ঈশ্বরের আদেশক্রমে তিনি সেই সাক্ষ্য-তাঁবু তৈরি করলেন যা পৃথিবীতে সেই সমস্ত কিছুর দৃশ্যগত নির্মাণকর্ম যা স্বর্গে আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্যমান, যা মণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি ও ভাবীকালীন সবকিছুর পূর্বচ্ছবি; সেই তাঁবুতে তিনি সেই পাত্রগুলো, সেই নানা যজ্ঞবেদি ও সেই মঞ্জুষাও বসালেন যাতে সেই ফলক দু'টো রাখলেন (ঘ)। তিনি আরোন ও তাঁর ছেলেদের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন আর সেইসঙ্গে তাঁদের গোটা গোষ্ঠীকে যাজকত্ব আরোপ করলেন; তাঁরা ছিলেন লেবি বংশজাত। তাছাড়া, ঈশ্বরের বাণী দ্বারা তিনি এসমস্ত গোষ্ঠীকে ঈশ্বরের মন্দিরে উপাসনা-কর্ম সম্পাদন করার জন্য আহ্বান করলেন ও তাঁদের লেবীয় বিধান দান করলেন, অর্থাৎ, যারা ঈশ্বরের মন্দিরে সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য অবিরতই নিযুক্ত, তাদের কেমন গুণাবলির ও কেমন ধরনের মানুষ হওয়া উচিত (ঙ)।

২৭। প্রতিশ্রুত দেশে পরিদর্শন-যাত্রা - মরুপ্রান্তরে অতিবাহিত বর্ষগুলো

ঈশ্বর আব্রাহামকে ও তাঁর বংশকে যে দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যখন তারা সেই দেশের কাছে এসে গেল, তখন মোশি প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে একটা মানুষকে বেছে নিয়ে সেই দেশ, সেই দেশের অভ্যন্তরীণ শহরগুলো ও সেই শহরগুলোর বাসিন্দাদের পরিদর্শন করতে তাদের পাঠালেন। সেসময় ঈশ্বর তাঁকে সেই নাম প্রকাশ করলেন যে একমাত্র নাম তাদেরই ত্রাণ করতে পারে যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে। পরে মোশি, যাদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের একজন তথা নূনের ছেলে হোশেয়ার নাম পাল্টিয়ে তাঁকে যিশু নাম রাখলেন (ক); তাই তিনি সেই নামের প্রতাপেই তাদের পাঠালেন, কেননা তিনি বিশ্বাস করছিলেন, সেই নামের পরিচালনা গুণে তিনি তাদের সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে ফিরে পাবেন: আর তেমনটাই ঘটেছিল (খ)। তাদের গোয়েন্দাগিরি ও পরিদর্শনের যাত্রা সমাপ্ত করার পর তারা সঙ্গে করে একটা আঙুরগুচ্ছ নিয়ে ফিরে এল; কিন্তু যাদের পাঠানো হয়েছিল, সেই বারোজনের কয়েকজন গোটা জনগণকে ভয়েতে ও নিরাশায় ফেলে দিল; তারা নাকি বলছিল যে, সেই শহরগুলো ছিল অধিক বড় ও প্রাচীরে ঘেরা, ও সেখানে দৈত্যদের সেই ছেলেরাই বাস করছিল যারা নিজেদের দেশ রক্ষা করতে সক্ষম (গ)। তাতে গোটা জনগণ কাঁপতে লাগল, কেননা তারা এ বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, ঈশ্বর নিজেই তাদের শক্তি মঞ্জুর করবেন ও ওদের সকলকে তাদের অধীনে বশীভূত করবেন। তাছাড়া তারা সেই দেশ সম্পর্কে নিন্দাজনক কথা বলল, কেমন যেন দেশটা ভাল নয় ও দেশটা এমন যোগ্যও নয় যে সেটার খাতিরে তারা বিপদের ঝুঁকি নেবে। কিন্তু সেই বারোজনের দু'জন, তথা নূনের ছেলে যিশু ও যেফুন্নির ছেলে কালেব তেমন অপকর্মের কারণে নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও জনগণকে হতাশ না হতে ও সাহস না হারাতে অনুরোধ করলেন, যেহেতু ঈশ্বর নিজেই সমস্ত কিছু তাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং দেশটা উত্তমই ছিল। কিন্তু যখন তারা বিশ্বাস করল না বরং যখন জনগণ নিজেদের অবিশ্বাসে থেকে গেল, তখন ঈশ্বর তাদের যাত্রাপথ পাল্টিয়ে বদলি করলেন তারা যেন দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় ও প্রান্তরে কঠোরভাবে আঘাতগ্রস্ত হয়। এবং যারা গুপ্তচর হিসাবে দেশটা পরিদর্শন করেছিল, যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য তাদের যতদিন লেগেছিল, সেই দিনগুলোর

সংখ্যা অনুসারে অর্থাৎ চল্লিশ দিন, তিনি প্রতিটি দিনকে এক বছর বলে গণনা ক'রে চল্লিশ বছর ধরেই তাদের সকলকে প্রান্তরে রাখলেন; ও যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানপ্রাপ্ত ছিল, তাদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের কাউকেই তিনি সেই দেশে প্রবেশ করতে যোগ্য গণ্য করলেন না; যাঁরা উত্তরাধিকারের পক্ষে সাক্ষ্যদান করেছিলেন, কেবল সেই দু'জন তথা নূনের ছেলে যিশুকে ও যেফুন্নির ছেলে কালেবকেই তিনি প্রবেশের যোগ্য গণ্য করলেন, ও তাঁদের সঙ্গে তাদেরও যোগ্য বলে গণ্য করলেন যারা কম বয়সী ছিল ও ডান হাতকে বাঁ হাত থেকে বুঝতে অক্ষম ছিল। তাই অবিশ্বাসী সেই জনগণ সবাই প্রান্তরে মারা গেল ও নিঃশেষিত হল, এতে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবিশ্বাসের প্রতিফল পেল; কিন্তু ছেলেরা সেই চল্লিশ বছরে বড় হতে হতে মৃতজনদের স্থান পূরণ করল।

২৮। দ্বিতীয় বিবরণ

সেই চল্লিশ বছরকাল পূর্ণ হলে জনগণ যর্দনের ধারে এসে পৌঁছে সম্মিলিত হয়ে যেরিখোর সামনাসামনি যুদ্ধের লক্ষ্যে সারিবদ্ধ অবস্থায় নিজেদের বিন্যস্ত করল। এখানে, সমবেত জনগণের সাক্ষাতে মোশি বর্তমানকাল পর্যন্ত ঈশ্বরের পরাক্রান্ত কার্যকলাপের কথা ঘোষণা ক'রে ও যারা প্রান্তরে বড় হয়েছিল ঈশ্বরকে ভয় করতে ও তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করতে তাদের প্রস্তুত ক'রে অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই আজ্ঞাগুলোতে তিনি নতুন বিধানই যেন নতুন নতুন নির্দেশ যোগ করলেন যেগুলোকে তিনি 'দ্বিতীয় বিবরণ' নাম রাখলেন; তাতে কতগুলো ভাববাণী লেখা ছিল যা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত, জনগণ সংক্রান্ত, ও বিজাতীয়দের আহ্বান ও রাজ্যও সংক্রান্ত (ক)।

২৯। পরিচালনার ভার হস্তান্তর

আর যখন মোশি নিজের জীবনগতির দৌড় সমাপ্ত করতে যাচ্ছিলেন তখন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *এই পর্বতে গিয়ে ওঠ ও সেখানে মর, কেননা তুমিই যে আমার জনগণকে [প্রতিশ্রুত] দেশে প্রবেশ করাবে এমন নয়* (ক)। তাই তিনি *প্রভুর বাণী অনুসারে মরলেন* ও নূনের ছেলে যিশু তাঁর পদ নিলেন (খ)। ইনি যর্দনকে দু'ভাগ করে জনগণকে দেশে পার করালেন, এবং সেখানে যে সাতটা জাতি বাস করছিল তাদের পরাভূত করে ও ধ্বংস করে দেশটাকে জনগণের মধ্যে বণ্টন করলেন। সেখানে রয়েছে সেই যেরুশালেম

যেখানে দাউদ রাজত্ব করেছিলেন, ও তাঁর ছেলে সেই শলোমনও রাজত্ব করেছিলেন যিনি ঈশ্বরের নামের উদ্দেশে সেই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যা সেই তাঁবুর সাদৃশ্য অনুসারে গড়া যা মোশি দ্বারা স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির নমুনা অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছিল (গ)।

৩০। নবীদের ভূমিকা

সেখানে (ক) পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দ্বারা সেই নবীরা প্রেরিত হলেন যাঁরা শিক্ষাদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন ও তাদের পিতৃগণের পরাৎপর ঈশ্বরের কাছে তাদের ফিরিয়ে আনছিলেন। তাঁরা হয়ে উঠলেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাণীর অগ্রদূত, কেননা এ ঘোষণা করছিলেন যে, তাঁর মাংস দাউদের বংশধরদের মধ্য থেকে মুকুলিত হবে যাতে করে প্রভু মাংস অনুসারে সেই দাউদের সন্তান হন যিনি দীর্ঘকালীন ধারাবাহিকতা গুণে ছিলেন আব্রাহামের সন্তান, ও যেন [পবিত্র] আত্মা অনুসারে হন সেই ঈশ্বরসন্তান যিনি পিতার সঙ্গে পূর্ববিদ্যমান, জগদপত্তনের পূর্বে জনিত, ও এযুগের শেষে গোটা জগতের কাছে মানুষ রূপে আবির্ভূত (খ): তিনি ঈশ্বরের সেই বাণী যিনি *স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত করেন* (গ)।

৩১। খ্রিষ্টিয়ানদের গঠনে দেহের ভূমিকা

এভাবে তিনি মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করলেন ও ঈশ্বর ও মানুষের পারস্পরিক সহভাগিতা সার্থক করলেন, কেননা আমাদের মাঝে তাঁর আগমন দ্বারা ছাড়া আমরা কোন মতেই অক্ষয়শীলতার অংশী হতে পারতাম না। কেননা যতক্ষণ অক্ষয়শীলতা অদৃশ্য ও অপ্রকাশিত ছিল, ততক্ষণ তা আমাদের আদৌ সহায়তা করত না; তাই সেটা এজন্যই দৃশ্যগত হল যেন আমরা সবদিক দিয়েই অক্ষয়শীলতা গ্রহণে অংশী হতে পারতাম (ক)। আর যেহেতু আদমের আদি-গঠনে আমরা সবাই তাঁর অবাধ্যতার দরুন মাংসে আবদ্ধ ও জড়িত ছিলাম, সেজন্য এ ন্যায্যই ছিল যে, আমাদের জন্য যিনি মানুষ হয়েছিলেন, তাঁরই বাধ্যতা গুণে আমরা মৃত্যু থেকে রেহাই পেতাম; আর যেহেতু মৃত্যু মাংসের উপরে রাজত্ব করছিল, সেজন্য এ ন্যায্যই ছিল যে, মৃত্যু মাংসের গুণে নিঃশেষিত হবে ও নিজের অত্যাচার থেকে মানুষকে রেহাই দেবে (খ)। তাই

বাণী হলেন মাংস [গ] যাতে, যে মাংসের জোরে পাপ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল, ঠিক সেই মাংসের দ্বারাই পাপ শক্তি-বঞ্চিত হয় ও আমাদের অন্তরে আর কখনও না থাকে। একারণেই আমাদের প্রভু আদি-গঠনের একই ধরনের মাংস-গঠন ধারণ করলেন যাতে আদিপিতাদের পক্ষে সংগ্রাম করতে পারেন ও আদমে যে আমাদের ভূপাতিত করেছিল, আদম দ্বারাই তাকে [অর্থাৎ সেই সাপকে] পরাভূত করতে পারেন [ঘ]।

৩২। আদম ও খ্রিষ্ট

তবে আদিমানুষের পদার্থ কোথা থেকে আসে? তা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা থেকে ও কুমারী মাটি থেকে আসে। শাস্ত্রে বলে, *কেননা মানুষ নির্মিত হওয়ার আগে ঈশ্বর পৃথিবীর উপরে বৃষ্টির জল তখনও বর্ষণ করেননি ও মাটি চাষ করবে কোন মানুষও তখনও ছিল না* [ক]। তাই তখনও-কুমারী সেই মাটি থেকে ঈশ্বর ধুলা তুলে নিয়ে মানবজাতির আদি সেই মানুষকে গড়লেন [খ]। তাই প্রভু এই মানুষকে এক মাথায়, নিজেতেই, নবীনভাবে সম্মিলিত ক'রে [গ] ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা ক্রমে একটি কুমারী থেকে জন্ম নিয়ে মাংসগঠনের একই ব্যবস্থা পালন করলেন, যাতে তিনি আদমের মাংসের মত একইভাবে গড়া মাংস দেখাতে পারেন, এবং যেন নিজেই সেই একই মানুষ হন যার বিষয়ে লেখা আছে, আদিতে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে ছিল [ঘ]।

৩৩। হবা ও মারীয়া

যেমন অবাধ্য একজন কুমারীর মধ্য দিয়ে মানুষ আঘাতগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুতে পতিত হয়েছিল, তেমনি ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বাধ্য সেই কুমারীর মধ্য দিয়ে মানুষ পুনরুত্থিত হয়ে জীবন ফিরে পেল [ক]। কেননা প্রভু হারানো মেষকে অর্থাৎ হারানো মানুষকে খুঁজতে এসেছিলেন [খ]। একজন্যই তিনি নিজের জন্য আলাদা কোন দেহ গঠন না করে বরং আদমের বংশধর সেই কুমারীর মধ্য দিয়ে সেই আদি-গঠনের সাদৃশ্য রক্ষা করলেন। কেননা এটা প্রয়োজন ছিল যে, আদম এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত হবে যাতে মরণশীলতা অমরতা দ্বারা কবলিত [গ] ও পরাভূত হয়, ও হবা এক মাথায়, সেই মারীয়াতে, সম্মিলিত হবে যাতে একটি কুমারী একটি কুমারীর সহায়িকা হন ও একটি কুমারীর বাধ্যতার মধ্য দিয়ে একটি কুমারীর অবাধ্যতা বাতিল করা হয় [ঘ]। সেই বৃক্ষের

কারণে সাধিত অপরাধ বৃক্ষের উপরে সাধিত বাধ্যতা দ্বারা বিলীন হল, ঈশ্বরের প্রতি এমন বাধ্যতা যে বাধ্যতার জন্য মানবপুত্রকে সেই বৃক্ষে পেরেক দিয়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও তেমনটা করে তিনি অমঙ্গল-জ্ঞান বাতিল করলেন ও মঙ্গল-জ্ঞান এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে অমঙ্গল হলো ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়া, কিন্তু মঙ্গল হলো ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়া (ঙ)।

৩৪। ঐশবাণীর মুক্তিদায়ী বাধ্যতা

নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলে ঐশবাণী ভাবীকালে যা ঘটবার ছিল তা পূর্বঘোষণা করেছিলেন (বস্তুতপক্ষে তাঁরা এজন্যই নবী, কারণ তাঁরা তা-ই ঘোষণা করেন যা একদিন ঘটবে), তবে ঐশবাণী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এইভাবে নিজের কথা ব্যক্ত করেছিলেন, *আমি প্রত্যাখ্যান করি না, প্রতিবাদও করি না; আমি আমার পীঠ চাবুককে ও আমার গাল চপেটাঘাতকে দিলাম, ও থুথুর অপমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি* (ক)। অতএব, যে বাধ্যতা গুণে তিনি সেই বৃক্ষে ঝুলে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন (খ), তিনি বৃক্ষে সাধিত সেই প্রাচীন অবাধ্যতা বাতিল করে দিলেন। তিনি নিজে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই বাণী যিনি অদৃশ্য অবস্থায় সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হলেন ও বিশ্বের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও গভীরতা (গ) আলিঙ্গন করেন (কেননা গোটা বিশ্ব ঈশ্বরের বাণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত)। ঠিক এসমস্ত দিক দিয়েই, বিশ্বের উপরে ক্রুশের আকারে খোদাই করা ছিলেন যিনি, ঈশ্বরের সেই পুত্রকে ক্রুশে দেওয়া হল; দৃশ্যমান হয়ে উঠে তিনি নিজের ক্রুশের বিশ্বজনীনতা প্রকাশ করলেন; এভাবে তিনি ক্রুশবিদ্ধজনেরই দৃশ্যগত আকারে নিজের কর্মশক্তি অদৃশ্য পর্যায়েও স্পষ্টভাবে দেখালেন; কেননা তিনিই উচ্চতা অর্থাৎ স্বর্গে যা কিছু রয়েছে তা আলোকিত করেন, তিনিই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ আঁকাবাঁকা যত পথ তথা সেটার গভীরতাকে তলিয়ে দেখেন, তিনিই পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বিস্তৃত করেন, তিনিই পশ্চিম অঞ্চলের ও দক্ষিণ প্রস্থের কর্ণধারের মত [জাহাজ] চালনা করেন, ও সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়া সকল মানুষকে পিতা-জ্ঞানে আহ্বান করেন (ঘ)।

৩৫। আব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি সিদ্ধ

এভাবে, ঈশ্বর যে আব্রাহামের বংশকে আকাশের তারানক্ষত্রের মত করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন (ক), তিনি সেই প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি ঘটালেন; কেননা যিনি

আব্রাহামের বংশধর সেই কুমারী থেকে জন্ম নি লেন, সেই খ্রিষ্ট ঠিক তা-ই করলেন, ও তাঁর উপরে যারা বিশ্বাস রেখেছিল তাদের তিনি *জগতের আলো* (খ) রূপে স্থাপন করলেন, এবং আব্রাহামের সঙ্গে বিজাতীয়দেরও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করলেন। কেননা *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন আর তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (গ)। একই প্রকারে আমরাও ঈশ্বরে বিশ্বাস গুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত, কারণ *যে ধার্মিক, সে বিশ্বাস গুণে বাঁচবে* (ঘ); তবে *বিধানের জোরে নয়, বিশ্বাসের জোরেই আব্রাহামের প্রতি সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল* (ঙ); কেননা আব্রাহাম বিশ্বাসের জোরেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন, *কেননা বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত নয়* (চ)। তেমনি আমরাও বিধান দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত; এমন বিশ্বাস যা বিধানের ও নবীদের সাক্ষ্যদানের সমর্থন পাবার পর এখন ঈশ্বরের বাণী নিজেই আমাদের সামনে উপস্থাপান করেন (ছ)।

৩৬। দাউদকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সিদ্ধ

দাউদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিরও তিনি সিদ্ধি ঘটালেন, কেননা তাঁর জন্য ঈশ্বর এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি *তাঁর গর্ভের ফল থেকে* (ক) এমন সনাতন রাজার উদ্ভব ঘটাবেন যার রাজ্য হবে অন্তহীন। সেই রাজা হলেন খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র যিনি মানবপুত্র হলেন, অর্থাৎ তিনি যিনি দাউদের বংশজাত সেই কুমারীর ফল হলেন। সেজন্য প্রতিশ্রুতিটা [‘ঔরসের ফল’ তথা পুরুষের ফল নয়, বরং নারীর](খ) ‘গর্ভের ফল’ উল্লেখ করছিল, যাতে তিনি তাঁরই বিশিষ্ট অনন্যতা ঘোষণা করতে পারতেন যিনি দাউদের বংশজাত সেই কুমারীর গর্ভের ফল হয়েছিলেন; এমন ফল যিনি দাউদকুলের উপর সনাতন রাজা হবার কথা ও যাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন (গ)।

৩৭। পরিত্রাণের জয়লাভ

তবে, তেমন গৌরবময় পরিস্থিতিতে তিনি আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করছিলেন, পিতৃগণের প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি ঘটাচ্ছিলেন, ও সেই প্রাচীন অবাধ্যতা বাতিল করছিলেন। ঈশ্বরপুত্র হলেন দাউদসন্তান ও আব্রাহামসন্তান (ক)। আমাদের পুনরায় জীবনের অধিকারী করার লক্ষ্যে ঈশ্বরের বাণী সমস্ত প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি ঘটাবার উদ্দেশ্যে ও সেগুলোকে এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে (খ) কুমারীর ব্যবস্থা

অনুসারে মাংস হলেন যাতে মৃত্যু বাতিল করতে পারেন ও মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন। কেননা পাপের কাছে নিজেদের সঁপে দিয়ে ও এর ফলে মৃতুর হাতে পড়ে গিয়ে আমরা পাপের কারাবাসে আবদ্ধ ছিলাম (গ)।

৩৮। বাপ্তিস্মের স্বীকারোক্তিতে খ্রিষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান

তাই তাঁর আপন অসীম দয়ায় পিতা ঈশ্বর নিজের সৃষ্টিকারী সেই বাণীকে প্রেরণ করলেন যিনি আমাদের নিস্তার করার জন্য সেই একই পরিবেশে ও স্থানে নেমে এলেন যেখানে আমরা জীবন হারিয়ে পতিত হয়েছিলাম, এবং যে বেড়ি আমাদের বন্দি অবস্থায় রাখছিল তা তিনি খুলে দিলেন। তাঁর আলোর আবির্ভাবে সেই কারাবাসের অন্ধকার ঘুচে গেল, তিনি আমাদের জন্ম পবিত্রিত করলেন ও মৃত্যুকে বিনাশ করে সেই বেড়ি খুলে দিলেন যাতে আমরা আবদ্ধ ছিলাম (ক)। নিজে মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত হয়ে (খ) তিনি পুনরুত্থান প্রদর্শন করলেন; ও পতিত মানুষকে নিজেতে উত্তোলিত করলেন, যেহেতু স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়ায় নিজেই পিতার গৌরবের ডান পাশে বিরাজমান ছিলেন, যেইভাবে নবীর দ্বারা প্রতিশ্রুত হয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, *আমি দাউদের খসে পড়া তাঁবু* অর্থাৎ দাউদ থেকে আগত মাংসকে *পুনরুত্তোলন করব* (গ)। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তখনই এসমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটালেন যখন আমাদের সত্যিকারেই পুনরুত্তোলন করার জন্য ও পিতার উদ্দেশে আমাদের মুক্ত অবস্থায় উপস্থাপন করার জন্য তিনি গৌরবময় ভাবে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন (ঘ)। তবে, কেউ যদি কুমারী থেকে তাঁর জন্ম মেনে নিতে না পারে, তাহলে সে কেমন করে মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান মেনে নেবে? কেননা অজাত একজন যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবে না, তাতে বিস্ময়কর, আশ্চর্যময় ও অসাধারণ কিছু নেই বৈকি; এমনকি অজনিত একজনের বেলায় আমরা পুনরুত্থানের কথা পর্যন্তও উল্লেখ করতে পরতাম না। কেননা যে অজনিত, সে তো এমনিই অমর, এবং জন্মের মধ্য দিয়ে যে আসে না, সে মৃত্যুর মধ্য দিয়েও প্রস্থান করে না।

৩৯। সেই পুনরুত্থিতজনের প্রাধান্য

সুতরাং, তিনি যদি জন্ম নিয়ে না থাকেন, তবে তিনি মৃত্যুও বরণ করেননি; আর তিনি যদি মৃত্যুবরণ করে না থাকেন, তবে মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান করেননি;

আর তিনি যদি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে না থাকেন, তবে মৃত্যুকেও বিনাশ করেননি ও মৃত্যুরাজ্যও বাতিল করেননি; আর যদি মৃত্যু বাতিল হয়ে না থাকে, তবে আমরা যারা আদি থেকে মৃত্যুর অধীনে পতিত ছিলাম, সেই আমরা কেমন করে জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারব? (ক)। অতএব, যারা মানুষ থেকে মুক্তিকর্ম দূর করে দেয় ও এমনটা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে তাদের পুনরুত্থিত করবেন, তারাও আমাদের প্রভুর সেই জন্ম অবজ্ঞা করে যিনি আমাদের খাতিরে তা গ্রহণ করেছিলেন যেন ঈশ্বরের বাণী মাংস হন যাতে করে তিনি মাংসের পুনরুত্থান প্রকাশ করতে পারেন ও সবকিছুর উপরে প্রাধান্যের অধিকারী হতে পারেন: তিনি স্বর্গেই প্রাধান্যের অধিকারী যেহেতু পিতার চিন্তার প্রথমজাত হিসাবে তিনি হলেন সেই সিদ্ধতাবিশিষ্ট বাণী যিনি সবকিছু শাসন করেন ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনি পৃথিবীতেও প্রাধান্যের অধিকারী যেহেতু কুমারীর প্রথমজাত হিসাবে তিনি ন্যায়বান ও পুণ্যবান মানুষ, বিশ্বস্ত, মঙ্গলকর, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, সবকিছুতে সিদ্ধতাবিশিষ্ট; অবশেষে, পাতাল থেকে তাঁর সকল অনুসারীদের নিস্তার করায় তিনি *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত* (খ) হিসাবে ও ঈশ্বরের জীবনের প্রণেতা হিসাবেই প্রাধান্যের অধিকারী (গ)।

৪০। **মোশি থেকে প্রেরিতদূতদের পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারকথা** (১)

এভাবে ঈশ্বরের বাণী *সবকিছুতে শীর্ষপদের অধিকারী* (ক) কেননা তিনি সত্যকার মানুষ, *আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা ও শক্তিশালী ঈশ্বর* (খ); তিনি মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় নতুন করে আহ্বান করেন যেন তাঁর সঙ্গে সেই সহভাগিতা গুণে আমরা অক্ষয়শীলতার অংশী হয়ে উঠি (গ)। অতএব, যিনি মোশির মধ্য দিয়ে বিধান দ্বারা, ও বিশ্বপিতা সেই পরাৎপর ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের নবীদের দ্বারা সবকিছুর উৎস বলে ঘোষিত হয়েছিলেন, যিনি মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বর থেকে জনিত হয়ে ও দাউদ ও আব্রাহামের বংশধর সেই কুমারী মারীয়া থেকে সঞ্জাত হয়ে যুদেয়ায় আগমন করলেন, তিনি ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্ত সেই যিশু যিনি নিজেকে সেই ব্যক্তি বলে প্রকাশ করলেন নবীদের দ্বারা যিনি পূর্বঘোষিত হয়েছিলেন (ঘ)।

৪১। মোশি থেকে প্রেরিতদূতদের পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারকথা (২)

তাঁর অগ্রদূত সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন যখন জীবন-বাণীকে গ্রহণ করে নিতে জনগণকে প্রস্তুত ও তৈরি করছিলেন, তখন এ ঘোষণা করেছিলেন যে, ইনি ছিলেন সেই খ্রিষ্ট যাঁর উপরে ঈশ্বরের আত্মা তাঁর মাংসের সঙ্গে মিলিত হয়ে অধিষ্ঠান করেছিলেন (ক)। তাঁর শিষ্যেরা, যাঁরা তাঁর সমস্ত মঙ্গলকর কর্মের, তাঁর শিক্ষাবাণী, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থানের, ও তাঁর দৈহিক পুনরুত্থানের পরে তাঁর স্বর্গারোহণের সাক্ষী হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন সেই প্রেরিতদূতেরা যাঁরা পবিত্র আত্মার পরাক্রম পাবার পর তাঁর দ্বারা সারা জগতে প্রেরিত হয়ে প্রতিমা, ব্যভিচার ও লোভ থেকে ফেরাবার জন্য মানবজাতিকে জীবনের পথ দেখিয়ে এবং জল ও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের দ্বারা (খ) তাদের আত্মা ও দেহ শোধন ক'রে বিজাতীয়দের আহ্বান-কর্ম সাধন করলেন। যে পবিত্র আত্মাকে তাঁরা প্রভু থেকে পেয়েছিলেন (গ) সেই পবিত্র আত্মাকে বিশ্বাসীদের উপর বিতরণ ও আরোপ করলেন; ও তেমনটা করায় তাঁরা মণ্ডলীগুলোকে প্রতিষ্ঠা ও স্থাপন করলেন (ঘ)। তাঁরা বিশ্বাস, ভালবাসা ও প্রত্যাশা দ্বারা বিজাতীয়দের সেই আহ্বান কর্ম সার্থক করে তুললেন যা নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া অনুসারে তাঁদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল; এমন দয়া যা তাঁরা নিজেদের সেবাকর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আলোময় করলেন; তাঁরা মানুষকে পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের ভাগী করলেন; অর্থাৎ যারা প্রভুতে বিশ্বাস রেখে তাঁকে ভক্তি করছিলেন ও পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও নিষ্ঠাবান সহিষ্ণুতার সঙ্গে জীবনযাপন করে চলছিলেন, সকলের ঈশ্বর তাদের এ সকলকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান দ্বারা অনন্ত জীবন মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন, তাঁরই গুণে যিনি মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনরুত্থান করলেন, সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর হাতে তিনি নিখিল সৃষ্টবস্তুর রাজত্ব, জীবিতদের ও মৃতদের উপরে কর্তৃত্ব (ঙ) ও বিচারও ন্যস্ত করেছেন। সত্য-বাণী দ্বারা প্রেরিতদূতেরা পুনরুত্থান পর্যন্ত দেহকে অকলুষিত ও আত্মাকে অকলঙ্কিত অবস্থায় রাখতে তাদের উপদেশ দিতেন।

৪২। নবীদের ও বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ

প্রকৃতপক্ষে এটাই হওয়া উচিত বিশ্বাসী সকলের অবস্থা, কেননা তাদের অন্তরে সেই পবিত্র আত্মা নিত্যই বসবাস করেন যাঁকে তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্মে দেওয়া হয়েছে ও যাঁকে

গ্রহীতা রক্ষা করে থাকে সে যদি সত্য, পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও নিষ্ঠাবান সহিষ্ণুতায় চলে (ক)। কেননা বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান এই পবিত্র আত্মারও কর্ম, যেহেতু দেহ পুনরায় আত্মাকে গ্রহণ করে ও সেটার সঙ্গে পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে দেহটা পুনরুত্থিত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে (খ)। যাফেথের সেই আশীর্বাদের ফল মণ্ডলী দ্বারা সেই বিজাতীয়দের আহ্বানে প্রকাশিত যারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিমত *শেমের ঘরে বাস করার* (গ) অনুগ্রহ পাবার জন্য স্থিতমূল বাধ্যতায় জীবনযাপন করে।

শাস্ত্রের পূর্ণতা (৪২খ–৮৫ অধ্যায়)

এসমস্ত কিছু যে ঘটবেই ঘটবে, সেবিষয়ে ঈশ্বরের আত্মা নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যাতে করে যারা সত্যের শরণে ঈশ্বরকে উপাসনা করে, তারা যেন এসমস্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। কেননা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে যা অসম্ভব ছিল ও ফলত মানবজাতির কাছে অবশ্যই অবিশ্বাসের বিষয় ছিল, সেই ব্যাপারে ঈশ্বর এমনটা করলেন যাতে সেই সমস্ত কিছু নবীদের দ্বারা আগে থেকেই জ্ঞাত করা হয়, যাতে করে, বহুদিন আগে পূর্বঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ও সেই পূর্বঘোষণা অনুসারে সময়মতই বাস্তব রূপ পাওয়া সত্ত্বেও আমরা যেন এ জানতে পারতাম যে, ঈশ্বর নিজেই পূর্ব থেকে আমাদের মুক্তিকর্মের কথা এভাবে ঘোষণা করেছিলেন (ঘ)।

৪৩। বাণী ও ঈশ্বরের পুত্র অনন্য ব্যক্তি

অতএব, ঈশ্বর সবকিছুতে সত্যময় বিধায়ই আমাদের পক্ষে সবকিছুতে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা দরকার। এদিকে, ঈশ্বরের যে একটি পুত্র আছেন ও সেই পুত্র যে জগতে আবির্ভূত হওয়ার আগে শুধু নয় কিন্তু জগতের সৃষ্টির আগেও বিদ্যমান ছিলেন, সেবিষয়ে যিনি প্রথম ভাববাণী দিয়েছিলেন সেই মোশি হিব্রুতে বলেন, *বারেশিথ্ বারা এলোহিম বাসান বেনোবাম সামেনথারেস*, আমাদের ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায়, *এক পুত্র আদিতে (ছিলেন): পরে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন* (ক)। নবী যেরেমিয়াও সাক্ষ্যদান করে একথা বলেন, *প্রভাতী তারার পূর্বে তোমাকে জন্ম দিলাম ও তোমার নাম সূর্যের পূর্বে* (খ) বিরাজিত, অর্থাৎ, জগতের সৃষ্টির পূর্বে ও জগতের সঙ্গে সৃষ্ট যত তারানক্ষত্রের

পূর্বে বিরাজিত। তিনি আরও বলেন, ‘মানুষ হবার পূর্বে ছিলেন যিনি, তিনি সুখী’(গ)। কেননা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, পুত্র জগতের সৃষ্টির পূর্বে আদি রূপে বিদ্যমান ছিলেন (ঘ); কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, তিনি তখনই হলেন যখন আবির্ভূত হলেন; অতএব, আমরা যারা তাঁকে চিনতাম না, সেই আমাদের জন্য তিনি পূর্বে ছিলেন না। সেইজন্য, জগৎ হওয়ার আগে যিনি ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, ঈশ্বরের সেই পুত্র যে কে, ও সবকিছু যে তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, এসমস্ত আমাদের বোঝাতে গিয়ে তাঁর শিষ্য যোহনও কথাটা এভাবে বলেন, *আদিতে ছিলেন বাণী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, ও তাঁকে ব্যতীত কিছু হয়নি* (ঙ); এভাবে তিনি স্পষ্টভাবে দেখান যে, সবই সেই বাণী দ্বারা হয়েছিল যিনি আদি থেকে ছিলেন পিতার সঙ্গে, অর্থাৎ ছিলেন তাঁর পুত্র।

৪৪। আব্রাহামের সঙ্গে পুত্রের সংলাপ

মোশি আরও বলেন যে, ঈশ্বরের পুত্র আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন *এবং ঈশ্বর মধ্যাহ্নে মাম্রের ওক্ কুঞ্জে তাঁকে দেখা দিলেন (…)। চোখ তুলে তিনি দেখতে পেলেন, কারা তিনজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; মাটিতে প্রণত হয়ে তিনি বললেন, প্রভু, যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি (…)* (ক)। এবং এর পরে তিনি প্রভুর সঙ্গে কথা বললেন ও প্রভু তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। আচ্ছা, সেই তিনজনের মধ্যে দু’জন ছিলেন স্বর্গদূত, কিন্তু একজন ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তাঁরই সঙ্গে আব্রাহাম সদোমের লোকদের খাতিরে অনুনয় করে আরও কথা বললেন যাতে তাদের বিনাশ না হয় যদি কমপক্ষে দশজন ধার্মিক লোক সেখানে পাওয়া যেত (খ)। তাঁরা কথা বলছেন, এমন সময় সেই দু’জন দূত সদোমে প্রবেশ করলেন ও লোট তাঁদের গ্রহণ করলেন। এরপর শাস্ত্রে বলে, *এবং প্রভু আকাশের ঊর্ধ্ব থেকে, প্রভুরই কাছ থেকে, সদোম ও গমোরার উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন* (গ); এর অর্থ এ হলো যে, আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন যিনি, সেই পুত্র ‘প্রভু’ হওয়ায় ‘আকাশের ঊর্ধ্ব থেকে, প্রভুরই কাছ থেকে’ তথা বিশ্বপ্রভু পিতারই কাছ থেকে (ঘ) সদোমের লোকদের শাস্তি দেবার অধিকার পেয়েছিলেন। তাই আব্রাহাম ছিলেন নবী ও ভবিষ্যতে যা ঘটবার কথা তা দেখেছিলেন (ঙ), তথা সেই ঈশ্বরের পুত্রকে দেখেছিলেন যিনি একদিন মানব আকারে

মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, খাওয়া-দাওয়া করবেন ও পরে বিচার সম্পাদন করবেন যেহেতু বিশ্বপ্রভু সেই পিতা থেকে তিনি সদোমের লোকদের শাস্তি দেবার অধিকার পেয়েছিলেন।

৪৫। যাকোবের কাছে আত্মপ্রকাশ

মেসোপতামিয়ায় যাওয়ার পথে যাকোব স্বপ্নে তাঁকে সেই সিঁড়ির মাথায় অর্থাৎ সেই কাষ্ঠের মাথায় দেখেছিলেন যা স্বর্গ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত স্থাপিত ছিল [ক]। কেননা যারা তাঁকে বিশ্বাস করে সেই কাষ্ঠ দ্বারা তারা স্বর্গে গিয়ে ওঠে। কেননা তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্ট হলো ঊর্ধ্বমুখী আরোহণ স্বরূপ। এসমস্ত ধরনের দর্শন ঈশ্বরের পুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যিনি মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের মাঝে থাকেন। কেননা যিনি বলেছিলেন *স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ: আমার জন্য তোমরা কোন্ গৃহ গেঁথে তুলবে? কিংবা কোন্‌টা হবে আমার বিশ্রামস্থান?* [খ]। ও *নিজ করতলে কেবা ধারণ করেছে পৃথিবী, বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল?* [গ], তিনি তো জগতের কাছে অদৃশ্যমান ও বিশ্বস্রষ্টা সেই পিতা নন; না, যিনি ক্ষুদ্র এক স্থানে দাঁড়িয়ে আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি সেই পিতা নন, বরং ছিলেন ঈশ্বরের সেই পুত্র যিনি সবসময়ের মত মানবজাতির সঙ্গে ছিলেন, ও ভাবীকালে কী কী ঘটবে তা পূর্ব থেকে জানাচ্ছিলেন ও ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন [ঘ]।

৪৬। মরুপ্রান্তরে মোশির সঙ্গে সংলাপ

তিনিই সেই ঝোপে মোশির সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলেছিলেন, *মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি, ও তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি* [ক]। তিনিই মিশরীয়দের প্রতাপ থেকে অর্থাৎ সমস্ত প্রতিমাপূজা ও অভক্তি থেকে আমাদের বের করে এনে, ও লোহিত সাগর থেকে আমাদের মুক্ত ক'রে অর্থাৎ বিজাতীয়দের মরণমুখী বিভ্রান্তি থেকে ও তাদের ঈশ্বরনিন্দার তিক্ত জল থেকে মুক্ত করে অত্যাচারিতদের মুক্তিদানের জন্য আরোহন করছিলেন ও নেমে আসছিলেন [খ]। কেননা এসমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের বাণী আগে থেকে সেই সমস্ত প্রস্তুত করছিলেন ও ঘটাচ্ছিলেন যা আমাদেরই লক্ষ করছিল, কেননা একদিন যা যা ঘটবার কথা তা তিনি আগে থেকে সেই সমস্ত কিছুর পূর্বলক্ষণ দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন বিজাতীয়দের তিক্ত দাসত্ব থেকে আমাদের বের করে এনে

তিনি মরুপ্রান্তরে একটা জলস্রোত এমন শৈল থেকে প্রবাহিত করলেন যে শৈল স্বয়ং তিনি (গ), ও বারোটা জলের উৎস তথা সেই বারো প্রেরিতদূতের শিক্ষাবাণী প্রদান করলেন। আর সেই জেদী অবিশ্বাসীদের তিনি স্তব্ধ করে দিলেন ও প্রান্তরে তাদের নিঃশেষিত করলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা, যারা শঠতায় বালক মাত্র ছিল (ঘ), তাদের তিনি পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকারে প্রবেশ করালেন, সেই যে উত্তরাধিকার মোশি নয়, যিশুই গ্রহণ করে বণ্টন করছেন; আরও, নিজের বাহু প্রসারিত করায় তিনি আমালেক থেকে (ঙ) আমাদের মুক্ত করছেন ও আমাদের তুলে নিয়ে পিতার রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন (চ)।

৪৭। ঐশত্রিত্ব ও বিশ্বসৃষ্টি

সুতরাং পিতাও প্রভু, পুত্রও প্রভু, পিতাও ঈশ্বর, পুত্রও ঈশ্বর, কেননা পিতা হতে জনিত যিনি তিনি ঈশ্বর। তাই নিজের বিদ্যমানতার সত্তা ও প্রতাপ অনুসারে তিনি একেশ্বর বলে আবির্ভূত; কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের মুক্তিকর্মের ব্যবস্থা পালনেও ঈশ্বর পিতা ও পুত্র বলে বিদ্যমান। যেহেতু সৃষ্টবস্তুর কাছে বিশ্বপিতা অদৃশ্যমান ও অগম্য, সেহেতু যাদের জন্য এমনটা স্থির করা রয়েছে তারা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাবে, তাদের পক্ষে পুত্রের মধ্য দিয়েই পিতার কাছে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া দরকার (ক)। পিতা ও পুত্রের বিষয়ে দাউদ স্পষ্টভাবে ও প্রকটভাবে একথা বলেন, *হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী; তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ ও অধর্ম ঘৃণা করেছ, এজন্য ঈশ্বর তোমার সঙ্গীদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করেছেন* (খ)। তবে এমনটা দাঁড়ায় যে, যিনি নিজে ঈশ্বর (গ), সেই পুত্র পিতা থেকে তথা ঈশ্বর থেকেই অন্তহীন রাজ্যের বৃক্ষ থেকে সেই সিংহাসন ও নিজের সঙ্গীদের চেয়ে তৈলাভিষেকের সেই তেল গ্রহণ করেছেন; তৈলাভিষেকের সেই তেল হলো সেই [পবিত্র] আত্মা যাঁ দ্বারা তিনি তৈলাভিষিক্ত হন, ও তাঁর 'সঙ্গীরা' হলেন সেই নবীরা, সেই ন্যায়বানেরা, সেই প্রেরিতদূতেরা ও তারা সবাই যারা তাঁর রাজ্যের সহভাগিতা প্রাপ্ত।

৪৮। খ্রিষ্টের বিশ্বজনীন প্রাধান্য ও রাজ-অধিকার (১)

আরও, দাউদ বলেন, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ। প্রভু সিয়োন থেকে*

একটা প্রতাপের রাজদণ্ড ব্যাপ্ত করবেন: প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে। তোমার সঙ্গে, আদিতে, তোমার পরাক্রমের দিনে পুণ্যজনদের দীপ্তিতে, আমি ঊষার আগে গর্ভ থেকে জন্ম দিয়েছি তোমায়। প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না: মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক, ও প্রভু তোমার ডান পাশে আছেন; তাঁর ক্রোধের দিনে তিনি রাজাদের চূর্ণ করেছেন; তিনি বিজাতীয়দের মাঝে বিচার সম্পাদন করবেন; সমস্ত কিছু ধ্বংসস্তূপ দিয়ে পূরণ করবেন, ও পৃথিবীতে বহুজনের মাথা চূর্ণ করবেন। যাবার পথে তিনি খরস্রোতের জল পান করবেন, তাই তিনি মাথা উঁচু করে তুলবেন (ক)। এভাবে তিনি এ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সবকিছুর পূর্বে ছিলেন, বিজাতীয়দের উপরে প্রভুত্ব করেন, এবং যে সকল মানুষ ও রাজা এখন তাঁকে ঘৃণা করে ও তাঁর নামের নির্যাতন করে, তিনি সেই সকলকে বিচার করেন, কেননা তারাই তাঁর শত্রু। এবং তাঁকে চিরকালের মত ঈশ্বরের যাজক বলায় তিনি তাঁর অমরতা ঘোষণা করলেন। সেজন্য তিনি যখন বলেছিলেন, 'যাবার পথে তিনি খরস্রোতের জল পান করবেন, তাই তিনি মাথা উঁচু করে তুলবেন', তখন তিনি তাঁর সেই গৌরবময় মহিমান্বয়ন ঘোষণা করছিলেন যা তাঁর মানব-অবস্থা, অবমাননা ও হীনতার পরে তিনি অর্জন করলেন (খ)।

৪৯। **খ্রিষ্টের বিশ্বজনীন প্রাধান্য ও রাজ-অধিকার** (২)

এদিকে নবী ইশাইয়া বলেন, *যাঁর ডান হাত আমি ধরেছি যাতে জাতিসকল তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখায়, আমার-প্রভু-সেই-তৈলাভিষিক্তজনকে প্রভু ঈশ্বর এভাবে কথা বলছেন* (ক)। এবং ঈশ্বরের পুত্র যে 'তৈলাভিষিক্তজন' ও জাতিসকলের রাজা তথা সকল মানুষের রাজা বলে অভিহিত, সেবিষয়ে দাউদ পুনরায় এইভাবেই বলেন যে তিনি বাস্তবিকই ঈশ্বরের পুত্র ও সকলের রাজা, ও ঈশ্বরের পুত্র ও সকলের রাজা বলে অভিহিত; [তিনি বলেন,] *প্রভু আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আমার কাছে যাচনা কর, তোমার উত্তরাধিকার রূপে আমি বিজাতীয়দের, ও সম্পদ রূপে পৃথিবীর প্রান্তসীমা তোমাকে দান করব* (খ)। এই সমস্ত কথা দাউদকে উদ্দেশ করে বলা হয়নি, কেননা তিনি বিজাতীয়দের উপরেও রাজত্ব করেননি, পৃথিবীর প্রান্তসীমার উপরেও নয়, কেবল ইহুদীদের উপরেই রাজত্ব

করেছিলেন। তাই এ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর প্রান্তসীমার উপর রাজত্ব করার যে প্রতিশ্রুতি সেই তৈলাভিষিক্তজনকে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বরের সেই পুত্রকেই দেওয়া যাঁকে দাউদ নিজে নিজের প্রভু বলে এভাবে স্বীকার করেন, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর* (গ) ইত্যাদি, যেইভাবে উপরে ব্যাখ্যা করে এসেছি। বাস্তবিকই এটার অর্থ এ হলো যে, পিতা পুত্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেইভাবে আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম সেই ইশাইয়া সম্পর্কে যিনি বলেছিলেন, 'আমার-প্রভু-সেই-তৈলাভিষিক্তজনকে প্রভু ঈশ্বর এভাবে কথা বলছেন, জাতিগুলো তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে দিক'। তাই সেই নবী দু'জনের উচ্চারিত প্রতিশ্রুতিটা একই দাঁড়ায়, তথা 'তিনি হবেন রাজা'; ফলত ঈশ্বরের বচনটা এক ও একই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে উচ্চারিত; আমি বলতে চাই, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টকেই উদ্দেশ করে উচ্চারিত। যেহেতু দাউদ বলেন, *প্রভু আমাকে বললেন* (ঘ), সেহেতু এ বলা দরকার আছে যে, দাউদ যে নিজের হয়েই কথা বলছেন এমন নয়, নবীদের কোন একজনও নয়, কেননা একটা মানুষই যে ভাববাণী উচ্চারণ করছে এমন নয়, বরং ঈশ্বরের আত্মাই কথা বলছিলেন; তিনি সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেকে একীভূত ও সদৃশ করে নবীদের মধ্যে কথা বলছিলেন ও সময় সময় খ্রিষ্টের পক্ষ থেকে ও সময় সময় পিতার পক্ষ থেকে বাণী উচ্চারণ করছিলেন (ঙ)।

৫০। **খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব বিষয়ক বাইবেলের বাণী** (১)

তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই খ্রিষ্ট দাউদের মধ্য দিয়ে বলেন, তিনি পিতার সঙ্গে কথা বলছেন, এবং আবার যুক্তি সহকারেই তিনি নবীদের মধ্য দিয়ে নিজের বিষয়ে অন্য কিছু বলেন; উদাহরণ স্বরূপ, ইশাইয়া দ্বারা তিনি বলেন, *আর এখন সেই প্রভু এভাবে কথা বলছেন যিনি গর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়লেন যেন যাকোবকে সম্মিলিত করি ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি; আর আমি প্রভুর দৃষ্টিতে গৌরবের পাত্র হব, ও আমার ঈশ্বর হবেন আমার শক্তি। তিনি আমাকে বললেন, যাকোবের গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মিলিত করার জন্য ও ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস বলে অভিহিত হবে, তা তোমার পক্ষে মহৎ ব্যাপার হবে;*

আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও পরিত্রাণ (ক)।

৫১। খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব বিষয়ক বাইবেলের বাণী (২)

তবে, সর্বপ্রথমে এখানে এ দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বরের পুত্র পূর্ববিদ্যমান ছিলেন, যেহেতু পিতা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন (ক) ও তিনি জন্মাবার আগেও পিতা তাঁকে মানুষদের কাছে দৃশ্যমান করেছিলেন; দ্বিতীয়, [এ দেখা যাচ্ছে যে,] তাঁকে মানুষ দ্বারা সঞ্জাত মানুষ হতে হবে, আরও, ঈশ্বর নিজেই 'গর্ভ থেকে' তাঁকে গড়বেন, অর্থাৎ তাঁকে ঈশ্বরের আত্মা থেকে জন্ম নিতে হবে (খ), এবং [এও দেখা যাচ্ছে যে,] তিনি সকল মানুষের প্রভু ও ইহুদী ও অন্যান্য বিশ্বাসীদের ত্রাণকর্তা। কেননা 'ইস্রায়েল' হলো হিব্রু ভাষায় ইহুদীদের নাম, এমন নাম যা তাদের সেই পিতা যাকোব থেকে আগত যিনি প্রথম হয়ে 'ইস্রায়েল' বলে অভিহিত হয়েছিলেন। এবং তিনি গোটা মানবজাতিকে 'বিজাতীয়'(গ) বলে ডাকেন। অবশেষে, পিতার প্রতি নিজের বাধ্যতার কারণে পুত্র নিজেকে পিতার 'দাস' বলে অভিহিত করেন, কেননা মানুষদের মধ্যেও প্রতিটি পুত্র হল নিজের পিতার দাস (ঘ)।

৫২। খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব বিষয়ক বাইবেলের বাণী (৩)

গোটা জগতের পূর্বে ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় খ্রিষ্ট যে পিতার সঙ্গে ও পিতার কাছে রয়েছেন, তিনি যে সেইসঙ্গে মানবজাতির কাছে ও মানুষদের সঙ্গে মিলিত, ও পিতা তাঁরই অধীনে সবকিছু বশীভূত করেছেন বিধায় খ্রিষ্ট যে সবকিছুর রাজা ও তাদেরই ত্রাণকর্তা যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে (ক), শাস্ত্র ঠিক এসমস্ত কিছু ঘোষণা করে। যেহেতু শাস্ত্রের সমস্ত বচন সুবিন্যস্ত ভাবে উল্লেখ করা আদৌ সম্ভব নয়, সেজন্য, তুমি খ্রিষ্টে বিশ্বাস করলে ও ঈশ্বরের কাছ থেকে উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রার্থনা করলে তবে উপরে উল্লিখিত বচনগুলোর সাহায্যে বাকি সদৃশ বচনগুলোও বুঝতে পারবে, যাতে তাও বুঝতে পার যা নবীদের দ্বারা বলা হয়েছিল (খ)।

৫৩। আহাজের চিহ্ন

ঈশ্বরের বাণী হওয়ায় যিনি পিতার কাছে ছিলেন, সেই খ্রিষ্টকে যে মাংস হতে হবে, মানুষ হতে হবে, একটি কুমারী থেকে প্রসব-প্রক্রিয়া অনুযায়ী জন্ম নিতে হবে ও মানুষদের মাঝে বসবাস করতে হবে (ক), এমনকি বিশ্বপিতাও যে তাঁর মাংসধারণের জন্য ভূমিকা রাখবেন, এসমস্ত কিছু ইশাইয়া এভাবে ব্যক্ত করেন: *তাই প্রভু নিজেই তোমাকে একটা চিহ্ন দেবেন: দেখ, একটি কুমারী গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে যার নাম তোমরা ইম্মানুয়েল রাখবে। বালকটি মাখন ও মধু খাবে; অমঙ্গল জানবার বা বেছে নেবার আগে সে মঙ্গল বেছে নেয়, কেননা বালকটি মঙ্গল বা অমঙ্গল জানবার আগে মঙ্গল বেছে নেবার জন্য শঠতা অগ্রাহ্য করবে* (খ)। এভাবে তিনি একটি কুমারী থেকে তাঁর জন্মের কথা ঘোষণা করছেন; এও ঘোষণা করছেন যে, যেহেতু তিনি খান সেজন্য তিনি সত্যকার মানুষ হবেন; তাছাড়া তিনি তাঁকে 'বালক' বলে ডাকেন ও তাঁর জন্য একটা নাম রাখেন: এসমস্ত সেই নবজাতককে লক্ষ করে। হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম দ্বিবিধ তথা মশীহ-যিশু ও আমাদের ভাষায় খ্রিষ্ট-ত্রাণকর্তা [মসীয় ও খ্রিষ্ট নামের অর্থই তৈলাভিষিক্তজন]। এ নাম দু'টো সেই কর্মকান্ড লক্ষ করে যা তিনি বাস্তবে সাধন করলেন। কেননা তিনি 'খ্রিষ্ট' [তথা তৈলাভিষিক্ত] নাম পেয়েছিলেন কারণ পিতা তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু তৈলসিক্ত ও অলঙ্কৃত করেছিলেন, এবং এজন্যই যে, মানুষরূপে তাঁর আগমনের সময়ে তিনি নিজের পিতা সেই ঈশ্বরের আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, যেইভাবে তিনি নিজের বিষয়ে কথা বলে ইশাইয়াতেও বলেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপরে অধিষ্ঠিত, তাই দীনহীনদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করার জন্য তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন* (গ)। তিনি 'ত্রাণকর্তা' নামও পেয়েছিলেন যেহেতু তাদেরই জন্য পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন যারা সেসময়ে তাঁর দ্বারা সমস্ত পীড়া ও মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভ করল, ও তাদেরও জন্য [পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন] যারা পরবর্তীকালে চিরকাল ধরে তাঁকে অনন্ত পরিত্রাণের প্রণেতা বলে বিশ্বাস করল।

৫৪। সেই ইম্মানুয়েল

তাই তিনি একারণেই ত্রাণকর্তা। এদিকে 'ইম্মানুয়েল' 'আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর' বলে অনূদিত, অথবা নবীর উচ্চারিত একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বরূপ তথা 'ঈশ্বর আমাদের

সঙ্গে থাকুন’ বলে অনূদিত। এভাবে নামটা প্রচারিত শুভসংবাদের (ক) ব্যাখ্যা ও অভিব্যক্তি রূপে দাঁড়ায়। কেননা তিনি বলেন, *দেখ, একটি কুমারী গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে* (খ) যিনি ঈশ্বর হওয়ায় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং তেমন ব্যাপারে কেমন যেন বিস্মিত হয়ে তিনি এই ভাবী ঘটনা সম্পর্কে এ ঘোষণা করেন যে, ‘ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকবেন’। তাঁর জন্মের বিষয়ে একই নবী অন্যত্র বলেন, *যে প্রসব-যন্ত্রণা ভুগছিল, সে প্রসব করার আগে, ও ব্যথা ওঠবার আগে সে রেহাই পেল ও একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল* (গ) ; এভাবে তিনি কুমারী থেকে সেই জন্মকে অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যময় বলে চিহ্নিত করেন। একই নবী পুনরায় বলেন, *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, ও তাঁর নাম রাখা হল আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর* (ঘ)।

৫৫। সেই আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা

তিনি তাঁকে ‘আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা’, অর্থাৎ পিতারই আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা বলে আখ্যায়িত করেন; এভাবে এ নির্দেশিত হয় যে পিতা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সবকিছু সম্পাদন করেন, যেইভাবে মোশির ‘আদিপুস্তক’ নামক সেই প্রথম পুস্তকে লেখা রয়েছে, *এবং ঈশ্বর বললেন, এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি* (ক)। এখানে এ স্পষ্ট যে, পিতা তাঁর আপন আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা (খ) সেই পুত্রকে উদ্দেশ করেই কথা বলছেন। তিনি আমাদেরও মন্ত্রণাদাতা; তিনি তো পরামর্শ দেন, বাধ্য করেন এমন নয়; ‘শক্তিশালী ঈশ্বর’ হওয়া সত্ত্বেও (গ) তিনি ঈশ্বর হিসাবে অজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করতে ও জ্ঞান অর্জন করতে, ভুলভ্রান্তি থেকে দূরে যেতে ও সত্যের কাছে আসতে, এবং ক্ষয়শীলতা বর্জন করতে ও অক্ষয়শীলতা গ্রহণ করতে সুমন্ত্রণা দেন।

৫৬। অন্তহীন রাজ-অধিকার

ইশাইয়া আরও বলেন, *তারা ইচ্ছা করবে আগুন দ্বারা তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের; তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার, তাঁকে মহা সুমন্ত্রণার দূত নামে ডাকা হয়। কারণ আমি জনপ্রধানদের উপর শান্তি আনব, ও তাঁর উপরে আনব শান্তি ও পরিত্রাণ। তাঁর আধিপত্য মহান, ও দাউদের সিংহাসনের উপর ও তাঁর রাজ্যের উপর শান্তি হবে*

সীমাহীন, ন্যায় ও ধর্মময়তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও সুদৃঢ় করার জন্য এখন থেকে চিরকাল ধরে (ক); এভাবেই ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম ও তাঁর অন্তহীন রাজত্বের কথা ঘোষিত। কিন্তু 'তারা ইচ্ছা করবে আগুন দ্বারা তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হবে' বাক্যটা তাদেরই লক্ষ করে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে না ও তাঁর প্রতি তা-ই করেছিলে যা করেছিল। কেননা তারা বিচারে বলবে, 'আহা, তিনি যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন আমরা যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখিনি, এর চেয়ে এটাই ভাল হত যদি ঈশ্বরের পুত্র জন্মাবার আগে আমরা আগুনে পুড়িয়ে যেতাম।' কেননা যারা খ্রিষ্টের আবির্ভাবের আগে মৃত্যুবরণ করল তাদের জন্য আশা রয়েছে তারা সেই পুনরুত্থিতজনের বিচারে পরিত্রাণ পাবে; এদের মধ্যে তারাও রয়েছে যারা ঈশ্বরকে ভয় করেছিল ও ধর্মময়তায় মৃত্যুবরণ করেছিল ও যাঁরা কুলপতিদের, নবীদের ও ন্যায়বানদের মত ঈশ্বরের আত্মার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যারা খ্রিষ্টের আবির্ভাবের পরে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, বিচারে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমাবিহীন প্রতিফল (খ)। এদিকে, 'তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার' বচনটায় প্রতীকাকারে সেই ক্রুশই প্রদর্শিত যার উপরে তাঁকে পেরেক দিয়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জন্য যা ছিল ও এখনও হলো অপমান, সেই ক্রুশ আমাদের প্রতি তাঁর খাতিরে হয়ে উঠল তাঁর আধিপত্য তথা তাঁর রাজ-অধিকারের চিহ্ন (গ)। তিনি তাঁকে পিতার 'মহা সুমন্ত্রণার দূত'-ও বলে ডাকেন, অর্থাৎ সেই পিতা যাঁকে তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন।

৫৭। সেই ইস্রায়েলকুল

ঈশ্বরের পুত্রকে যে জন্ম নিতে হবে, তাঁকে কীভাকে জন্ম নিতে হবে, ও তাঁকে যে খ্রিষ্ট বলে অধিষ্ঠিত করা হবে, অর্থাৎ যা এইমাত্র বলে এসেছি তা থেকে যেমন এসমস্ত কিছু স্পষ্টভাবে দাঁড়ায়, তেমনি এসমস্ত কিছু নবীদের সহায়তা দ্বারা আগে থেকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া, তাঁকে যে কোন্ দেশে ও কেমন মানুষদের মাঝে জন্ম নিতে হবে, তেমন কথাও আগে থেকে এমন ভাববাণী গুণে ঘোষণা করা হয়েছিল যা আমরা এখন ব্যক্ত করব। আদিপুস্তকে মোশি এই বর্ণনা দেন, *যুদার একটি জননেতার অভাব হবে না, তার বংশেরও একটি অধিনায়কের অভাব হবে না, যতদিন না তিনি আসেন তেমন পদ যাঁর অধিকার; তিনি হবেন বিজাতীয়দের প্রত্যাশা; তিনি আঙুরলতায় ধুয়ে*

নেবেন নিজের পোশাক ও আঙুরের রক্তে নিজের কাপড় (ক)। যাকোবের ছেলে সেই যুদা ছিলেন ইহুদীদের পূর্বপুরুষ যাঁর কাছ থেকে ইহুদীরা নাম নিয়েছিল। এবং খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত তাদের কোন জননেতা বা অধিনায়কের অভাব হয়নি। কিন্তু তাঁর আগমনের সময় থেকে তাদের তূণ থেকে তীরগুলো কেড়ে নেওয়া হল, ইহুদীদের দেশ রোমীয়দের অধীনে বশীভূত হল, এবং তাদের আর কোন নিজস্ব জননেতা বা রাজা হয়নি। কেননা সেই তিনি এসেছিলেন যাঁর জন্য স্বর্গেই একটা রাজ্য স্থিরীকৃত ছিল, যিনি 'আঙুরলতায় ধুয়ে নিলেন নিজের পোশাক ও আঙুরের রক্তে নিজের কাপড়'। সেই 'পোশাক' ও সেই 'কাপড়'ও তারাই হলো যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে ও যাদের তিনি নিজের রক্তমূল্যে মুক্ত করায় ধৌত করেছেন (খ)। তাঁর রক্ত 'আঙুরের রক্ত' বলে অভিহিত, কেননা যেমন আঙুরের রক্ত মানুষ দ্বারা উৎপন্ন নয় কিন্তু সেই আঙুর পান করে যারা ঈশ্বরই তাদের আনন্দিত করে তোলেন, তেমনি তাঁর দেহ ও রক্তও কোন মানুষের নয়, ঈশ্বরেরই কর্মফল (গ)। *প্রভু নিজেই কুমারীর সেই চিহ্ন দিয়েছিলেন* (ঘ), তথা কুমারী-জাত সেই ইম্মানুয়েলকে দিলেন যিনি তাদের আনন্দিত করে তোলেন যারা তাকে পান করে অর্থাৎ তাদের, যারা তাঁর সেই [পবিত্র] আত্মাকে গ্রহণ করে যিনি স্বয়ং চিরন্তন আনন্দ-সুখ। এজন্য তিনি আরও হলেন 'বিজাতীয়দের প্রত্যাশা', অর্থাৎ সেই সকল জাতির প্রত্যাশা যারা তাঁর উপর আশা রাখে; কেননা আমরাও তাঁর কাছ থেকে এ প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি পুনরায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

৫৮। যাকোবের সেই তারা

সেই মোশি আরও বলেন, *যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হবে, ও ইস্রায়েল থেকে একটি অধিনায়ক উৎপন্ন হবেন* (ক)। এতে তিনি আরও স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছিলেন যে, মাংসে তাঁর আগমন-ব্যবস্থা ইহুদীদের মধ্যেই সার্থক হবে, এবং স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি যাকোব থেকে ও যুদাগোষ্ঠী থেকে জন্মাবার কথা তিনি তেমন ব্যবস্থা মেনে নেবেন; বাস্তবিকই 'একটা তারা আকাশে দেখা দিল'। আর তিনি যখন একটি রাজাকে (খ) 'অধিনায়ক' বলেন, এর কারণ এ হলো যে, তিনি হলেন সকল পরিত্রাণকৃতদের রাজা। অন্যদিকে, তাঁর জন্মলগ্নে পুববাসী সেই পণ্ডিতদের কাছে একটি তারা দেখা দিয়েছিল, তাতে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছিলেন (গ), ও

সেই তারা দ্বারা চালিত হয়ে তাঁরা যুদেয়ায় এসেছিলেন, যতক্ষণ সেই তারা সেই বেথলেহেমে গিয়ে পৌঁছেছিল ও তাঁরা সেই ঘরে ঢুকেছিলেন যেখানে কাপড়ে জড়ানো সেই শিশু শুয়ে ছিলেন; তারাটা তাঁর মাথার উপরে থেমেছিল, আর এভাবে পণ্ডিতদের কাছে ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টকে ঘোষণা করেছিল।

৫৯। যেসের সেই ফুল

এব্যাপারে ইশাইয়া আরও বেশি কথা বলেন, *যেসের মূলকাণ্ড থেকে একটা অঙ্কুর উৎপন্ন হবেন ও তাঁর শিকড় থেকে একটা ফুল গজিয়ে উঠবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞান ও ভক্তির আত্মা তাঁর উপর বিশ্রাম করবেন; ঈশ্বরভীতির আত্মা তাঁকে পরিপূর্ণ করবেন; তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না, জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না; কিন্তু দীনহীনের মামলা বিচার করবেন ও পৃথিবীর বিনম্র মানুষের প্রতি দয়া দেখাবেন। তিনি নিজের মুখের বাণী দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করবেন, ও নিজের ওষ্ঠের ফুৎকারে ভক্তিহীনকে বধ করবেন; ধর্মময়তা দিয়ে নিজের কটিদেশ জড়াবেন ও সত্য দ্বারা নিজের কোমর পরিবেষ্টিত করবেন। নেকড়েবাঘ খাবে মেষশাবকের সঙ্গে ও চিতাবাঘ ছাগশিশুর সঙ্গে, এবং বাছুর ও সিংহ একসাথে চরে বেড়াবে; (…) দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তে ও চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত রাখবে, আর সেগুলো তাকে ক্ষতি করবে না। সেদিন এমনটি ঘটবে, (…) যেসের শিকড় ও যিনি বিজাতীয়দের উপর আধিপত্য করতে উত্থিত হবেন, তাঁরই উপরে বিজাতীয়েরা আশা রাখবে, ও তাঁর উত্তোলন হবে মর্যাদা-সম্মান* (ক)। এসমস্ত কথা দিয়ে তিনি বলতে চান, তিনি তাঁর কাছ থেকে জন্ম নেবেন যিনি দাউদ ও আব্রাহামের বংশধর। কেননা যেসে ছিলেন আব্রাহামের বংশধর ও দাউদের পিতা, এবং খ্রিষ্টকে গর্ভধারণ করেছিলেন যিনি, সেই কুমারী ছিলেন সেই ‘অঙ্কুর’। সেইজন্য মোশি ফারাওকে নিজের আশ্চর্য কাজগুলো একটা ‘দণ্ড’ দিয়ে দেখাতেন; মানুষদের কাছেও ‘দণ্ড’ হলো শাসনের চিহ্ন। তিনি নিজের দেহকে ‘ফুল’ বলে ডাকেন, কেননা, যেইভাবে বলেছিলাম, সেই দেহ [পবিত্র] আত্মার প্রভাবে পল্লবিত হয়েছিল (খ)।

৬০। সেই ন্যায়বিচারক

তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না, জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না; কিন্তু দীনহীনের মামলা বিচার করবেন ও পৃথিবীর বিনম্র মানুষের প্রতি দয়া দেখাবেন (ক) বলায় তিনি নিজের ঈশ্বরত্বকে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা ও ঘোষণা করছেন (খ)। কেননা ব্যক্তির মর্যাদা অনুসারে বিচার না করা, নিরপেক্ষতা দেখানো ও উচ্চবংশের মানুষের জন্য আনুকুল্য না দেখানো কিন্তু বিনম্র মানুষকে সঙ্গত, নিরপেক্ষ ও ন্যায্য ব্যবহার মঞ্জুর করা ঈশ্বরের ধর্মময়তার উৎকৃষ্টতা ও শীর্ষচূড়া অনুযায়ী ব্যবহার। কেননা ঈশ্বর কারও দ্বারা প্রভাবিত নন, কেবল ন্যায়বানের জন্যই তিনি বিগলিত হন। তাছাড়া, দয়া দেখানোও ঈশ্বরের বিশিষ্ট গুণ যিনি দয়া গুণেই পরিত্রাণ করতে সক্ষম। আরও, *তিনি একটামাত্র বাণী দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করবেন ও ভক্তিহীনকে বধ করবেন* (গ), তেমন কিছুও সেই ঈশ্বরকে মানায় যিনি নিজের বাণী দ্বারা সবই নির্মাণ করেন। এবং *ধর্মময়তা দিয়ে নিজের কটিদেশ জড়াবেন ও সত্য দ্বারা নিজের কোমর পরিবেষ্টিত করবেন* (ঘ) বলায় তিনি নিজের বাহ্যিক মানব রূপ ও নিজের শ্রেষ্ঠতম ধর্মময়তা ঘোষণা করেন।

৬১। বিশ্বময় শান্তি

যে সংযোগ, একাত্মতা ও শান্তি এমন বিভিন্ন জাতের জন্তুর মধ্যে উল্লিখিত যেগুলো স্বভাবে পরস্পর বিরোধী ও শত্রু, সেসম্পর্কে প্রবীণেরা এমনটা বলেন যে, যখন খ্রিষ্ট সারা বিশ্বের উপর রাজত্ব করার জন্য আগমন করবেন, তখন সেসমস্ত কিছু সত্যিকারে ঠিক তাই হবে (ক)। এমনকি, তিনি ইতিমধ্যেও প্রতীকাকারে ঘোষণা করছেন যে, ভিন্ন জাতের কিন্তু সমরূপ মনোভাবের মানুষ খ্রিষ্টনামের দ্বারা শান্তি ও একমন সহকারে একসাথে সম্মিলিত হবে। বাস্তবিকই, বাছুর, মেষশাবক, ছাগশিশু ও দুধের শিশুদের সঙ্গে যাদের তুলনা করা হয়, তারা যখন সেইভাবে মিলিত হয়, তখন, যে সকল নর-নারী একসময় নিজেদের লোলুপতার জন্য বন্যজন্তুর সদৃশ নিজেদের করেছিল, যার জন্য তাদের অনেকে এমন নেকড়েবাঘ ও সিংহের মত ছিল যারা দুর্বলকে ধ্বংস করত ও নিজেদের সমকক্ষদের সঙ্গে সংগ্রামরত থাকত, ও সেইসঙ্গে সেই যে নারীরা চিতাবাঘ ও কেউটে সাপের মত হয় তো মারাত্মক বিষ দিয়ে বা লালসাপূর্ণ কামনার জোরে নিজেদের প্রেমিকদের বধ করত, তারা আর কারও ক্ষতি করবে না। বরং এখন এই এক-নামেই

সম্মিলিত হয়ে, নিজেদের বন্য ও অবাধ্য স্বভাব পাল্টিয়ে এরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধর্মসম্মত স্বভাব অর্জন করেছে। আর তেমন কিছু ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কেননা যারা একসময় এমন দুষ্ট ছিল যে অপকর্মের মত কোন কিছুই ত্যাগ করত না, তারা এবার খ্রিষ্টের বিষয়ে অবগত হয়ে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে একনিমেষে বিশ্বাসী হয়ে এমনভাবে বদলে গেছে যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মসম্মত কোন কিছুই অসাধিত রাখে না; হ্যাঁ, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টে বিশ্বাস তাঁর বিশ্বাসীদের অন্তরে যে পরিবর্তন ঘটায় তা সত্যি মহৎ কর্ম। তিনি আরও বলেন, *তিনি বিজাতীয়দের উপর আধিপত্য করতে উত্থিত হবেন'*, *কারণ মৃত্যুবরণ করে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হয় ও ঈশ্বরের পুত্র ও রাজা বলে স্বীকৃত ও বিশ্বাসের পাত্র হতে হয়। এজন্যই তিনি বলেন, 'তাঁর উত্তোলন হবে মর্যাদা-সম্মান* (খ) অর্থাৎ গৌরব, কেননা সেই যে ক্ষণে তিনি ঈশ্বর বলে গৌরবান্বিত হলেন সেই ক্ষণ ছিল তাঁর পুনরুত্থানের ক্ষণ।

৬২। দাউদের সেই তাঁবু যা খ্রিষ্টের দেহের প্রতীক

সেজন্য নবী যখন বলেন, *সেদিন আমি দাউদের খসে পড়া তাঁবু পুনরুত্তোলন করব* (ক), তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, খ্রিষ্টের সেই যে দেহ বিষয়ে আমরা আগে বলেছিলাম সেটা দাউদ থেকে সঞ্জাত, সেই দেহ মৃত্যুর পরে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হল। তিনি তাঁর দেহটা 'তাঁবু' বলে ডাকেন। তেমন বচন দ্বারা তিনি এও বলেন যে, মাংস অনুসারে যিনি দাউদের বংশধর, তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান করবেন; আরও, তিনি আকারে প্রকারে (খ) হবেন মানুষ কিন্তু পরাক্রমে হবেন ঈশ্বর (গ); আরও, তিনি হবেন বিশ্বের বিচারকর্তা, ও ধর্মময়তার একমাত্র কর্তা ও মুক্তিসাধক। এসমস্ত কিছু শাস্ত্রে উল্লিখিত।

৬৩। বেথলেহেম সংক্রান্ত ভাববাণী

এদিকে নবী মিখা সেই স্থানের কথা উল্লেখ করেন যেখানে খ্রিষ্টের জন্মাবার কথা, তথা যুদেয়ার বেথলেহেম: *আর তুমি, যুদেয়ার হে বেথলেহেম, যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ হীনতম নও, কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে প্রতিপালন করবেন* (ক)। তবে এই বেথলেহেম দাউদেরও মাতৃভূমি (খ), ফলে, যিনি তাঁকে প্রসব করলেন, সেই কুমারী যে দাউদের বংশধর শুধু

এসূত্রে নয়, বরং তিনি যে দাউদের মাতৃভূমি সেই বেথলেহেমে জন্ম নিলেন, এসূত্রেও তিনি দাউদের বংশধর।

৬৪। সেই অন্তহীন রাজ্য

দাউদ বলেন, সেই খ্রিষ্ট তাঁর নিজের বীজ থেকে জন্মাবার কথা, *তোমার দাস দাউদের খাতিরে ফিরিয়ে দিয়ো না গো তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখ। প্রভু দাউদের কাছে সত্য শপথ করলেন, তাঁকে মিথ্যা বলবেন না: তোমার গর্ভের ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব। তোমার ছেলেরা যদি আমার সন্ধি ও সেই নির্দেশগুলো পালন করে যা বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়েছি, তবে তাদের পুত্র থাকবে চিরকাল ধরে* (ক)। কিন্তু কেবল দাউদ থেকে সঞ্জাত সেই রাজা তথা খ্রিষ্টই ছাড়া দাউদের কোন পুত্র 'চিরকাল ধরে' রাজত্ব করেনি, তাঁর রাজ্যও চিরকালীন হয়নি কেননা তা ধ্বংস হল। খ্রিষ্টের দেহগত আগমন সংক্রান্ত এসমস্ত সাক্ষ্য স্পষ্ট কথায় ঘোষণা করে তাঁর বংশ ও তাঁর কোথায় জন্মাবার কথা, ফলে বিজাতীয়দের মধ্যে বা অন্যত্রও ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম খুঁজতে নেই, কেবল আব্রাহাম ও দাউদের বংশের মধ্যে যুদেয়ার সেই বেথলেহেমেই তা খুঁজতে হয়।

৬৫। যেরুশালেমে প্রবেশ

তিনি কেমন করে প্রবেশ করলেন যুদেয়ার রাজধানী সেই যেরুশালেমে যেখানে ছিল তাঁর রাজকীয় আসন ও ঈশ্বরের মন্দির, এসমস্ত কথা ইশাইয়া দ্বারা ঘোষিত, *তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন; তিনি কোমল, ও একটা গাধার পিঠে আসীন, একটা গাধীর বাচ্চারই পিঠে* (ক)। হ্যাঁ, তিনি একটা গাধীর বাচ্চার পিঠে বসে যেরুশালেমে প্রবেশ করলেন, একইসময় লোকের ভিড় তাঁর জন্য নিজ নিজ কাপড় পেতে দিচ্ছিল (খ)। 'সিয়োন-কন্যা' হলো যেরুশালেমকে দেওয়া নাম।

৬৬। নবীদের দ্বারা খ্রিষ্টের বর্ণনা

অতএব, ঈশ্বরের পুত্রকে যে জন্মাবার কথা, তাঁর কেমন জন্মাবার কথা, ও কোথায় তাঁর জন্মাবার কথা, এবং খ্রিষ্ট যে ছিলেন সেই একমাত্র চিরকালীন রাজা, নবীরা এসমস্ত এভাবে ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা পূর্ব থেকে তাঁর সম্পর্কে যেমন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই সকলকে নিরাময় করবেন

যাদের তিনি নিরাময় করলেন, মৃতদের মধ্য থেকে তাদেরই পুনরুত্থিত করবেন যাদের তিনি পুনরুত্থিত করলেন, তাঁকে যে ঘৃণা ও বিদ্রূপ করা হবে, তাঁকে যে কশাঘাত করা হবে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ও ক্রুশে দেওয়া হবে, ঠিক সেইভাবে যেভাবে তাঁকে ঘৃণা ও বিদ্রূপ করা হল ও হত্যা করা হল, তেমনি আমরা এখন এসমস্ত কথা ব্যক্ত করব (ক)।

৬৭। যিশুর সাধিত আলৌকিক কাজ

এবার এসো, তাঁর সাধিত নিরাময় কর্মের কথা বলি। ইশাইয়া এবিষয়ে একথা বলেন, *তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন, বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি* (ক), অর্থাৎ তিনি তা 'তুলে বহন করবেন' ও 'বরণ করে নেবেন'। কেননা এমন পদ রয়েছে যেগুলোতে নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মা অতীতকালীন বলে এমন বিষয় বর্ণনা করেন যা একদিন ঘটবার কথা। এমনটা এজন্য হয়, কেননা ঈশ্বরের বেলায় যা কিছু অনুমোদিত, স্থিরীকৃত ও ঘটবে বলে নিরূপিত, তা ইতিমধ্যে ঘটিত বলে পরিগণিত। এবং ভাববাণীর বিষয়াদি যে কোন্ সময়ে পূর্ণতা লাভ করে, [পবিত্র] আত্মা সেদিকে লক্ষ রেখেই উপযুক্ত কথা উচ্চারণ করেন। তিনি নানা ধরনের নিরাময় কর্ম এভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, *সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে, এবং অন্ধকারে ও তমসায় অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে* (খ)। আরও, *সবল কর দুর্বল যত হাত ও কম্পিত ও অস্থির যত হাঁটু; ভীরুহৃদয়রা, সাহস ধর, সবল হও, ভয় করো না। দেখ, আমাদের ঈশ্বর প্রতিদান দিচ্ছেন, আমাদের ত্রাণ করতে আসবেন। তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে ও বধিরের কান উন্মোচিত হবে; তখন খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে ও তোতলার জিভ ঘুচিয়ে যাবে* (গ)। মৃতেরা যে পুনরুত্থিত হবে, সেসম্পর্কে তিনি বলেন, *মৃতজনেরা পুনরুত্থিত হবে, যারা কবরে রয়েছে তারাও পুনরুত্থিত হবে* (ঘ)। তিনি এসমস্ত কিছু সাধন করার ফলে লোকে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করবে।

৬৮। পরিত্রাণদায়ী সেই যন্ত্রণাভোগ (১)

এবং তাঁকে যে বিদ্রূপ ও নিপীড়িত হতে হবে এবং অবশেষে তাঁকে মৃত্যুতে দেওয়া হবে, সেবিষয়ে ইশাইয়া একথা বলেন, *দেখ, আমার পুত্র উপলব্ধি করবেন; তিনি উত্তোলিত ও খুবই গৌরবান্বিত হবেন। যেমন তোমার বিষয়ে অনেকে বিস্মিত হবে,*

তেমনি মানুষের দৃষ্টিতে তোমার চেহারা গৌরববিহীন হবে; বহু দেশ বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে ও রাজারা নিজ নিজ মুখ বন্ধ রাখবে, কারণ যা তাদের কাছে কখনও বলা হয়নি, তাঁর বিষয়ে তারা তা দেখতে পাবে; যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে। প্রভু, আমাদের বিবরণে কে বিশ্বাস রেখেছে? প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে? আমরা তাঁর সামনে, একটা শিশুরই কাছে যেন, পিপাসিত ভূমিতে একটা শিকড়েরই কাছে যেন আমাদের বর্ণনা করেছি; তাঁর কোন শোভা বা গৌরব ছিল না। আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর কোন শোভা বা রূপ ছিল না; তাঁর আকৃতি বিদ্রূপের বস্তু ছিল, অন্য মানুষদের চেয়ে আরও বেশি নিরাশাগ্রস্ত। এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়, কেননা তাঁর মুখ ফেরানো ছিল, তিনি ছিলেন অবজ্ঞাত ও তাচ্ছিল্যের বস্তু। তিনি আমাদেরই পাপকর্ম তুলে বহন করছেন ও আমাদের খাতিরে কষ্টভোগ করছেন; আমরা নাকি মনে করছিলাম তিনি দুঃখে জর্জরিত, আঘাতগ্রস্ত ও প্রহারিত। তাঁকে বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমাদের পাপকর্মের জন্যই নিপীড়িত হয়েছিল। যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেয়, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল, ও তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম [ক]। এসমস্ত কথা দেখায়, তিনি নিপীড়িত হলেন, যেইভাবে দাউদ বলেন, *আমাকে কশাঘাত করা হল* [খ]; কিন্তু দাউদকে কখনও কশাঘাত করা হয়নি, সেই খ্রিষ্টকেই করা হল যখন তাঁর ক্রুশারোপণের দণ্ডাদেশ দেওয়া হল। আরও, ঐশবাণী ইশাইয়া দ্বারা বলেন, *আমি আমার পীঠ চাবুককে ও আমার গাল চপেটাঘাতকে দিলাম, ও থুথুর অপমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি* [গ]। নবী যেরেমিয়া একই কথা এভাবে ব্যক্ত করেন, *প্রহারকের কাছে তিনি গাল পেতে দেবেন, তিনি অবমাননায় পরিপূর্ণ হবেন* [ঘ]। সেই খ্রিষ্ট এসমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করলেন।

৬৯। **পরিত্রাণদায়ী সেই যন্ত্রণাভোগ** (২)

ইশাইয়া এবিষয়ে আরও বলেন যে, *তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম; প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম, এবং প্রভু আমাদের পাপকর্মের জন্য তাঁকে ধরিয়ে দিলেন* [ক]। অতএব এ সুস্পষ্টই যে, আমাদের পরিত্রাণের খাতিরেই পিতার ইচ্ছাক্রমে এসমস্ত কিছু তাঁর বেলায় ঘটেছিল। তারপর তিনি বলে চলেন, *তাঁর দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও তিনি খুললেন না মুখ; তিনি জবাইখানায় চালিত হলেন মেষের মত; লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষশাবকেরই মত* [খ]। দেখ

কেমন করে তিনি ঘোষণা করছেন, তিনি স্বেচ্ছায়ই মৃত্যু মেনে নিলেন। কিন্তু নবী যখন বলেন, *এই অবমাননায় তাঁর বিচার বহন করা হয়* (গ), তখন তিনি তাঁর নম্র চেহারা তুলে ধরছেন: তাঁর অবনমিত চেহারা অনুসারেই তাঁর দণ্ডাদেশ জারি করা হল, এবং সেই দণ্ডাদেশ কাউকে পরিত্রাণ, অন্য কাউকে বিনাশ এনে দেয়। কেননা এমন কিছু রয়েছে যা একজনের দ্বারা নেওয়া হয়, ও এমন কিছু রয়েছে যা একজনের কাছ থেকে নেওয়া হয়। তেমনি সেই দণ্ডাদেশ: কেউ কেউ দণ্ডাদেশটা ভোগ ক'রে নিজ নিজ দণ্ড তুলে নেয়; অন্য কারও জন্য দণ্ডাদেশটা বাতিল করা হয়েছে ও তাতে তারা পরিত্রাণ পায় (ঘ)। যারা তাঁকে ক্রুশে দিল তারা সেই দণ্ডাদেশ নিজেদের উপরে তুলে নিল ও তেমনটা করে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে না, যার ফলে তারা যে দণ্ডাদেশ ভোগ করেছে সেটার জন্য পীড়ন সহ বিনাশে দণ্ডিত হবে; যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাদের জন্য দণ্ডাদেশ বাতিল করা হয়েছে বিধায় তারা সেই দণ্ডের আর অধীন নয়; আগুন সহ যে দণ্ডাদেশ আসবে, তা হবে এযুগের শেষে অবিশ্বাসীদের বিনাশ।

৭০। সেই অনির্বচনীয় প্রজন্ম

পরে তিনি বলেন, *কে তাঁর জন্মের কথা বর্ণনা করবে?* (ক)। কথাটা আমাদের সতর্ক করার জন্যই উচ্চারিত হয়েছে, যেন তাঁর শত্রুদের কারণে ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কষ্টের কারণে আমরা তাঁকে অনুপযোগী ও উপেক্ষার যোগ্য বলে গণ্য না করি; কেননা এসমস্ত কিছু ভোগ করেছেন যিনি, তিনি অনির্বচনীয় প্রজন্মের অধিকারী । প্রজন্ম বলতে তিনি নিজের বংশধারাকে অর্থাৎ তাঁর নিজের অনির্বচনীয় ও বর্ণনার অতীত পিতাকে বোঝান। তাই তুমি এ স্বীকার কর যে, যিনি এসমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাঁর বংশধারা তেমনই ছিল; এবং যে যন্ত্রণা তিনি তোমার খাতিরে স্বেচ্ছায় ভোগ করেছেন, তার জন্য তাঁকে অবজ্ঞা করো না, বরং তাঁর সেই বংশধারার জন্য তাঁকে ভয় কর।

৭১। 'তাঁর দেহের ছায়ায়'

যেরেমিয়া অন্যত্র বলেন, *আমাদের মুখমণ্ডলের শ্বাস হলেন খ্রিষ্ট প্রভু। আহা তিনি কেমন করে ধরা পড়লেন আমাদের ফাঁদে! সেই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমরা বলছিলাম, তাঁর ছায়ায় আমরা বিজাতীয়দের মাঝে জীবনযাপন করব* (ক)। শাস্ত্রে এ বলে যে, খ্রিষ্ট ঈশ্বরের আত্মা (খ) হয়েও তাঁর পক্ষে কষ্টভোগী মানুষ হওয়া দরকার ছিল, ও সেই শাস্ত্র

তাঁর যন্ত্রণাভোগের সম্মুখীন হয়ে এতে কেমন যেন বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে যায়, এই কারণে যে, 'যাঁর ছায়ায় (আমরা বলেছিলাম) আমাদের জীবনযাপন করতে হবে' তাঁকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে। 'ছায়া' বলতে তাঁর দেহ বোঝায়, কেননা যেমন একটা ছায়া একটা দেহ দ্বারা গড়া, তেমনি খ্রিষ্টের দেহও তাঁর আত্মা দ্বারা গড়া। কিন্তু তাছাড়া ছায়া বলতে তাঁর দেহের অবমাননা ও তাঁর দেহ যে অবজ্ঞার পাত্র হতে পারে তাও বোঝায়। বাস্তবিকই সোজা হয়ে দাঁড়ানো কোন দেহের ছায়া যেমন মাটিতে পড়ে ও পদদলিতও হতে পারে, তেমনি যন্ত্রণাভোগের সময়ে ভূপাতিত খ্রিষ্টের দেহ একপ্রকারে পদদলিত হল। তিনি খ্রিষ্টের দেহকে 'ছায়া' বলে থাকেন কারণ [পবিত্র] আত্মা গৌরব দিয়ে সেটার উপরে ছায়া বিস্তার করছিলেন ও ঢাকছিলেন। উপরন্তু, যখন প্রভু চলাচল করতেন, তখন লোকে প্রায়ই তাঁর পথে নানা রোগে আক্রান্ত মানুষকে শুইয়ে রাখত, ও যারা তাঁর ছায়ার নাগাল পেত তারা পরিত্রাণ পেত [গ]।

৭২। সেই ধার্মিকের মৃত্যু

খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে একই নবী একথা বলেন, *দেখ কেমন করে ন্যায়বান মারা পড়েছে কিন্তু সেবিষয়ে কেউই মনে মনে চিন্তাটুকুও করে না; ন্যায়বানদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কেউই তা লক্ষ করে না; কেননা অনিষ্ট থেকে রেহাই দেবার জন্যই ন্যায়বানকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শান্তি হবে তার সমাধি; তাকে কেড়ে নেওয়া হল* [ক]। তবে, ঈশ্বরের পুত্র বাদে কেইবা সেই 'ধার্মিকজন' হতে পারে? কেননা আপন বিশ্বাসীদের, ও তাঁর মত যারা নির্যাতিত ও যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের তিনি সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক করে তোলেন। যখন তিনি বলেন, 'শান্তি হবে তাঁর সমাধি', তখন তিনি বর্ণনা করতে ইচ্ছা করেন কেমন করে খ্রিষ্ট আমাদের মুক্তিসাধনের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, কেননা তিনি মুক্তির শান্তিতে রয়েছেন, এবং তিনি এও বর্ণনা করেন যে, যারা একসময় ছিল তাঁর শত্রু ও ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, এখন, একমন হয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠে তাঁর মৃত্যু গুণে তারা একে অন্যের প্রতি শান্তি ভোগ করবে, যেহেতু তাঁর প্রতি তাদের সেই একই বিশ্বাস গুণে তারা নিজেদের মধ্যে বন্ধু ও প্রিয়জন হয়েছে [খ]। তেমনটাও হয়েছে। 'তাকে কেড়ে নেওয়া হল' বাক্যটা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানকে লক্ষ করে, যেহেতু সমাধিদানের পরে তাঁকে মৃত অবস্থায় আর কখনও

দেখা হয়নি। একবার মৃত্যুবরণ করে ও পুনরুত্থিত হয়ে তাঁকে অমর হয়ে থাকবার কথা ছিল (গ), যেইভাবে নবী বলেন, *তোমার কাছে তিনি যাচনা করলেন জীবন, তা তুমি মঞ্জুর করেছ তাঁকে, দীর্ঘায়ু চিরদিন চিরকাল* (ঘ)। তবে তিনি কেন বলেন, 'তোমার কাছে তিনি যাচনা করলেন জীবন' যখন তিনি মরতে উদ্যত হচ্ছিলেন? তিনি আসলে মৃতদের মধ্য থেকে নিজের পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করছেন, এবং এও ঘোষণা করছেন যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তিনি অমর, কেননা পুনরুত্থিত হবার জন্য তিনি সেই 'জীবন' পেলেন, ও অক্ষয়শীল হবার জন্য পেলেন 'দীর্ঘায়ু চিরদিন চিরকাল।'

৭৩। মৃত্যু ও পুনরুত্থান

খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান ক্ষেত্রে দাউদ একথাও বলেন, *শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম; জেগে উঠলাম, কারণ প্রভু আমাকে ধরলেন* (ক)। দাউদ তো নিজের বিষয়ে তেমনটা বলেননি যেহেতু মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান করেননি; কিন্তু অন্যান্য নবীদের দ্বারা নিজের বিষয়ে তেমন কথা বলেছিলেন যিনি, খ্রিষ্টের সেই আত্মা এখানে দাউদের মুখ দিয়ে বলেন, 'শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম; জেগে উঠলাম, কারণ প্রভু আমাকে ধরলেন'। তিনি মৃত্যুকে 'ঘুম' বলে অভিহিত করেন, কেননা তিনি পুনরুত্থান করলেন।

৭৪। হেরোদ ও পিলাত

খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ সম্পর্কে দাউদ আরও বলেন, *বিজাতীয়রা কোলাহল করল কেন? কেনই বা জাতিসকল অনর্থক কল্পনা করছে? প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজাসকল ও নায়কেরা একযোগে সজ্ঘবদ্ধ হল* (ক)। বাস্তবিকই ইহুদীদের রাজা সেই হেরোদ ও ক্লাউদিউস (খ) কায়েসারের প্রদেশপাল সেই পন্তিয় পিলাত একযোগ হয়ে তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য দণ্ডাদেশ জারি করেছিলেন। কেননা হেরোদ, কেমন যেন তাঁকে পার্থিব রাজা হতে হবে, এ ভয় করছিলেন যে, তাঁকে খ্রিষ্টের দ্বারা বিচ্যুত হতে হবে। কিন্তু পিলাত হেরোদ দ্বারা ও যে ইহুদীরা তাঁকে চারদিকে ঘিরে রাখছিল তাদের দ্বারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা তিনি তেমনটা না করলে বরং যে মানুষ নিজেকে রাজা বলে ডাকত তাকে মুক্ত করায় তাঁর ব্যবহার কায়েসারের বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য হত।

৭৫। যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত ভাববাণী

এবং খ্রিষ্টের কষ্টভোগ সম্পর্কে আরও কথা বলতে গিয়ে একই নবী বলেন, *তুমি তাঁকে ত্যাগই করেছ, অবজ্ঞাত করেছ, তোমার তৈলাভিষিক্তজনকে বিচ্যুত করেছ। ভঙ্গ করেছ আমার দাসের সঙ্গে তোমার সন্ধি, তাঁর পবিত্রধাম করেছ ভূপাতিত; তুমি ভেঙে দিয়েছ তাঁর সকল প্রাচীর, কম্পান্বিত করেছ তাঁর যত দুর্গ; তাঁকে লুণ্ঠন করেছে সকল পথিক, প্রতিবেশীদের কাছে তিনি হয়েছেন অপবাদের পাত্র। তুমি উন্নীত করেছ তাঁর অত্যাচারীদের ডান হাত, তাঁর সকল শত্রুকে দিয়েছ আনন্দ করতে। তুমি সরিয়ে দিয়েছ তাঁর খড়্গের সাহায্য, সংগ্রামেও তাঁর অবলম্বন হওনি। তুমি শুদ্ধিকরণ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করেছ, মাটিতে উল্টিয়ে দিয়েছ তাঁর সিংহাসন; কমিয়ে দিয়েছ তাঁর জীবনের আয়ু, তাঁকে পরিয়েছ লজ্জার আবরণ* (ক)। নবী এ স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছেন যে, তাঁকে সেই সমস্ত কিছু ভোগ করার ছিল, ও তেমনটাই ছিল পিতার ইচ্ছা। বাস্তিবিকই তিনি পিতার ইচ্ছায় যন্ত্রণাভোগ করলেন (খ)।

৭৬। প্রভুকে গ্রেপ্তার

জাখারিয়া এভাবে কথা বলেন, *হে খড়্গ, আমার পালকের বিরুদ্ধে ও আমার সখা যে মানুষ, তার বিরুদ্ধেও ওঠ; পালককে আঘাত কর, তাতে পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়বে* (ক)। তেমনটা তখনই ঘটল যখন ইহুদীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করল। সেসময়, তাঁর সঙ্গে তাঁরাও প্রাণ হারাবেন সেই ভয়ে তাঁর সকল শিষ্য তাঁকে ত্যাগ করলেন। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তখনও রাখেননি।

৭৭। পিলাত ও হেরোদের বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

বারো নবীর মধ্যে একথাও রয়েছে, *তারা তাঁকে বাঁধা অবস্থায় রাজার কাছে উপঢৌকন রূপে নিয়ে গেল* (ক)। সেসময় পিলাত ছিলেন যুদেয়ার প্রদেশপাল ও ইহুদীদের রাজা সেই হেরোদের প্রতি যথেষ্ট বিরুদ্ধভাব পোষণ করছিলেন। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই পিলাত, যখন খ্রিষ্টকে তাঁর কাছে বাঁধা অবস্থায় আনা হল, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠালেন এই অনুরোধ রেখে যেন তিনি সেই বিষয়ে তদন্ত করেন যা

তিনি তাঁর সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করছিলেন (খ)। তাতে খ্রিষ্ট এমন উপযোগী সুযোগ হলেন যাতে পিলাত রাজার সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

৭৮। পাতালে অবরোহণ

যেরেমিয়াতে তিনি নিজের মৃত্যু ও পাতালে অবরোহণের কথা এভাবে ব্যক্ত করেন, 'ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভু নিজের সেই মৃতদের কথা স্মরণ করলেন যারা পুরাকালে পৃথিবীর ধুলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল; তাদের কাছে পরিত্রাণের শুভসংবাদ জানাবার জন্য ও তাদের মুক্ত করার জন্য তিনি তাদের কাছে নেমে গেলেন'(ক)। এই পদে তিনি তাঁর মৃত্যুর কারণটাও তুলে ধরছেন, কেননা পাতালে তাঁর অবরোহণ ছিল পরলোকগতদের পরিত্রাণ।

৭৯। যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত আরও ভাববাণী (১)

ক্রুশ সম্পর্কে ইশাইয়া পুনরায় একথা বলেন, *সারাদিন ধরে আমি অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি* (ক)। এতে রয়েছে ক্রুশেরই একটা পূর্বচ্ছবি। এবং আরও স্পষ্টভাবে দাউদ বলেন, *শিকারী কুকুরে আমাকে ঘিরে ফেলেছে, এবং দুরাচারের দল আমাকে ঘিরে রেখেছে; আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা* (খ)। তিনি আরও বলেন, *আমার হৃদয় আমার অন্ত্ররাজির মধ্যে গলানো মোমের মত; ওরা আমার হাড় গ্রন্থিচ্যুত করেছে* (গ)। তিনি আরও বলেন, *খড়্গ থেকে আমার প্রাণ ও পেরেক থেকে আমার মাংসকে রেহাই দাও, কেননা এক দুরাচারের দল আমার বিরুদ্ধে উঠেছে* (ঘ)। এসমস্ত কথায় তিনি খুবই স্পষ্টভাবে দেখান যে, তাঁকে ক্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে। মোশি জনগণকে একই কথা বলেন, *এবং তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে ঝুলানো হবে; তুমি দিবারাত্র শঙ্কার মধ্যে থাকবে, তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর নিশ্চয়তা থাকবে না* (ঙ)।

৮০। যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত আরও ভাববাণী (২)

দাউদ বলে চলেন, *ওরা আমার দিকে তাকাল, নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করল, ও আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল* (ক)। কেননা তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার সময়ে সৈন্যেরা তাদের অভ্যাসমত তাঁর জামাকাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ

করল, ও সেই জামাকপড় ছিঁড়েই নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নিল, কিন্তু ভিতরের জামায় কোন সেলাই ছিল না, কেননা উপর থেকে সমস্তই একটানা বোনা ছিল, তাই ওরা ভাগ্য পরীক্ষা করল যাতে সেটা যার ভাগে পড়ে সে সেটাকে নেয় (খ)।

৮১। **যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত আরও ভাববাণী** (৩)

নবী যেরেমিয়া একথা যোগ করে বলেন, *তারা সেই ত্রিশটা রূপোর টাকা নিল, যাঁকে বিক্রি করা হচ্ছিল তাঁরই মূল্য যাঁকে তারা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে কিনেছিল, আর তারা সেই টাকা কুমোরের জমির জন্য দিল, যেইভাবে প্রভু আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন* (ক)। এদিকে যিশুর শিষ্যদের একজন সেই যুদা ইহুদীদের সঙ্গে একমত হয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন, কেননা তিনি জানতেন, তারা তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছা করছিল; এবং যেহেতু তিনি তাঁর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন সেজন্য তিনি দেশে প্রচলিত সেই ত্রিশটা টাকা গ্রহণ করে নিয়ে খ্রিষ্টকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন (খ)। পরে, তিনি যা করে ফেলেছিলেন সেবিষয়ে বিবেক-দংশনে দংশিত হয়ে সেই রূপো ইহুদীদের প্রধানদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন ও নিজেকে ফাঁসি দিলেন। কিন্তু তারা একথা ভেবে যে সেই টাকাটা রক্তের মূল্য হওয়ায় [মন্দিরের] ধনভাণ্ডারে ফিরিয়ে রাখা উচিত ছিল না, বিদেশীদের সমাধি দেবার জন্য সেই টাকায় কোন এক কুমোরের জমি কিনল (গ)।

৮২। **যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত আরও ভাববাণী** (৪)

তারা তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার পর যখন তিনি পান করতে যাচনা করলেন, তখন তারা পান করার মত তাঁকে পিত্ত-মেশানো সির্কা দিল। এই কথাও দাউদ দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল, *আমার খাদ্যে ওরা দিল পিত্ত, ও আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা* (ক)।

৮৩। **পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ** (১)

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর তাঁকে যে স্বর্গে আরোহণ করতে হবে, কথাটা দাউদ এভাবে বলেন, *সহস্র সহস্র ঈশ্বরের রথ, ও সহস্র সহস্র সেগুলোর চালক; প্রভু তাদের মধ্যে, সিয়োনে, সেই পবিত্রধামে, রয়েছেন। তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন,*

বন্দিদশাকে বন্দি করে চালনা করলেন; তিনি উপঢৌকন পেলেন ও তা মানুষকে দিলেন (ক)। 'বন্দিদশা' ব'লে তিনি সেই বিদ্রোহী দূতদের শাসনের বিনাশ লক্ষ করছেন। তিনি সেই স্থানও জানিয়ে দেন যেখানে তাঁকে পৃথিবী থেকে স্বর্গে আরোহণ করতে হচ্ছিল। কেননা তিনি বলেন, *প্রভু সিয়োন থেকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন* (খ)। বাস্তবিকই, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর, যেরুশালেমের উল্ট দিকে জৈতুন বলে পরিচিত যে পর্বতটা রয়েছে, তিনি সেই পর্বতে তাঁর আপন শিষ্যদের সম্মিলিত করলেন ও স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন; আর তাঁরা দেখলেন, তিনি আরোহণ করছেন, এও দেখলেন, তাঁকে গ্রহণ করে নেবার জন্য স্বর্গ কেমন করে উন্মুক্ত হল (গ)।

৮৪। **পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ** (২)

দাউদ নিজেও আরও বলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, উত্তোলন কর তোমাদের তোরণ; উত্তোলিত হও, সনাতন যত সিংহদ্বার, তবে প্রবেশ করবেন গৌরবের রাজা* (ক)। সেই 'সনাতন সিংহদ্বার' হলো স্বর্গ। কিন্তু, যেহেতু বাণী অদৃশ্যমান অবস্থায় সৃষ্টবস্তুর মধ্যে নেমে এসেছিলেন (খ), সেজন্য তিনি নেমে যাওয়ার সময়ে তাদের কাছে অচেনাই ছিলেন, কিন্তু যেহেতু বাণী হলেন মাংস, সেজন্য নিজের আরোহণের সময়ে দৃশ্যমান ছিলেন। যখন আধিপত্যসমূহ তাঁকে দেখলেন, তখন যাঁরা আকাশপরদার ঊর্ধ্বে ছিলেন, নিম্নস্থিত দূতবৃন্দ তাঁদের চিৎকার করে বললেন, *উত্তোলন কর তোমাদের তোরণ; উত্তোলিত হও, সনাতন যত সিংহদ্বার, যাতে গৌরবের রাজা প্রবেশ করতে পারেন* (গ)। আর যখন তাঁরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কে?' তখন যাঁরা তাঁকে ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়বারের মত তাঁরা স্বীকার করে বললেন, *শক্তিমান পরাক্রমী প্রভু যিনি, তিনিই গৌরবের রাজা* (ঘ)।

৮৫। **শেষ বিচারের অপেক্ষায়**

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়ে ও স্বর্গে আরোহণ করে তিনি পিতার ডান পাশে সেই সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন যেসময় সমস্ত শত্রুকে তাঁর অধীনে বশীভূত করা হবে। তবে, সেই সকলেই শত্রু যাদের দূত, মহাদূত, প্রতাপ ও সিংহাসনমূহের মধ্যে ঈশ্বরদ্রোহ অবস্থায় পাওয়া যাবে, তারা সকলেও শত্রু [বলে গণ্য হবে] যারা সত্যকে

অবজ্ঞা করেছিল [ক]। আবার সেই দাউদ নিজেই বলেন, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ* [খ]। আর তিনি যে সেখানে আরোহণ করলেন যেখান থেকে নেমে এসেছিলেন, সেবিষয়ে দাউদ বলেন, *আকাশের প্রান্ত থেকেই তাঁর প্রস্থান ও আকাশের অপর প্রান্তে তাঁর অবসান* [গ]। পরে বিচারের কথা ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, *কেউই এড়াতে পারবে না তার উত্তাপ* [ঘ]।

শুভসংবাদ বিস্তার (৮৬–৯৭ অধ্যায়)

৮৬। প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্যদান

তবে, যখন নবীরা এমন ভাববাণী দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের পুত্রকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে হবে [ক], এবং তিনি যে পৃথিবীর কোন্ যায়গায় ও কীভাবে নিজের আবির্ভাব প্রকাশ করবেন তাও সম্পর্কে তাঁরা ভাববাণী দিয়েছিলেন, এবং যখন প্রভু এসমস্ত ভাববাণী আপন করে নিলেন, তখন তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস সুস্থাপিত, ও বাণীপ্রচারের পরম্পরা অর্থাৎ প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্যদান সত্যাশ্রয়ী, কেননা তাঁরা প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে সারা জগতে সেই ঈশ্বরের পুত্রের কথা প্রচার করলেন যিনি যন্ত্রণাভোগ করতে এসেছিলেন, ও মৃত্যুকে বিনাশ করার জন্য ও মাংসকে পুনরুত্থিত করার জন্য সেই যন্ত্রণা বহন করেছিলেন। তাঁরা এও প্রচার করলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা অর্থাৎ অধর্মময়তা দূর করে দিয়ে, ও তাঁর প্রতি যা প্রীতিকর তেমন কর্মই করায় আমরা তাঁর শান্তি লাভ করব। এসমস্ত কথা নবীদের দ্বারা একথায়ই ব্যক্ত হয়েছিল, *আহা, কেমন সুন্দর তাঁদেরই চরণ যাঁরা শান্তির শুভসংবাদ প্রচার করে, তাঁদেরও চরণ কেমন সুন্দর যাঁরা মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করেন* [খ]। এবং ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ আমাদের জন্য [প্রয়োজনীয়] বিধান ঘোষণা করার লক্ষ্যে এঁরা যে যুদেয়া ও যেরুশালেম থেকে বেরিয়ে পড়বেন, সেবিষয়ে ইশাইয়া একথা বলেন, *সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে বিধান, ও যেরুশালেম থেকে প্রভুর বাণী* [গ]। এবং সেই প্রেরিতদূতেরা যে একদিন সারা পৃথিবী জুড়ে বাণীপ্রচার করবেন, সেবিষয়ে দাউদ বলেন, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠস্বর, ও জগতের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন* [ঘ]।

৮৭। ভালবাসার প্রাধান্য

এবং বিধানের বিষয়ে কথা-বাহুল্য দ্বারা তত নয় বরং বিশ্বাস ও ভালবাসার সংক্ষিপ্ততা দ্বারাই যে মানুষ পরিত্রাণ পাবে, সেবিষয়ে ইশাইয়া একথা বলেন, *ধর্মময়তায় ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত একটা বচন, কারণ ঈশ্বর পৃথিবী জুড়ে সংক্ষিপ্ত এক বচন সার্থক করবেন* (ক) ; একই প্রকারে পল বলেন, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা* (খ) ; কেননা ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে বিধান পূরণ করেছে (গ)। তাছাড়া যখন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন্ আজ্ঞা প্রধান, তখন তিনি বলেছিলেন, *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* এবং তিনি বলে চললেন, *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবীগণ ভর করে আছে* (ঘ)। সুতরাং, তাঁর প্রতি বিশ্বাস দ্বারা তিনি ঈশ্বরের প্রতি ও আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন যেন আমরা ভক্তপ্রাণ, ধর্মিষ্ঠ ও মঙ্গলকর হতে পারি। এজন্য তিনি 'পৃথিবী জুড়ে সংক্ষিপ্ত এক বচন' সার্থক করে তুলেছেন।

৮৮। খ্রিষ্ট-নামে পরিত্রাণ

স্বর্গারোহণের পর তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন, এবং যে এমন কেউই নেই যে তাঁর সঙ্গে তুলনাযোগ্য বা সমান হতে পারে, সেবিষয়ে ইশাইয়া একথা বলেন, *কে বিচারাধীন? সে হাজির হোক। কে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত? সে প্রভুর পুত্রের কাছে এগিয়ে আসুক। তোমাদের ধিক্, যারা একটা কাপড়ের মত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছ, কীটে তোমাদের গ্রাস করবে। প্রতিটি মাংস অবনমিত ও অবজ্ঞাত হবে। কেবল প্রভুই তাদের সঙ্গে উন্নীত হবেন যারা উন্নীত হবে* (ক)। এবং যারা ঈশ্বরের সেবা করল, তারাই যে অবশেষে তাঁর নাম গুণে পরিত্রাণ পাবে, সেবিষয়ে ইশাইয়া বলেন, *আর যারা আমার সেবা করল, তারা এক নতুন নামে অভিহিত হবে, এমন নাম যা পৃথিবী জুড়ে আশীর্বদিত হবে, এবং তারা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে* (খ)। এবং তিনি নিজেই যে এই আশীর্বাদ সার্থক করবেন ও তিনি নিজেই যে নিজের রক্ত দ্বারা আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন, সেবিষয়ে ইশাইয়া বলেন, *প্রেরিত কোন একজন নয়, কোন এক স্বর্গদূতও নয়, প্রভু*

নিজেই বরং স্নেহ দ্বারা তাদের বাঁচালেন ও তাদের রেহাই দিলেন। তিনি নিজেই তাদের মুক্তি সাধর করলেন (গ)।

৮৯। পবিত্র আত্মার প্রাধান্য

যাদের মুক্ত করা হয়েছে, তিনি তো ইচ্ছা করেন না, তাদের আবার মোশির বিধান পালনে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কেননা সেই বিধান খ্রিষ্টে পূর্ণতা লাভ করেছে (ক); তিনি যে বরং এমনটা ইচ্ছা করেন তারা ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে বাণী গুণে নবীনতায় জীবনযাপন করবে, এবিষয়ে ইশাইয়া ঘোষণা করে বলেন, *তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না, প্রাচীন যাত ঘটনাও আর চিন্তা করো না। এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি: ঠিক এখনই তা গজিয়ে উঠছে আর তোমরা তা চিনতে পারবে। আমার মনোনীত বংশকে জল দেবার জন্য ও যাদের আমি নিজের জন্য আদায় করেছি আমার সেই জনগণ যেন আমার মহাকীর্তি প্রচার করে, সেজন্য আমি প্রান্তরে একটা পথ ও জলহীন ভূমিতে নদনদী প্রস্তুত করব* (খ)। আচ্ছা, নিঃসন্দেহে বিজাতীয়েদের সেই আহ্বানই আগে 'প্রান্তর' ও 'জলহীন ভূমি' ছিল, কারণ বাণীও তখনও তাদের মধ্য দিয়ে চলাচল করছিলেন না, পবিত্র আত্মাও তখনও তাদের পিপাসা মিটিয়ে দিচ্ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর সত্য ও ধর্মময়তার সেই নতুন পথ উন্মুক্ত করলেন (গ)। তিনি সত্যিই প্রচুর নদনদী উৎসারিত করলেন, অর্থাৎ পৃথিবীর উপরে [পবিত্র] আত্মাকে বর্ষণ করলেন, সেইভাবে, যেভাবে নবীদের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে, শেষ দিনগুলিতে তিনি পৃথিবীর বুকে [পবিত্র] আত্মাকে বর্ষণ করবেন (ঘ)।

৯০। পবিত্র আত্মায় নতুন জীবনধারণ

সুতরাং, আমাদের আহ্বান [পবিত্র] *আত্মার নবীন ব্যবস্থায় সাধিত হয়, অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়* (ক), ঠিক সেইভাবে, যেভাবে যেরেমিয়া এবিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিলেন, *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যাকোবকুলের জন্য এমন নতুন সন্ধি সঠিক করব [যা সেই সন্ধির মত নয়] যা তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থির করেছিলাম যখন মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনার জন্য আমি তাদের হাত ধরেছিলাম। কেননা তারা সেই সন্ধি লঙ্ঘন করল ও আমি*

তাদের দিকে আর তাকাইনি, প্রভুর উক্তি। কেননা এটিই হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি: আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার নির্দেশগুলো রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। "তোমরা প্রভুকে জানতে শেখ!" একথা বলে আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কখনও প্রয়োজন হবে না, কারণ তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে। কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব, তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না (খ)।

৯১। মণ্ডলীতে বিজাতীয়দের স্থান (১)

এবং যাদের জন্য নতুন সন্ধিটা উন্মুক্ত করা হয়েছে (ক), এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি যে সেই বিজাতীয়দের আহ্বানের সময়ে সেই বিজাতীয়দের উত্তরাধিকার বস্তু হবে, সেকথা ইশাইয়া এভাবে ব্যক্ত করেন, *ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উক্তি: সেদিন মানুষ আপন নির্মাতার উপর ভরসা রাখবে, তার চোখ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে; নিজেদের হাতের সেই যে কাজ তাদের নিজেদের আঙুল গড়েছিল, সেই যজ্ঞবেদিগুলোতে তারা আর ভরসা রাখবে না* (খ)। এ একেবারে স্পষ্টই যে, কথাটা তাদেরই উদ্দেশ করে যারা প্রতিমা প্রত্যাখ্যান করেছে ও ইস্রায়েলের পবিত্রজনের গুণে আমাদের নির্মাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছে। ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন হলেন খ্রিষ্ট; তিনি মানুষের কাছে দৃশ্যমান হলেন আর আমরা আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রতি চোখ নিবদ্ধ রাখি (গ)। হ্যাঁ, আমরা সেই যজ্ঞবেদিগুলোতে আর ভরসা রাখি না, আমাদের হাতের কাজেও নয়।

৯২। মণ্ডলীতে বিজাতীয়দের স্থান (২)

এবং তাঁকে যে আমাদের মাঝে দৃশ্যমান হতে হবে, ঈশ্বরপুত্রকে যে মানবপুত্র হতে হবে ও সেই আমাদেরই দ্বারা তাঁকে খুঁজে পাওয়া হবে যারা একসময় তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম, এসমস্ত বিষয় বাণী নিজেই ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে বলেন, *যারা আমাকে খুঁজত না, তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশিত করেছি; যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের আমি নিজের উদ্দেশ পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাদের বলেছি, দেখ, এই যে আমি আছি* (ক)।

৯৩। মণ্ডলীতে বিজাতীয়দের স্থান (৩)

এই জনগণ যে পবিত্র এক জনগণ হবার জন্য নিরূপিত ছিল, একথা বারো নবীর একজন সেই হোশেয়া দ্বারা এভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, *যারা আমার জনগণ ছিল না তাদের আমি 'আমার জনগণ' বলে ডাকব, ও যাকে আমি স্নেহ করতাম না, তাকে আমি 'স্নেহাস্পদা' বলে ডাকব। এমনটা ঘটবে যে, যেখানে তারা আমার-জনগণ-নয় বলে অভিহিত ছিল, সেখানে তাদের জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান বলে ডাকা হবে* (ক)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন একই কথা বলেছিলেন, *ঈশ্বর এসমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানদের উদ্ভব ঘটাতে পারেন* (খ)। বাস্তবিকই পাথুরে প্রতিমাপূজা থেকে কেড়ে নেওয়া হওয়ার পর আমাদের হৃদয় বিশ্বাস গুণে ঈশ্বরের দর্শন পায় ও সেই আব্রাহামের সন্তান হয়ে ওঠে যাঁকে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল (গ)। এজন্য নবী এজেকিয়েলের মুখ দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *আমি তাদের আর এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা; তাদের বুক থেকে সরিয়ে নেব সেই পাথরময় হৃদয় ও মাংসময়ই এক হৃদয় তাদের দেব, যেন তারা আমার বিধিপথে চলে ও আমার নিয়মনীতি রক্ষা করে ও পালন করে। তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর* (ঘ)।

৯৪। খ্রিষ্টমণ্ডলী ও ইহুদী সমাজগৃহ

সুতরাং, যখন ঈশ্বরের বাণী মাংস হলেন ও মানুষদের মাঝে তাঁবু খাটালেন যেইভাবে তাঁর শিষ্য যোহনও বলেন *এবং তাঁর বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন* (ক), তখন সেই নতুন আহ্বান দ্বারা ঈশ্বরের সেই বাণী গুণে বিজাতীয়দের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন হল। এজন্য মণ্ডলী বিমুক্তদের বিপুল ফলাদি বরণ করে, কেননা মোশির মত একজন মধ্যস্থও আর নয়, এলিয়ের মত একজন দূতও নয় (খ), কিন্তু স্বয়ং প্রভুই সেই প্রথম সমাজগৃহের চেয়ে মণ্ডলীকেই আরও বেশি সন্তান মঞ্জুর করায় আমাদের বিমুক্ত করেছেন, যেইভাবে ইশাইয়া একথা বলে ঘোষণা করেছিলেন, 'সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা, তুমি যে কখনও প্রসব করনি'; সেই 'বন্ধ্যা' হলো সেই মণ্ডলী যা অতীতকালে ঈশ্বরের কাছে আদৌ কখনও সন্তান প্রদান করেনি। *চিৎকার কর ও*

উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর, কারণ স্বামীযুক্তার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার ছেলেরা বেশি (গ) ; প্রথম সমাজগৃহের স্বামী ছিল বিধান।

৯৫। মণ্ডলীতে পৌত্তলিকদের গ্রহণ

তাছাড়া দ্বিতীয় বিবরণে মোশি একথা বলেন যে, বিজাতীয়েরা হবে 'মাথা' ও অবিশ্বাসী জনগণ হবে 'লেজ'(ক)। তিনি আরও বলেন, *যা ঈশ্বর নয়, তা দ্বারাই তোমরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মালে, নিজ নিজ পুতুলগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুললে; আমিও যা জাতি নয় তা দ্বারাই তোমাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাব ও মূর্খ এক জাতি দ্বারা তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব* (খ)। বস্তুতপক্ষে তারা সত্যকার ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করল, মিথ্যা দেব-দেবীর উপাসনা করল, ঈশ্বরের নবীদের বধ করল ও কানানীয়দের পুতুল সেই বালায়ামের (গ) হয়ে ভাববাণী দিল; তারা সত্যকার ঈশ্বরের পুত্রকে অবজ্ঞা ও দণ্ডিত করল কিন্তু সেই বারাব্বাসকে বেছে নিল যাকে নরহত্যা দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তারা সনাতন রাজাকে অস্বীকার করল ও নিজেদের রাজা বলে সেকালের কায়েসারকে মেনে নিল। এজন্য ঈশ্বর এতে প্রীত হলেন যে, মূর্খ বিজাতীয় ছিল যারা, যারা ঈশ্বরের নাগরিক নয় ও ঈশ্বর যে কে তা জানত না, এদেরই তিনি তাদের উত্তরাধিকার মঞ্জুর করবেন। তবে, যেহেতু এই আহ্বানের দ্বারা আমাদের কাছে জীবন দেওয়া হয়েছে ও যে বিশ্বাস আব্রাহাম ঈশ্বরে রাখতেন তা তিনি আমাদের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেজন্য আমাদের পক্ষে পিছনে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ সেই প্রথম বিধান-ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া আদৌ উচিত নয় (ঘ)। কেননা আমরা বিধানের প্রভু যিনি সেই ঈশ্বরের পুত্রকে গ্রহণ করেছি, ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস দ্বারা আমরা *আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে ও আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসতে* (ঙ) শিখছি। তবে ঈশ্বরকে ভালবাসা সমস্ত পাপ থেকে দূরে রয়েছে, ও প্রতিবেশীকে ভালবাসা কারও কোন অনিষ্ট ঘটায় না (চ)।

৯৬। সেই বিধান যা আর যথেষ্ট নয়

সেজন্য আমাদের পক্ষে বিধানও আর পরিচালক দাস হিসাবে (ক) আর দরকার হয় না। দেখ, আমরা তো পিতার সঙ্গে কথা বলি ,ও শঠতাবিহীন শিশু হয়ে উঠে (খ) ও সবধরনের ধর্মময়তা ও মিতাচারিতায় বলবান হয়ে তাঁর সাক্ষাতে দাঁড়াই। কেননা পরের

স্ত্রীকে যে আদৌ লোভ করেনি, বিধান তাকে *ব্যভিচার করবে না* (গ) আর বলবে না; নিজে থেকে যে সমস্ত ক্রোধ ও শত্রুভাব বর্জন করে থাকে, বিধান তাকে *নরহত্যা করবে না* (ঘ) আর বলবে না; যারা পার্থিব বিষয়ের জন্য আকর্ষিত না হয়ে বরং স্বর্গীয় ফসল জমিয়ে থাকে (ঙ), বিধান তাদের *তোমার প্রতিবেশীর মাঠ বা তার বলদ-গাধার প্রতি লোভ করবে না* (চ) আর বলবে না; যে কাউকেই নিজের শত্রু বলে গণ্য না করে বরং সকলকে নিজের প্রতিবেশী বলে গণ্য করে, যার ফলে প্রতিশোধ নেবার জন্য হাত বাড়াতে পারে না, বিধান তাকে *চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত* (ছ) আর বলবে না। যে কেউ পিতামাতাকে ও সকল আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ ক'রে ও ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ ক'রে (জ) নিজের সবকিছু ঈশ্বরের কাছে পবিত্র বলে নিবেদন করে থাকে, বিধান তার কাছে দশমাংশ আদায় করবে না; যে কেউ বিশ্রামবার অনবরতই পালন করে থাকে অর্থাৎ, যে কেউ ঈশ্বরের মন্দিরে তথা মানবদেহে (ঝ) ঈশ্বরের সেবা করে থাকে ও ক্ষণে ক্ষণে ধর্মসম্মত কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তেমন মানুষের পক্ষে বিশ্রামের জন্য এক দিন স্বতন্ত্র রাখার আর কোন আজ্ঞা থাকবে না। তিনি তো বলেন, *কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত* (ঞ)। *কিন্তু যে ভক্তিহীন একটা বলদ জবাই করে সে এমনটা করছে যেন একটা কুকুর বধ করছে, সে যখন সেরা ময়দা নিবেদন করে, সে এমনটা করছে যেন শূকরের রক্ত অর্পণ করছে* (ট); *কিন্তু যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে* (ঠ)। এবং *আকাশের নিচে আর কোন প্রভুর নাম দেওয়া হয়নি যা দ্বারা মানুষ পরিত্রাণ পাবে* (ড), কেবল সেই ঈশ্বর নাম রয়েছে যিনি ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট যাঁর অধীনে অপদূতেরা, মন্দাত্মারা ও সমস্ত ঈশ্বরদ্রোহী প্রতাপও বশীভূত (ঢ)।

৯৭। যিশু নাম করা

পন্তিয় পিলাতের আমলে ক্রুশে দেওয়া যিশু খ্রিষ্টের নাম করার গুণে শয়তানকে মানুষের অন্তর থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া হয় (ক)। যেখানে এমন একজনও থাকে যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে ও তাঁর ইচ্ছা পালন ক'রে তাঁকে স্মরণ করবে ও তাঁর নাম করবে, সেখানে তিনি এসে তার কাছে কাছে থাকেন ও তারই যাচনা পূরণ করেন যে নির্মল হৃদয় দিয়ে তাঁকে ডাকে (খ)। অতএব, এভাবে পরিত্রাণ অর্জন করে আমরা তাঁর

মহৎ, অতলান্ত ও জ্ঞানাতীত প্রজ্ঞার জন্য অবিরতই আমাদের ত্রাণকর্তা সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি: তিনি যে আমাদের ত্রাণ করলেন তা শুধু নয়, কিন্তু আগে থেকেই আমাদের প্রভুর দৃশ্যগত আগমনের তথা তাঁর মানবীয় জীবনধারণের, অর্থাৎ সেই মুক্তিরও শুভসংবাদ দিয়েছিলেন যা স্বর্গ থেকে আসবার কথা ও যা আমরা নিজেদের গুণে কখনও অর্জন করতে পারতাম না। *কিন্তু যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য* [গ]। এক্ষেত্রে যেরেমিয়া বলেন, *কেইবা স্বর্গে আরোহণ করে প্রজ্ঞাকে কেড়ে নিল ও মেঘলোক থেকে তাকে নামিয়ে আনল? কে সাগর পার হয়ে তার সন্ধান পেল ও খাঁটি সোনার বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিল? না, কেউই জানতে পারেনি তার কাছে যাওয়ার পথ, আজও কেউই বুঝতে পারে না তার যাতায়াতের পথ। কিন্তু সর্বজ্ঞ যিনি, সেই প্রজ্ঞাকে জানেন যিনি, তিনি নিজের সুবুদ্ধি দ্বারা তাকে তলিয়ে দেখেন; চিরকালের জন্য যিনি পৃথিবী প্রস্তুত করে তা নধর জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ করেছেন; যিনি আলো প্রেরণ করলেই আলো এগিয়ে যায়, তিনি ডাকলেই আলো সকম্পে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়, নিজ নিজ প্রহরা-স্থান থেকে তারানক্ষত্র উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দিত হয়। তিনি তাদের ডাকলেন ও তারা উত্তর দিল: 'এই যে আমরা!' তাদের নির্মাতা যিনি তারা তাঁর বিষয়ে সানন্দে জ্বলজ্বল করছিল। ইনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না; তিনি সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে, তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে সেই প্রজ্ঞা প্রদান করলেন। তারপর তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা করলেন। এটা ঈশ্বরের বিধিনিয়মের ও যুগযুগস্থায়ী বিধানের পুস্তক। যারা তা আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে, যারা তা ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যু হবে* [ঘ]। আচ্ছা, 'যাকোব' ও 'ইস্রায়েল' ব'লে তিনি সেই ঈশ্বরের পুত্রকে লক্ষ করেন যিনি পিতা থেকে আমাদের জীবনের উপর কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন ও সেই জীবন পাবার পর, যারা তাঁর কাছ থেকে বেশ দূরে রয়েছি, তা এই আমাদের উপরে তখনই নামিয়ে আনলেন যখন, মানুষ যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যেই মানুষ [ঙ] হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তিনি ঈশ্বরের গড়া সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের আত্মার সমন্বয় ঘটিয়ে পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা করলেন [চ]।

সমাপ্তি (৯৮–১০০ অধ্যায়)

৯৮। সংক্ষিপ্ত উপসংহার

হে প্রিয়জন আমার, এটাই হলো সত্যের প্রচারবাণী ও আমাদের মুক্তিদানের পদ্ধতি; এটাই সেই জীবন-পথ যা নবীগণ ঘোষণা করেছিলেন, খ্রিষ্ট সত্যায়িত করেছিলেন, প্রেরিতদূতগণ সারা জগদ্ জুড়ে সম্প্রদান করেছিলেন ও মণ্ডলী আপন সন্তানদের হাতে তুলে দেয় [ক]। এ এমন, যা সযত্নে, ঈশ্বরের প্রীতিকর দৃঢ় ইচ্ছার সঙ্গে, শুভকর্ম সাধনে ও সদুপযোগী মনোভাবে রক্ষা করা দরকার।

৯৯। ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত ভুলধারণা

সেজন্য এমন কেউই একথা যেন না ভাবে যে আমাদের স্রষ্টা বাদে অন্য এক পিতা ঈশ্বর আছেন, সেইভাবে যেভাবে সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা কল্পনা করে যারা সত্যকার ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে ও যা মিথ্যা তা দিয়ে নানা ঈশ্বর বানায়; তারা আমাদের স্রষ্টার উপরে একটা পিতাকে গড়ে ও এমন কল্পনা করে যে, নিজেরা এমন কিছু আবিষ্কার করেছে যা সত্যের চেয়ে মহত্তর [ক]। প্রকৃতপক্ষে এরা সবাই ভক্তিহীন ব্যক্তি ও তাদের স্রষ্টা ও পিতার বিষয়ে ঈশ্বরনিন্দা করে, যেইভাবে আমরা ‘মিথ্যা জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন ও সেটার খণ্ডন’-এ দেখিয়েছি [খ]। অন্যান্যও রয়েছে যারা ঈশ্বরের পুত্রের আগমন ও তাঁর সেই মাংসধারণ-ব্যবস্থা অবজ্ঞা করে যা মানবজাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিতদূতগণ ও আরও আগে নবীগণ দ্বারা সম্প্রদান করা হয়েছিল, যেইভাবে আমরা তোমাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখিয়েছি। তেমন লোকেরাও বিশ্বাসবিহীনদের মধ্যে পরিগণিত। আরও কেউ কেউ রয়েছে যারা পবিত্র আত্মার দানগুলো মেনে নেয় না ও সেই নবীয় অনুগ্রহদান প্রত্যাখ্যান করে যা দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে মানুষ ঐশ্বরিক জীবনের ফল বরণ করে। এদের বিষয়ে ইশাইয়া বলেন, *তারা হয়ে উঠবে পাতাবিহীন একটা ওক্ গাছের মত ও জলহীন একটা উদ্যানের মত* [গ]। কোন ফল বরণ করতে পারে না বিধায় তেমন মানুষেরা ঈশ্বরের কোন উপকারে আসে না।

১০০। শেষ পরামর্শ : ভ্রান্তমতপন্থীদের এড়ানো দরকার

আমাদের সীলের তিন সূত্র (ক) ক্ষেত্রে ভুলটা সত্য থেকে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে ওরা হয় পিতাকে অবজ্ঞা করে, না হয় পুত্রের মাংসধারণ-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কথা বলায় পুত্রকে মানে না, না হয় [পবিত্র] আত্মাকে অস্বীকার করে অর্থাৎ নবীদের বাণী প্রত্যাখ্যান করে। যদি আমরা সত্যিকারে ঈশ্বরের প্রীতিকর হতে ও তাঁর পরিত্রাণ অর্জন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে আমাদের পক্ষে এ সকল মানুষদের বিষয়ে সতর্ক থেকে তাদের পথ এড়ানো দরকার।

[এইখানে 'প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন' সমাপ্ত]

[পরবর্তী বাক্য দু'টো ইরেনেউসের নয়, পাণ্ডুলিপির লিপিকিরেরই লেখা] (খ)

ইরেনেউস : প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা গোটা ত্রিত্ব একমাত্র ঈশ্বর যিনি বিশ্ব-সুব্যবস্থা, তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

[প্রিয় পাঠক / পাঠিকা] পুণ্যবান রাজার ভাই ও এপুস্তকের মালিক মাননীয় ঐশতত্ত্ববিদ আর্চবিশপ মহোদয় জনের কথা, ও [এ পুঁথির] বিনম্র লিপিকারের কথাও প্রভুতে স্মরণ কর।

---

১ (ক) ইরেনেউস যাঁর কাছে এই লেখা প্রেরণ করেছিলেন, সেই মার্কিয়ানুসের প্রকৃত পরিচয় অজানা, কিন্তু এটা সহজে অনুমান করা যায় যে, মার্কিয়ানুস বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের বা সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের ধর্মশিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত এক ব্যক্তি ছিলেন। যাই হোক, পত্রের এ নিবেদন-পর্বে ইরেনেউস ইতস্তত না করে নিজের লেখার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছেন। উদ্দেশ্যটা হলো 'সত্য-প্রচার' এর মধ্য দিয়ে 'অনন্ত জীবনের পথ' প্রদর্শন করা। এবং লেখার শেষাংশে (৯৮ অধ্যায়) তিনি মার্কিয়ানুসকে বলেন, 'সত্যের প্রচারবাণী ও আমাদের মুক্তিদানের পদ্ধতি' তথা 'জীবন-পথ' প্রদর্শন করায়ই তিনি লেখাটার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন। কেননা লেখার মধ্য দিয়ে ইরেনেউস সেই প্রৈরিতিক প্রচার সম্প্রদান করেছেন যা 'নবীগণ ঘোষণা করেছিলেন', 'খ্রিষ্ট সত্যায়িত করেছিলেন', ও 'মণ্ডলী আপন সন্তানদের হাতে তুলে দেয়' (৯৮ অধ্যায় দ্রঃ)।

(খ) 'সত্য-দেহ' : সত্য এমন দেহের মত যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত, ও সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলোমেলো নয় বরং সুসংবদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে জড়িত। তাই ইরেনেউসের কাছে সত্য এমন একক ও অবিচ্ছেদ্য বিষয় যা অখণ্ডভাবেই গ্রহণ করা দরকার। এ সত্য অনুসারে বিশ্বস্রষ্টা ও মানবস্রষ্টা ঈশ্বর হলেন সেই একই ঈশ্বর যিনি 'মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন', নবীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং অবশেষে কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিয়েছিলেন (৪০ অধ্যায় দ্রঃ)। আর যেহেতু মাংসধারণ করে সেই ঈশ্বরপুত্র নবীদের সমস্ত ভাববাণী পূর্ণ করেছিলেন, সেজন্য সর্বকালের ও সর্বস্থানের মানুষের পক্ষে সেই ঈশ্বরপুত্রে বিশ্বাস স্থাপন

করা একান্ত প্রয়োজন, কেননা কেবল সেই বিশ্বাস পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষের অন্তর নবায়িত করতে পারে।

(গ) প্রেরিত ২৮:৩১ দ্রঃ।

(ঘ) তীত ২:৮ দ্রঃ।

(ঙ) ‘দেখতে পায় যারা, তাদের…’: ইরেনেউসের ভাষায় প্রকৃত বিশ্বাসী যারা তারা দেখতে পায়, কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীরা আদৌ দেখতে পায় না।

(চ) ইরেনেউস বাইবেলের ‘দুই পথ’ (জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ) বলে পরিচিত বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৫-১৯; প্রবচন ৪:১০-১৯; ১২:২৮; যেরে ২১:৮ দ্রঃ)। বিষয়টা খ্রিষ্টমণ্ডলীর শুরু থেকেই বাপ্তিস্ম-প্রস্তুতিকালীন ধর্মশিক্ষায় যথেষ্ট ব্যবহৃত ছিল (দিদাখে ১; বার্নাবাসের পত্র ১৮-২০ দ্রষ্টব্য, যা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত)। এক্ষেত্রে ইরেনেউস স্পষ্টই বলেন যে, জীবনের পথ হলো বিশ্বাসের পথ; পরিত্রাণ লাভের লক্ষ্যে সেই পথে স্থিতমূল মনোভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে চলা একান্ত প্রয়োজন।

২ (ক) ‘মানুষ আত্মা ও মাংসের সমন্বয়ে গঠিত একটা সৃষ্টজীব’: এ ছিল সেকালে প্রচলিত ও সর্বস্বীকৃত ধারণা। কিন্তু অন্যত্র ইরেনেউস এই সাধারণ ধারণা ছাড়া একথাও বলেন যে, মানুষ হিসাবে মানুষ পবিত্র আত্মা দ্বারাই সিদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়।

(খ) প্রভুভক্তি কেবল অপকর্ম দ্বারা কলুষিত হয় না, গোটা মণ্ডলী যে সত্য ও বিশ্বাস স্বীকার করে, তা হারালেও প্রভুভক্তি নিঃশেষিত হয়।

(গ) সত্য অর্থাৎ বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধরা ও সেইসাথে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করা চলবে না; সত্য অর্থাৎ বিশ্বাস রক্ষা ও পুণ্যজীবন যাপন দু’টোই একান্ত প্রয়োজন, কেননা সেই দু’টো মিলেই মানুষকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থাপন করে।

(ঘ) সাম ১:১ক দ্রঃ ও যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থন ৪০:৮ দ্রঃ।

(ঙ) যাত্রা ৩:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, মোশির প্রতি যে বাণী উচ্চারিত, ইরেনেউসের মতে সেই বাণীকে প্রভু নয়, ঐশবাণী তথা ঈশ্বরপুত্রই উচ্চারণ করেন (যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থন ৬২:৩ দ্রঃ)।

(চ) সাম ১:১খ দ্রঃ।

(ছ) সাম ১:১গ দ্রঃ।

৩ (ক) ‘বিশ্বাসের মানদণ্ড’ (যা ৬ অধ্যায়েও উল্লিখিত) বলতে বিশ্বাসের সেই বিষয়বস্তু বোঝায় যা খ্রিষ্ট আপন প্রেরিতদূতদের প্রদান করেছিলেন ও প্রেরিতদূতেরা নিজ নিজ স্থাপিত মণ্ডলীগুলোতে অক্ষুণ্ন অবস্থায় সম্প্রদান করেছিলেন। সময় সময় ‘বিশ্বাসের মানদণ্ড’-কে ‘সত্যের মানদণ্ড’ও বলা হয়। যাই হোক, ‘বিশ্বাসের মানদণ্ড’ বা ‘সত্যের মানদণ্ড’ খ্রিষ্টীয়

তত্ত্বমালাকে ও বিশ্বাসের সেই মূল বিষয়বস্তুকে লক্ষ করে যা পবিত্র শাস্ত্রের উপরে ভিত্তি করে। সুতরাং, ঈশ্বর, খ্রিষ্ট ও ধর্মশিক্ষার সঙ্গে যা কিছু সংক্রান্ত, তা উপস্থাপন করার আগে বা শেখানোর আগে 'বিশ্বাসের মানদণ্ড' এর সঙ্গে তুলনা করা দরকার, আর তা-ই মাত্র বিশ্বাস্য বলে বাঁচিয়ে রাখা দরকার যা 'বিশ্বাসের মানদণ্ড' এর সঙ্গে খাপ খায়। বাস্তবিকই সেসময়ে জ্ঞানমার্গপন্থী বলে পরিচিত এক দল ভ্রান্তমতপন্থী খেয়ালখুশি মত নতুন নতুন তত্ত্ব যোগ করত বা মণ্ডলীর পরম্পরাগত তত্ত্বমালা থেকে কিছুটা বাদ দিত।

ইরেনেউসের সময়ে 'বিশ্বাসের মানদণ্ড' যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত ছিল, যেভাবে ৬ অধ্যায়ে উপস্থাপিত, ও বাপ্তিস্ম গ্রহণকালে দীক্ষিত যারা তারা এক-বিশ্বাসে নিজেদের রক্ষা করার জন্য 'বিশ্বাসের মানদণ্ড' অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে প্রতিজ্ঞা করত।

সময়ক্রমে এ সংক্ষিপ্ত 'বিশ্বাসের মানদণ্ড' বিস্তারিত তত্ত্বগুলোতে বিকশিত হলো যা আজকালে 'প্রেরিতগণের বিশ্বাস-সূত্র' বলে পরিচিত ('স্বর্গমর্তের স্রষ্টা ...')। এবিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তের্তুল্লিয়নুসের, রুফিনুসের ও সাধু সিরিলের লেখা দ্রষ্টব্য।

(খ) ইশা ৭:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) ইরেনেউসের ভাষায় 'বিশ্বাস করা' বলতে নির্বুদ্ধিতা ও অন্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করে দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে সত্যকে বুঝতে এমনকি কেমন যেন সত্যকে স্পষ্টভাবে দেখতেই বুঝায়।

(ঘ) ইরেনেউস লেখাটার মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করছেন: (১) বাপ্তিস্ম ও বাপ্তিস্মের সেই ফলাদি, যা বাপ্তিস্ম গ্রহীতাদের অন্তরে কার্যকারী করে তোলে ও গ্রহীতারা যা দেখাতে সঙ্কল্পবদ্ধ; (২) ঈশ্বর সংক্রান্ত ক'টা গুণাবলি যেমন, তিনি সনাতন, চিরস্থায়ী ও বিশ্বনিয়ন্তা, কেননা তিনিই মানুষ ও জগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, ফলে মানুষ তাঁর প্রতি বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা দেখাতে বাধ্য; (৩) বাপ্তিস্ম পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে সম্পাদিত, এর ফলে বাপ্তিস্ম অনন্ত জীবন দান করে ও মানুষকে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান করে তোলে: এসমস্ত এমন যা গ্রহীতাদের অন্তরকে সীলমোহরযুক্ত করে অর্থাৎ এমন কিছু যা গ্রহীতা থেকে কখনও মুছে যায় না। এসমস্ত বিষয়ের ভিত্তি মানুষের ধারণা নয় বরং খোদ বাইবেল: মথি ২৮:১৯; মার্ক ১:৪; লুক ৩:৩; এফে ১:১৩; ৪:৩০; প্রকাশ ৭:৩-৪; ৯:৪; রো ৪:১১; ১ করি ১৫:২৭-২৮; মালা ২:১০; এফে ৪:৬; মথি ১১:২৭; যোহন ১:১১)।

৪ (ক) বাক্যটা প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই পালক থেকে উদ্ধৃত, যা ইরেনেউসের প্রায় সমসাময়িক লেখা (পালক লেখাটা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত)।

(খ) ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে ইরেনেউস এধারণার উপর জোর দেন যে, যে জগতে আমরা জীবনযাপন করি, তা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।

৫ (ক) ইরেনেউস সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে এমনটা সমর্থন করেন যে, ঈশ্বর এক, ও সেই একমাত্র ঈশ্বর হলেন বিশ্বের নির্মাতা। আর যখন তিনি বলেন যে 'ঈশ্বর বাণী-বিশিষ্ট', তখন বলতে চান, ঈশ্বর ঐশবাণীর অধিকারী; এভাবে বাণী সমস্ত সৃষ্টির আদিতেই ভূমিকা রাখেন, ও পবিত্র আত্মা বাণীর সৃষ্ট সেই সমস্ত কিছু সুবিন্যস্ত করেন।

পরবর্তী বাক্যে ইরেনেউস নিজের ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য বলেন, বাণী যা যা সৃষ্টি করেন, পবিত্র আত্মা সেই সমস্ত কিছু স্বীয় স্বীয় প্রতাপে মণ্ডিত করেন। এবং পর পরে তিনি এও বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, বাণীর ভূমিকা পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত, এবং পবিত্র আত্মর ভূমিকা স্বর্গীয় বিষয় সংক্রান্ত। অতএব, এব্যাপারে ইরেনেউসের ধারণা যে একটু অস্পষ্ট, তা স্বীকার্য।

(খ) সৃষ্টিকর্মে ঈশ্বরের বাণীর ও আত্মার ভূমিকার প্রমাণস্বরূপ ইরেনেউস সাম ৩৩:৬ (গ্রীক সত্তরী পাঠ্যে) উপস্থাপন করেন।

(গ) এফে ৪:৬ দ্রঃ। যেহেতু বাণীর ভূমিকা হল সৃষ্টি করা, সেজন্য পিতা নিজের সেই বাণী গুণে 'সবকিছুর মধ্য দিয়ে' বিদ্যমান। এবং পবিত্রতাদানকারী প্রতাপ তাঁর সেই আত্মা গুণে তিনি 'আমাদের সকলের মধ্যে' বিদ্যমান।

(ঘ) গা ৫:৬।

(ঙ) আদি ১:২৬ দ্রঃ। আমরা যে পুত্রের অনুরূপ হবার জন্য নিরূপিত, তেমন প্রক্রিয়াকে পবিত্র বাত্মাই শুরু করেন ও সম্পন্ন করেন।

(চ) 'বাণী [পবিত্র] আত্মাকে ধ্বনিত করেন', অনুবাদান্তরে, 'বাণী [পবিত্র] আত্মাকে নিজের সঙ্গে সুসংবদ্ধ করেন।'

(ছ) সুতরাং, ইরেনেউসের মতে, পবিত্র আত্মা হলেন খ্রিষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা স্বরূপ, এবং ঐশবাণী নবীদের প্রেরণা দেন ও মানুষকে ঈশ্বরের কাছে উন্নীত করেন।

৬ (ক) ২ তি ১:১০ দ্রঃ।

(খ) এক মাথায় তথা নিজেতেই সমস্ত কিছু সম্মিলিত করায় (এফে ১:১০ দ্রঃ) খ্রিষ্ট সমাপ্তিকে আদির সঙ্গে ও মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেতে মিলিত করেন।

(গ) 'অন্তিমকালে': বাইবেলে (দা ১১:১৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য; ২ তি ৩:১; এফে ১:১০ দ্রঃ) 'অন্তিমকাল' শব্দটা জগতের শেষদিন লক্ষ করে। কিন্তু এখানে ইরেনেউস 'অন্তিমকাল' বলতে সেই কাল লক্ষ করেন যে কালে মানুষদের মাঝে বাণীর আগমন-লগ্নে মানবজাতির নবীন ও অন্তিম কাল শুরু হয়েছে।

(ঘ) পিতা অদৃশ্যমান ও অস্পর্শনীয়, কিন্তু পুত্র দৃশ্যমান ও স্পর্শনীয় (১ যোহন ১:১ দ্রঃ)।

(ঙ) পবিত্র আত্মা মানুষকে খ্রিষ্টের সেই নবীনতায় উপনীত করেন যা সাম ১০৪:৩০-তে পূর্বঘোষিত হয়েছিল।
'অন্তিমকালে': ইরেনেউস অবশ্যই সেই পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যখন পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করা হয়েছিল।

৭ (ক) তীত ৩:৫ দ্রঃ।

(খ) বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে অথচ খুবই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত: (১) পবিত্র আত্মা মানুষকে প্রস্তুত করেন, (২) পুত্র সেই মানুষকে পিতার কাছে নিয়ে যান, (৩) পিতা সেই মানুষকে অক্ষয়শীলতা (বা অমরতা) প্রদান করেন।

(গ) ইরেনেউসের আগে, এফেসীয়দের কাছে পত্রে (১৭:২) সাধু ইগ্নাসিউসও একই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, 'আমরা ঈশ্বরজ্ঞান তথা সেই যিশু খ্রিষ্টকে পেয়েছি' (লেখাটা প্রেরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত)।

(ঘ) পবিত্র আত্মা এমন দান (৯ অধ্যায় দ্রঃ) যা পুত্র খুশি-স্বচ্ছন্দে নয়, কিন্তু পিতার সঙ্কল্প অনুসারেই প্রদান করেন।

৮ (ক) 'পরাৎপর' (আদি ১৪:১৮; সাম ৭:১৭ দ্রঃ), 'সর্বশক্তিমান' (আদি ১৭:১ ইত্যাদি দ্রঃ), 'সেনাবাহিনীর প্রভু' (সাম ২৪:১০ ইত্যাদি দ্রঃ)।

(খ) 'অন্তিমকালে' (দা ১১:১৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ), অর্থাৎ এই নূতন সন্ধিকালে ঈশ্বর পুরাতন সন্ধিকালের সমস্ত প্রতিশ্রুতি সিদ্ধ করেছেন; তাঁর যে গুপ্ত ও রহস্যময় সঙ্কল্প ছিল, তিনি 'অন্তিমকালে' অর্থাৎ এই নূতন সন্ধিকালে, খ্রিষ্টের আগমনেই, সেই 'দত্তকপুত্রত্বের সন্ধি উন্মুক্ত করেছেন'।

(গ) রো ২:৪-৬ দ্রঃ।

(ঘ) 'আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর' (মথি ২২:৩২; মার্ক ১২:২৭), 'জীবিতদেরই ঈশ্বর' (লুক ২০:৩৮)।

৯ (ক) ঐশবাণীর আগমনে অর্থাৎ যখন বাণী মাংসধারণ করবেন তখন তিনি এই সমস্ত উপাসনা কর্মের ভার আপন করবেন।

(খ) ইশা ১১:২-৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) 'সপ্ত হাত-বিশিষ্ট প্রদীপ'টা হলো সেই মণ্ডলী যা খ্রিষ্টের আলো বহন করে।

(ঘ) যাত্রা ২৫:৪০ দ্রঃ; হিব্রু ৮:৫ দ্রঃ।

১০ (ক) 'জগতে দূতগণও রয়েছেন': স্বর্গদূতগণ ও জগতের দূতগণ মানব সৃষ্টিকর্মে কোন ভূমিকা রাখেননি; তাঁদের জন্যও নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে যা তাঁরা অতিক্রম করতে পারেন না। কেবল মানুষই নিজের মানব অবস্থা অতিক্রম করে ঐশ্বরিক পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করতে বাধ্য। সেজন্য মানুষ যত প্রাণী ও স্বর্গদূতদের ঊর্ধ্বে রয়েছে।

১১ (ক) আদি ২:৭ দ্রঃ। ঈশ্বর 'নিজেরই দু' হাতে মানুষকে গড়লেন': ইরেনেউস নানা লেখায় এবিষয়ে বলেন যে, সৃষ্টিকর্মে ঈশ্বরের দু' হাত হলো ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মা। বাস্তবিকই ইরেনেউস, অন্য লেখায়, জন্মান্ধের নিরাময়ের কথা (যোহন ৯ অধ্যায়) ব্যাখ্যা করে বলেন, যিশু মাটিতে থুথু ফেললেন, আর সেই থুথু দিয়ে কাদা তৈরি করে লোকটির চোখে তা মাখিয়ে

দিলেন। তাতে, ইরেনেউসের মতে, যিশু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন কীভাবে মানুষকে গড়া হয়েছিল এবং এও প্রকাশ করছিলেন, কেমন করে ঈশ্বরের হাত তথা ঐশবাণীই মানুষকে কাদা-মাটি থেকে বের করে এনেছিলেন। তাই, ইরেনেউসের মতে, যিশুর থুথু ও সৃষ্টিলগ্নে ঈশ্বরের প্রতাপ মাটির প্রতি একই ভূমিকা রাখল, কেননা মাটির সঙ্গে মেশানো থুথুতে নিরাময় কাদা হল, ও মাটির সঙ্গে মেশানো ঐশপ্রতাপে আদম হল; তাই যে শুষ্ক মাটি দিয়ে যিশু অলৌকিক কাদা তৈরি করেছিলেন, সেই একই শুষ্ক মাটি থেকে প্রথম মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। ইরেনেউস এবিষয়ে এও বলেন যে, মাটির সঙ্গে মেশানো ঐশপ্রতাপ হলেন সেই পবিত্র আত্মা যিনি 'ঊর্ধ্ব থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করা বর্ষা' এর মত (সাম ৬৮:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)। অবশেষে, ঈশ্বর 'যা সবচেয়ে শুচি ও সূক্ষ্মতম ছিল তা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ...' মানুষকে গড়লেন, তেমন কথা দ্বারা ইরেনেউস বলতে চান, সেই মাটি শুচি ও সূক্ষ্মতম ছিল একারণে যে, তখনও মানুষ নিজের পাপ দ্বারা মাটিকে কলুষিত করেনি। এসমস্ত ব্যাখ্যা ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত।

(খ) ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এখানে গ্রীক দর্শন অনুসারে দু' দিক দিয়ে অনুধাবিত বিধায় গ্রীক দর্শনের πλάσμα (প্লাস্মা, বাংলায় 'গঠন') শব্দটা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করা দরকার: 'গঠন' হলো সেই সমস্ত কিছু যা এক একটা বিষয় বা বস্তুকে অন্যান্য বিষয় বা বস্তু থেকে বিশিষ্ট ও চিহ্নিত করে; উদাহরণ স্বরূপ, অনেকগুলো বাঘ থাকতে পারে, কিন্তু সবগুলো একক বাঘ 'গঠন' এর অধিকারী; একই প্রকারে ঈশ্বর ও মানুষও নিজ নিজ 'গঠন' এর অধিকারী যা এক একজনকে বিশিষ্ট ও চিহ্নিত করে। তবে, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথায় ফিরে এলে ইরেনেউসের দু' দিক-বিশিষ্ট ধারণা এরূপ: (১) যিনি মানুষের অন্তরে প্রাণবায়ু অর্থাৎ নিজের আত্মাকে ফুঁ দিলেন, সেই ঈশ্বরের ছাপ মানুষের দেহে ছাপা রয়েছে; সেজন্য মানবদেহে ঈশ্বরের 'গঠন' অঙ্কিত রয়েছে। (২) প্রাণের বা অন্তরের দিক দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সদৃশ।
ইরেনেউসের মতে এ রহস্যময় প্রক্রিয়া ক্ষেত্রে ঈশ্বরপুত্র মানুষকে ঈশ্বরের 'গঠন' দেওয়ায় মানুষের দৃশ্যগত দিক সম্পাদন করেন, এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অদৃশ্যগত 'গঠন' দেওয়ায় মানুষের অদৃশ্যগত দিক সম্পাদন করেন। তাই পুত্রের ও পবিত্র আত্মার যৌথ কর্মের ফলে সেই মানুষ গঠিত হয় যার মধ্যে পিতা সেই প্রাণবায়ুকে (অর্থাৎ সেই মানবাত্মাকে) সঞ্চার করেন যা মানুষের অভ্যন্তরে স্থিত হয়ে মানুষের দৃশ্যগত ও অদৃশ্যগত দিক সার্থক করে তোলে। এভাবে, প্রাণবায়ু গ্রহণের ফলে আদম জগতে তার নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের জন্য সব দিক দিয়ে প্রস্তুত।

(গ) 'মানুষ স্বাধীন ও স্ব-অধিকার বিশিষ্ট এক প্রাণী': প্রাণবায়ুর (আত্মার) অধিকারী বিধায় মানুষ স্বাধীন; আবার, আত্মায় যুক্ত দেহের অধিকারী বিধায়ও মানুষ স্বাধীন; সুতরাং সৃষ্টি যে পার্থিব ও স্বর্গীয় (বা দৃশ্য ও অদৃশ্য) দুই রাজ্যে বিভক্ত, মানুষ স্বাধীন হওয়ায় সৃষ্টির সেই দুই রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করতে পারে। মানুষকে দেওয়া তেমন অধিকার ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী হওয়ায়, মানুষকে তেমন অধিকার অনুশীলন ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ও মনোযোগী হতে হবে।

(ঘ) যেহেতু মানুষ পার্থিব ও স্বর্গীয় এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর উপরে নিজের অধিকার রাখে (উপরে, 'গ' টীকা দ্রঃ), সেজন্য মানুষ সমস্ত পার্থিব প্রাণী ও স্বর্গদূতদের উপরেও অধিকার রাখে। সেকালের ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে বহু মহাদূত থাকা সত্ত্বেও বাইবেল কেবল মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েলের কথা উল্লেখ করে।

১২ (ক) ঈশ্বর কেনই বা সৃষ্টির উপরে ও স্বর্গদূতদের উপরেও মানুষকে গোপনেই প্রাধান্য দিলেন, তা একেবারে অস্পষ্ট বিষয়। তাছাড়া আর একটা প্রশ্ন রয়েছে অর্থাৎ যখন ইরেনেউস বলেন মানুষ ছিল বালক মাত্র, তখন সেই বালক-অবস্থা কী ধরনেরই বা ছিল? সম্ভবত মানুষ দৈহিক দিক দিয়ে নয়, নৈতিক দিক দিয়েই বালক ছিল। দৈহিক দিক দিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ দ্বিবিধ পরিপক্কতা অর্জনে আহূত: (১) সে ইন্দ্রিয়দমনের মাধ্যমে ও গুণাবলি বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিপক্ক মানবতা অর্জন করবে, ও (২) সে নিজের অন্তরে নিহিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পূর্ণতর বিকাশের মাধ্যমে নিজের ঐশ্বরিক দিক পরিপক্ক করবে। বাস্তবিকই অন্য একটা লেখায় ইরেনেউস বলেন যে, নৈতিক দিক দিয়ে বালক হওয়ায় মানুষ পাপ করার সময়ে তত সচেতন ছিল না। যাই হোক, এ ছিল ইরেনেউসের সময়ে নানা রহস্যময় সমস্যা বিষয়ে ঐশতত্ত্ববিদদের গবেষণা।

(খ) আদি ২:৮; ৩:৮ দ্রঃ। পরমেদেশের বর্ণনার পরে এবার ইরেনেউস সেই ঐশবাণীকে বর্ণনা করেন যিনি পরমেদশে নিজের উপস্থিতির মাধ্যমে পরমদেশের সৌন্দর্য পূর্ণতর করে তোলেন, কেননা এবার এ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরমদেশ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার স্থান। ঐশবাণী মানুষের সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন শুধু নয়, তিনি বরং এমন ভাবীকালের কথাও কল্পনা করছিলেন যখন পৃথিবীতে এসে তিনি 'মানুষদের ধর্মময়তা শিখিয়ে তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন'। তেমন বর্ণনা দ্বারা ইরেনেউস নিঃসন্দেহে প্রভুর মাংসধারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন।

১৩ (ক) আদি ২:১৯ দ্রঃ।

(খ) আদি ২:২৮ দ্রঃ।

(গ) আদি ২:২০ দ্রঃ।

(ঘ) আদি ২:২১ক।

(ঙ) '…এমন ঘুম আনা হল যা পরমদেশে ছিল না': এই বর্ণনায় ইরেনেউস সেকালে প্রচলিত একটা ইহুদী ব্যাখ্যামূলক লেখার উপর নির্ভর করছেন (মিদ্রাশ, সাম ১১:৭) যা অনুসারে পরমদেশে ঘুম ছিল না; ঈশ্বর তখনই ঘুম সৃষ্টি করেছিলেন যখন নিজের শুরু করা কর্মটা সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করে নিদ্রাগত আদমের একটা পাঁজর তুলে নিয়ে হবাকে গড়েছিলেন। সেই মিদ্রাশ এও বলে যে, পরমদেশ (বা এদেন বাগান) স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এমন স্থান যেখানে ঈশ্বরের সেই বন্ধুগণ থাকতেন যাঁরা ঈশ্বরের নিত্য সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন ও অবিরতই ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শনে নিবিষ্ট থাকতেন; সেই প্রাণীগণকে 'নিত্য জাগ্রত'-ও বলা হত।

ঘুম সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয়টা এ যে, ঘুমের ফলে মানুষ আর নিত্য জাগ্রত হতে পারল না, অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য ও অপকর্ম এড়াবার জন্য তার পক্ষে সেসময় থেকে সতর্কতাই প্রয়োজন হতে লাগল।
এদিকে সেকালের লেখাগুলো অনুসারে একথাও লক্ষণীয় যে, হবাকে গড়ার পর ঈশ্বরের কর্ম 'সম্পন্ন' হল, অর্থাৎ হবাকে গড়াটা হল ঈশ্বরের আদি সৃষ্টিকর্মের সমাপ্তি স্বরূপ যার জন্য তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন (আদি ২:২)।

(চ) আদি ২:২১-২২ দ্রঃ।

(ছ) আদি ২:২৩ দ্রঃ।

১৪ (ক) আদি ২:২৫ দ্রঃ।

(খ) আদি ২:৭ দ্রঃ।

১৫ (ক) আদি ২:১৬-১৭ দ্রঃ।

১৬ (ক) প্রজ্ঞা পুস্তক বলে, 'ঈশ্বর মানুষকে অক্ষয়শীলতার উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন, তাকে তাঁর আপন অনন্ততার প্রতিমূর্তিই করে গড়েছেন। কিন্তু দিয়াবলের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে; যারা দিয়াবলের পক্ষের মানুষ, তারাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করে' (প্রজ্ঞা ২:২৩-২৪)। মানুষ যে পরিত্রাণের উদ্দেশে সৃষ্ট হয়েছে, তা-ই দিয়াবলের হিংসার বিষয়, কেননা দিয়াবল তেমন পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত, ঈশ্বরের স্বরূপের প্রতিমূর্তিতেও সৃষ্ট নয়, বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করতেও নিরূপিত নয়, অমরতার অধিকারীও নয়। তাই শয়তানের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আদম প্রভুর আদেশ অমান্য করায় তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে মানুষ হয়ে থাকার চেয়ে ঈশ্বর হতে বাসনা করেছিল।

(খ) মানুষকে অপরাধ করতে যে ভুলিয়েছিল, সেই প্রবঞ্চক নিজেও নিজের অপরাধের কারণে দণ্ডিত হল (যোহন ৮:৪৪)। যাই হোক, হিব্রু ভাষায় 'শয়তান' এর প্রকৃত অর্থ 'বিদ্রোহী' নয়, বরং ঈশ্বরের জনগণের ও বিশেষভাবে মানুষেরই 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (গণনা ২২:২২; ১ রাজা ৫:১৮; ১১:১৪, ২৩, ২৫; ১ শামু ২৯:৪; ২ শামু ১৯:২৩; যোব ১:৬-৯, ১২; ২:১-৪, ৬, ৭; জাখা ১:২ দ্রঃ)। ইরেনেউস অবশ্যই এসমস্ত জানতেন যেহেতু অন্য লেখায় এক্ষেত্রে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' শব্দটা ব্যবহার করে থাকেন। তবে কেন তিনি এখানে 'বিদ্রোহী' শব্দটা ব্যবহার করছেন? সম্ভবত তিনি সেকালে প্রচলিত একটা ইহুদী লেখার উপর নির্ভর করছিলেন যা অনুসারে আদিতে এক দল দূত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও সেই কারণে দণ্ডিত হয়েছিল। অন্য দিকে গ্রীক ভাষায় Διάβολος (দিয়াবলোস, বাংলায় প্রচলিত 'দিয়াবল') শব্দের অর্থ হল 'মিথ্যা অপবাদক', 'পরনিন্দুক' ইত্যাদি সমার্থক শব্দ; এই লেখায় ইরেনেউস 'অপবাদক' শব্দ ব্যবহার করছেন।

(গ) পাপের পরে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পরমদেশমুখী পথে বাস করতে বাধ্য, কেননা পরমদেশ (বা এদেন বাগান) ঈশ্বরের বাসস্থান হওয়ায় পাপকে প্রবেশাধিকার

দিতে পারে না। কিন্তু তবু, আদমের আবাস যে পরমদেশমুখী পথে অবস্থিত, তাতে অনুমান করা যায় মানুষের এখনও একটা আশা আছে; হ্যাঁ, মানুষ চিরকালের মত পরমদেশ থেকে বঞ্চিত হয়নি ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকেও সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত নয়। পবিত্র আত্মার কর্মের ফলে যখন মানুষ ঐশবাণীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবে ও পিতার সহভাগিতা পুনরায় অর্জন করবে, তখনই মানুষ ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত হয়ে পরমদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারবে।

১৭ (ক) আদি ৩:১৭-১৯। পাপের ফলে মানুষ বহু ক্লেশের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য, কিন্তু যে ভূমি একসময় সমৃদ্ধ ও উর্বর ছিল, সেটাও মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ছাড়া আর বেশি কিছু ফলায় না। মানুষের দুর্বিপাক দৈনন্দিন কষ্টে সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রকৃত দুর্বিপাক বরং এতেই রয়েছে যে, মানুষ অমর অবস্থা থেকে এমন অবস্থায় পড়েছে যেখানে মৃত্যুই তার উপর কর্তৃত্ব চালায়। এক কথায় অমর মানুষ এখন মরণশীল।

(খ) আদি ৪:১-২ দ্রঃ।

(গ) আদি ৪:৮; ১ যোহন ৩:১২ দ্রঃ। আদমের উপর জয়ী হওয়ার পর শয়তান এবার আদমের ছেলে কাইনকেও আক্রমণ করে; তাতে এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, সেই প্রথম পাপের পরে শয়তান নিজের কাজ সমাপ্ত বলে জ্ঞান না করে বরং মানুষকে অবিরতই অনিষ্টের দিকে টেনে চলতে থাকবে। ফলে আদমের পর কাইনও শয়তানের আত্মা ও মনোভাব আপন করে পাপকর্ম সাধনে ভ্রাতৃঘাতক হল। এবং শয়তান যেমন অভিশপ্ত হয়েছিল, তেমনি কাইনও একই ধরনের অভিশাপের পাত্র হল (আদি ৪:১১-১২; প্রজ্ঞা ১০:১-৩)।

(ঘ) আদি ৪:২৫ দ্রঃ।

১৮ (ক) আদি ৬:২-৪; বারুক ৩:২৬-২৮; প্রজ্ঞা ১৪:৬ দ্রঃ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। অন্যত্র সেই দৈত্যরা মহাবীর বলেও অভিহিত।

(খ) ইরেনেউসের সময়ে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, দূতদের প্ররোচনায় স্ত্রীলোকেরা লালসাপূর্ণ যা যা সাধন করে, তা আদিপাপ থেকেই উদ্গত, কেননা আদিপাপের সময়ে দূতেরা নিজ কর্তব্য অবহেলা করে অন্যমনস্কই ছিল।

১৯ (ক) আদি ৯:১৮-১৯ দ্রঃ।

২০ (ক) আদি ৯:২৫ দ্রঃ।

২১ (ক) আদি ৯:২৬ দ্রঃ। এভাবে ইরেনেউস দেখান, শেমের উপর যে আশীর্বাদ তা আব্রাহাম পর্যন্ত পৌঁছয়, এবং যাফেথের উপর যে আশীর্বাদ তা এমনভাবে বিস্তারিত হয় যে বিজাতীয়দের পর্যন্তও পৌঁছয়।

(খ) যাত্রা ৩:৬; মথি ২২:৩২; মার্ক ১২:২৬; লুক ২০:৩৭ দ্রঃ।

(গ) আদি ৯:২৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। যাফেথ শব্দের অর্থই বিস্তার করা।

(ঘ) সাম ১৯:৫ দ্রঃ। এ সামসঙ্গীত উল্লেখ করায় ইরেনেউস দেখান যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিজাতীয়েরাও আশীর্বাদের পাত্র হওয়ার ফলে সেই আশীর্বাদ 'সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল'; এ ব্যাখ্যা এমন যা রো ১০:১৮ দ্বারাও সমর্থিত।
এক কথায়, নোয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এমনটা প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে, খ্রিষ্টের দ্বারা বিজাতীয়েরাও একদিন ঈশ্বরের জনগণের মর্যাদায় উন্নীত হবে, অর্থাৎ বিজাতীয়েরাও আব্রাহামের প্রকৃত বংশধর বলে গণ্য হবে।

(ঙ) যাফেথের উপর যে আশীর্বাদ, সেটার উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে বিজাতীয়েরা ইহুদীদের জ্যেষ্ঠাধিকারেরও উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছে।

২২ (ক) আদি ৯:১৪-১৫ দ্রঃ।

(খ) আদি ৯:১-৬ দ্রঃ।

(গ) কল ১:১৫ দ্রঃ।

(ঘ) দা ১১:১৩; ১ পি ১:২০ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ১১:১ দ্রঃ।

২৩ (ক) আদি ১১:২-৯, ২৮ দ্রঃ।

২৪ (ক) আদি ১১:১০-২৬ দ্রঃ। বাইবেল ঐতিহ্য অনুসরণ করে ইরেনেউস ব্যাখ্যা করে বলেন, আপন পূর্বপুরুষ শেমের আশীর্বাদের পাত্র বলে আব্রাহাম নিজের দেশ ছেড়ে সেই আশীর্বাদের প্রকৃত সর্বোত্তম বস্তুর অধিকারী হতে চান, অর্থাৎ তিনি সেই আশীর্বাদের উৎস স্বয়ং ঈশ্বরকেই খুঁজতে থাকেন ও তাঁকে পাবার দাবিই করেন।

(খ) আদি ১২:১ দ্রঃ। ইরেনেউস ঘটনাটা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখান যে, স্বয়ং ঐশবাণী আব্রাহামের অনিশ্চয়তা আলোকিত ক'রে তাঁর অন্তরে এমন নিশ্চয়তা সঞ্চার করেন যে, যত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আব্রাহামের অনুসন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হবেই।

(গ) আদি ১২:৭; ১৩:১৫; ১৭:৮ দ্রঃ।

(ঘ) আদি ১৫:৫; রো ৪:১৮ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ১৫:৬; রো ৪:৩; গা ৩:৬ দ্রঃ।

(চ) রো ৪:১১ দ্রঃ; আদি ১৭:১০-১১ দ্রঃ।

(ছ) প্রেরিত ৭:৮; আদি ২১:১-৪; ২৫:২৫ দ্রঃ।

(জ) যাত্রা ৩:৬; মথি ২২:৩২ দ্রঃ।

(ঝ) প্রেরিত ৭:৮; আদি ৩৫:২৩-২৬ দ্রঃ।

২৫ (ক) যাত্রা ৭-১২ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ১২:১১, ২৭ দ্রঃ। ‘এ রহস্যের নাম ছিল ‘পাস্থা’, যা মুক্তির উৎস’, এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো ‘পাস্থা’ শব্দটা। হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত শব্দটা হলো פסח (পেসাহ্) যার অর্থ দাঁড়ায় ‘পাশ কাটিয়ে যাওয়া’ বা সমার্থক বাক্য; বাস্তবিকই বাইবেল বলে, ‘সেই [বলীকৃত মেষশাবকের] রক্ত দেখে আমি [ঈশ্বর] তোমাদের ছেড়ে এগিয়ে যাব’। কিন্তু, যেমন বার বার বলা হয়েছে, সেকালের প্রচলিত বাইবেল-পাঠ্য ছিল গ্রীক ভাষায় অনূদিত পাঠ্য যা গ্রীক সত্তরী বলে পরিচিত; এবং সেই פסח (পেসাহ্) হিব্রু শব্দটা πασχα (পাস্থা) গ্রীক শব্দে রূপান্তরিত হল যার অর্থ ‘যন্ত্রণাভোগ’। এর ফলে খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম ক’টা শতাব্দীতে খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ যিশুর পাস্কার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগেরই কথা বলতেন, কেননা পুরাতন নিয়মের সেই মেষশাবকের বলিদানে তাঁরা খ্রিষ্টের ভাবী যন্ত্রণাভোগের একটা রহস্যময় পূর্বচ্ছবি দেখতেন। এজন্য ইরেনেউসও ‘পাস্থা’ গ্রীক শব্দটা যন্ত্রণাভোগ বলে ধরে নিয়ে বলে চলেন, পাস্থা (অর্থাৎ, তার মতে ‘যন্ত্রণাভোগ’) হলো ‘মুক্তির উৎস’। যাই হোক, আজকালের বাইবেলসমূহ ‘পাস্থা’ নয়, ‘পাস্কা’ শব্দই ব্যবহার করে যার প্রকৃত হিব্রু অর্থ হলো ‘পাশ কাটিয়ে যাওয়া’ বা সমার্থক বাক্য। এবং ঐশতত্ত্ব ও উপাসনা ক্ষেত্রে ‘পাস্কা-রহস্য’ শব্দটা যিশুর যন্ত্রণাভোগ-মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহণ’ একক রহস্য বলে গণ্য করে (অর্থাৎ, যিশু জগৎ ছেড়ে স্বর্গে চলে যান, যোহন ১৩:১ ইত্যাদি দ্রঃ)।

(গ) যাত্রা ১৪:১৫-৩১; প্রজ্ঞা ১০:১৫-১৯ দ্রঃ।

২৬ (ক) যাত্রা ৩১:১৮ দ্রঃ।

(খ) ‘ঈশ্বরের আঙুল হলেন পিতা থেকে নির্গত স্বয়ং পবিত্র আত্মা’: যোহন ১৫:২৬ দ্রঃ।
কিন্তু অন্যান্য অনুবাদকদের মতে বাক্যটার প্রকৃত অনুবাদ হওয়া উচিত, ‘যা কিছু পবিত্র আত্মায় পিতা থেকে নির্গত, তা-ই ঈশ্বরের আঙুল’, অর্থাৎ ঈশ্বরের আঙুল হলো পবিত্র আত্মার প্রতাপে সাধিত কাজ (লুক ১১:২০; মথি ১২:২৮ দ্রঃ)।
যাই হোক, উপরে, ১১ (ক) টীকায়, ইরেনেউসের মতে ঈশ্বরের দু’ হাত যে ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মা, সেসম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রঃ।

(গ) যাত্রা ২০:১-১৭; ২৪:১২; ৩১:১৮ দ্রঃ।

(ঘ) হিব্রু ৮:৫; ১০:১ দ্রঃ।

(ঙ) যাত্রা ২৮:১; গণনা ১:৪৮-৫৩; ৩:৫-১২ দ্রঃ।

২৭ (ক) গণনা ১৩:১৬ দ্রঃ।

(খ) গণনা ১৩:২-১৪, ৩৮ দ্রঃ। সুতরাং, হোশেয়ার নাম পাল্টিয়ে মোশি তাঁকে যিশু নাম রাখলেন; প্রকৃতপক্ষে হোশেয়ার প্রকৃত নতুন নাম হলো যোশুয়া, কিন্তু গ্রীক ও লাতিন বাইবেলের অনুবাদকেরা হিব্রু শব্দটা ‘ἰησοῦς’ ও ‘Iesus’ (ইয়েসুস, বাংলায় ‘যিশু’) বলে অনুবাদ করেছিলেন; যাই হোক, যোশুয়া বা যিশু নামের অর্থ হলো ‘প্রভুই পরিত্রাণ’। এবং

এক্ষেত্রে ইরেনেউস স্পষ্টভাবে বলেন, সেদিন ঈশ্বর নিজেই সেই নাম প্রকাশ করলেন যে একমাত্র নাম মানুষকে ত্রাণ করতে পারে (তথা যিশু)। তাই যেহেতু হোশেয়াকে যিশু নাম রাখা হয়, সেজন্য প্রতিশ্রুত দেশের পরিদর্শন-যাত্রা চালনা করলেন যিনি, তিনি সেই হোশেয়া-যিশু নন, বরং ইরেনেউস স্পষ্টই বলেন যে মোশি 'সেই নামের প্রতাপেই তাদের পাঠালেন' ও 'সেই নামের পরিচালনা গুণে' লোকেরা ফিরে আসবে। এবং 'আর তেমনটাই ঘটেছিল' বলে ইরেনেউস কেমন যেন সেই প্রতাপময় নামের উপর আরও জোর দিচ্ছেন: হ্যাঁ, সেই প্রতাপময় 'যিশু' নামই সেই লোকদের পরিচালনা করেছিল ও নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছিল।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল এ যে, ইহুদী ঐতিহ্যে 'নাম' শব্দটা প্রভু ঈশ্বরকে লক্ষ করত (যাত্রা ২৩:২১; দ্বিঃবিঃ ১২:১১ ইত্যাদি দ্রঃ); কিন্তু নূতন নিয়মে 'নাম'টা স্পষ্টভাবে যিশুকেই লক্ষ করে (প্রেরিত ২:২১; ৪:১২; রো ১০:১২; যোহন ১৭:৫, ৬; ১২:২৮; হিব্রু ২:১২; যাকোব ২:৭; ১৫:১৪ দ্রঃ)। আর সেসময় থেকে খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ, ফলত ইরেনেউসও, 'নাম'টা বলতে যিশুকে লক্ষ করে থাকেন।

(গ) গণনা ১৩:৩২-৩৩।

২৮ (ক) গণনা ২৬:৩, ৬৩ দ্রঃ।

২৯ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৯-৫২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩৪:৫-৯ দ্রঃ। দ্বিতীয় বিবরণ অনুসারে মোশি ও আরোন মৃত্যুবরণ করে আপন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবেন, কিন্তু ইরেনেউস একথা উল্লেখ করেন না। তাঁরা মরলেন যেহেতু কাদেশের সেই মেরিবার জলাশয়ে ঈশ্বরে আস্থা রাখেননি ও তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করেননি (গণনা ২০:১-১২ দ্রঃ)।

(গ) যোশুয়া ৩-১৩ অধ্যায়; হিব্রু ৮:৫ দ্রঃ।

৩০ (ক) 'সেখানে' অর্থাৎ যেরুশালেমে: ইহুদী রাজ্যের রাজধানী বলে যে যেরুশালেম প্রধান ভূমিকার অধিকারী তা শুধু নয় (২৯ অধ্যায় দ্রঃ), কিন্তু একারণেও যে, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে নবীরা ঈশ্বর দ্বারা যেরুশালেমেই প্রেরিত হয়েছিলেন (৩০ অধ্যায়), প্রভু নিজে সেখান থেকে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন (৮৩ অধ্যায়), ও সেখান থেকে প্রেরিতদূতেরা সারা পৃথিবী জুড়ে সুসমাচার প্রচার করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন (৮৬ অধ্যায়)।

(খ) বাক্যের বাইবেল-ভিত্তি সুস্পষ্ট: ইশা ১১:১; রো ১:৩-৪; ১ করি ১০:১১। 'এযুগের শেষে' বাক্যটা জগতের শেষকাল লক্ষ করে না, বরং খ্রিষ্টের পূর্ববর্তী সেই কাল লক্ষ করে যা খ্রিষ্টে ঐশতাত্ত্বিক পূর্ণতা অর্জন করে।

(গ) এফে ১:১০ দ্রঃ।

৩১ (ক) এখানে ইরেনেউস নিজের ঐশতত্ত্বের মূল ধারণা দু'টো ব্যক্ত করেন, তথা, (১) মানুষকে অক্ষয়শীলতায় উন্নীত করার জন্য খ্রিষ্টের মাংসধারণ একেবারে প্রয়োজনীয়; (২)

পূর্ণ গঠন বা পরিপক্বতা অর্জনের লক্ষ্যে খ্রিষ্টিয়ান মানুষের পক্ষে এমন মানুষ হওয়া প্রয়োজন যে মানুষ আত্মা ও দেহ-বিশিষ্ট অখণ্ডই মানুষ। এক্ষেত্রে খ্রিষ্ট বিশেষভাবে ত্রাণকর্তা ও অক্ষয়শীলতা-দাতা বলে উপস্থাপিত, এবং এভাবে ঈশ্বরপুত্র ও দাউদের সন্তান যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের কথা (৩০ অধ্যায় দ্রঃ) পরক্ষভাবে উল্লেখ করে ইরেনেউস সাধু পলের সেই বিশেষ ধারণা ধ্বনিত করেন যা অনুসারে মানুষ এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত হয়েছে (এফে ১:১০ দ্রঃ; এই পুস্তকের ৩০ অধ্যায় দ্রঃ), ঈশ্বরের সঙ্গে পুর্ণ সহভাগিতা প্রাপ্ত হয়েছে ও অক্ষয়শীলতার অধিকারী হয়েছে। মানুষ যে এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত হয়েছে, তা শুরু হয়েছে খ্রিষ্টের মাংসধারণে, কেননা আদি পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বর যেভাবে মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করছিলেন, তা খ্রিষ্টের মাংসধারণে সার্থকতা অর্জন করেছে যেহেতু মানুষ হয়ে খ্রিষ্ট মানুষকে এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত করেছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের আদি পরিকল্পনা অনুসারে তিনি পতিত মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে নবীকৃত করেছেন। এসমস্ত কিছুর ফলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ আবার ঈশ্বরের সহভাগী হয়েছে ও তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে; এ এমন কিছু যা মানুষের পক্ষে ছিল অকল্পনীয় ও অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরিবারের অংশী হওয়ার মহত্তর ও প্রকৃত ফল হল যে মানুষ অক্ষয়শীলতারই উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছে। এসমস্ত কথার পর এ উপলব্ধি করতে পারি যে, পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রবেশাধিকার পাবার জন্য, ও আত্মা ও দেহে অখণ্ড ভাবেই অক্ষয়শীলতা অর্জন করার জন্য যে একমাত্র উপায়, তা হলো ঐশবাণীর মাংসধারণ।

(খ) এখানেও ইরেনেউস খ্রিষ্টের মাংসধারণের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দিচ্ছেন, কেননা মানুষ হওয়ার ফলেই তো খ্রিষ্ট নিজের বাধ্যতা দ্বারা আদমের অবাধ্যতা বাতিল করে মানব পরিত্রাণ সাধন করেছেন। বস্তুতপক্ষে সেসময় এক দল ভ্রান্তমতপন্থী খ্রিষ্টের মাংসধারণের কথা অস্বীকার করছিল; ইরেনেউস তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, মাংসধারণ না থাকলে পরিত্রাণও হয় না, কেননা মানুষ মৃত্যুর চিরস্থায়ী বন্দি ছিল, এবং খ্রিষ্ট মাংসধারণ করার ফলে মৃত্যুবরণ করায়ই মৃত্যুকে ধ্বংস করে মানুষকে স্বাধীন অর্থাৎ পরিত্রাণকৃত করেছেন। সুতরাং খ্রিষ্টের মাংসধারণ এমন ব্যাপার যা মানব পরিত্রাণকর্ম শেষ পর্যায় পর্যন্তই সম্পন্ন করেছে।

(গ) যোহন ১:১৪।

(ঘ) পৃথিবীতে খ্রিষ্টের আগমন তথা তাঁর মাংসধারণের উদ্দেশ্যই যাতে তিনি সেই আদিম সাপকে (প্রকাশ ১২:৯) পরাভূত করেন। সেজন্য খ্রিষ্ট আদমের একই মানব-গঠন আপন করে নেওয়ায় সত্যকার মানুষ হয়ে আদম ও প্রাচীনকালের মানুষের পক্ষে শুধু নয়, সর্বকালের মানুষের পক্ষেও সেই সাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে পরাজিত করেছেন।

৩২ (ক) আদি ২:৫। 'তবে আদিমানুষের পদার্থ কোথা থেকে আসে?' অধ্যায়টার শুরুতে, এ প্রশ্নের উত্তর এরূপ: ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে 'কুমারী মাটি থেকে' অর্থাৎ 'চাষ-না-করা' মাটি থেকে মানব-নির্মাণ হলো কেমন যেন কুমারী মারীয়া থেকে খ্রিষ্টজন্মের আদি নকশা স্বরূপ।

(খ) আদি ২:৭। 'ঈশ্বর ··· মানবজাতির আদি সেই মানুষকে গড়লেন' বাক্যটার গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো "আদি" যা দ্বিবিধ অর্থ অনুসারে অনুধাবনযোগ্য, তথা (১) আদি ও (২) শীর্ষপতি

বা বংশপতি। তাই এ অর্থ দু'টো অনুসারে, যেমন আদম ছিলেন মৃতদেরই আদি ও বংশপতি, তেমনি খ্রিষ্ট প্রাচীন মানুষদের ঈশ্বরের জীবনে নবজন্মে জনিত করার ফলে জীবিতদেরই আদি ও বংশপতি হয়ে উঠলেন।

(গ) এফে ১:১০ দ্রঃ।

(ঘ) আদি ১:২৬ দ্রঃ। ইরেনেউস আদম ও খ্রিষ্টের দেহের "আদি"-র দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যা উপরের (খ) টীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অর্থাৎ আদম ও খ্রিষ্ট দু'জনই ঈশ্বরের 'ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা' ক্রমে উদ্গত, একদিকে সেই আদম যাঁকে 'চাষ-না-করা' মাটি থেকে গড়া হয়েছিল, অপরদিকে সেই খ্রিষ্ট যাঁকে কুমারী মারীয়া থেকে গড়া হয়েছিল। তাই যেহেতু আদম ও খ্রিষ্ট 'মাংসগঠনের একই ব্যবস্থা' অনুসারে গড়া, সেজন্য এসত্য দাঁড়ায় যে, দেহ-বাস্তবতার দিক দিয়ে আদম ও খ্রিষ্ট এক (অর্থাৎ আদম যেমন, খ্রিষ্টও তেমনই মানব)। ফলত, 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য'টা (আদি ১:২৬; কল ৩:১০ দ্রঃ) সেই মানবদেহে বিরাজিত যে মানবদেহকে আদমকে গড়ার সময়ে ঈশ্বর ভাবী আসন্ন খ্রিষ্টের মানবদেহকে লক্ষ করেই গড়েছিলেন। সুতরাং প্রথম আদম দ্বিতীয় আদম সেই খ্রিষ্টেই পূর্ণতা লাভ করেন যিনি ছিলেন প্রথম আদমের নকশা স্বরূপ ও যাঁকে লক্ষ করে আদি আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন। এক কথায়, ইরেনেউস বলতে চান, মানুষ যে মানব ও ঐশ্বরিক পূর্ণতা দ্বারা চিহ্নিত হবে, তা আদিকাল থেকেই নিরূপিত ছিল। অর্থাৎ, খ্রিষ্টের আগমনে তাঁর দেহে যে রহস্য প্রকাশিত হল, অর্থাৎ তিনি যে একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, তেমন রহস্য আদি সেই আদমেই পূর্বনির্দেশিত হয়েছিল যেহেতু আদি ১:২৬ অনুসারে তিনি 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে' সৃষ্ট হয়েছিলেন। পার্থক্য এরূপ: 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য' আদমে ছিল এমন নকশা যা দ্বিতীয় আদম খ্রিষ্টে সিদ্ধিলাভ করল ও তাঁর দেহে প্রকাশিত হল।

৩৩ (ক) হবা ও মারীয়ার মধ্যকার সাদৃশ্য আদম ও খ্রিষ্টের মধ্যকার সাদৃশ্য অনুসারে উপস্থাপিত (রো ৫:১২-২১; ১ করি ১৫:২১-২২ দ্রঃ)। প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতা ও অবাধ্যতা হলো ঈশ্বরের একটা বাণীকে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যের নামান্তর; ঈশ্বরের বাণীর প্রতি মারীয়া বিশ্বাস দ্বারা বলেছিলেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক' (লুক ১:৩৮), অপরদিকে হবা ঈশ্বরের হুমকিকে বিশ্বাস করেননি (আদি ২:১৭)। তেমন অবিশ্বাসের ফলে হবা প্রবঞ্চিতা হয়ে পাপ ও মৃত্যুকে জন্মালেন, কিন্তু মারীয়ার বিশ্বাস এমন পরিত্রাণের সংবাদ জন্মাল যার ফল হলো যিশুর মাংসধারণ ও মানুষের পরিত্রাণ।
আরও, 'মানুষ পুনরুত্থিত হয়ে জীবন ফিরে পেল' বাক্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দ্বিমুখী: সেই 'পুনরুত্থিত মানুষ' মানবজাতিকেও লক্ষ করতে পারে, আবার স্বয়ং খ্রিষ্টকেও লক্ষ করতে পারে।

(খ) মথি ১৫:২৪; লুক ১৯:১০ দ্রঃ। এক্ষেত্রে উল্লিখিত 'হারানো মানুষ' সেই আদমই হতে পারেন যিনি মানবজাতির প্রতীক। সুতরাং ইরেনেউস সম্ভবত হারানো মেষের উপমার উপর সার্বিক পরিত্রাণমূলক অর্থ আরোপ করছেন।

(গ) এফে ১:১০ দ্রঃ; ২ করি ৫:৪; ১ করি ১৫:৫৪ দ্রঃ।

(ঘ) মানুষকে ত্রাণ করার জন্য খ্রিষ্ট নানা বাহ্যিক উপায়ের উপর নির্ভর করতে পরতেন; তিনি বরং নিজেই মানুষ হলেন যাতে নিজে ধর্মময়তা হয়ে উঠে প্রাচীন মানবজাতিকে এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত ক'রে (এফে ১:১০ দ্রঃ) সেই মানবজাতিকে নবীন জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন। একই প্রকারে মারীয়া হবাকে এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত করায় (এফে ১:১০ দ্রঃ) হবার পতিত ভূমিকা আপন করে নিয়ে মানবজাতির নবীন মাতা হয়ে ওঠেন।
তাছাড়া খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব যে আদমের একই মনুষ্যত্ব হওয়া দরকার ছিল, এর কারণ হলো যাতে খ্রিষ্ট সেই পাপ ও মৃত্যুর উপর বিজয়ী হতে পারতেন যা শয়তান জগতে অনুপ্রবেশ করিয়েছিল (রো ৫:১২, ১৯; ১ করি ১৫:৫৪ দ্রঃ)।

(ঙ) 'অমঙ্গল হলো ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়া, কিন্তু মঙ্গল হলো ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়া' বাক্যটা এ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শেষাংশে উপস্থাপন করে ইরেনেউস একদিকে আদম-খ্রিষ্ট ও হবা-মারীয়া প্রসঙ্গটা সমাপ্ত করতে চান, অন্যদিকে 'সেই বৃক্ষ' বিষয়টা উপস্থাপন করছেন যা সম্ভবত ফিলি ২:৮-এর উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, খ্রিষ্ট সেই ক্রুশবৃক্ষে বিদ্ধ হওয়ায় (অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত) নিজের বাধ্যতা প্রমাণিত করলেন। তাই ক্রুশবৃক্ষে বিদ্ধ অবস্থায় খ্রিষ্ট আপন মৃত্যু দ্বারা সেই অবাধ্যতার প্রতিকার করলেন যা মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ধারে সাধিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে ইরেনেউস এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন কেমন যেন সেই মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষ পাপবৃক্ষেই পরিণত হল, এবং তেমন পাপবৃক্ষকে ক্রুশবৃক্ষের পাশাপাশি ক'রে তিনি আরও স্পষ্টভাবে দেখাতে চান, খ্রিষ্ট পাপী মানুষের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আপন করে নিয়েছিলেন, বা যেমনটা উপরে ('ঘ' টীকায়) বলা হয়েছে, খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব ও আদমের মনুষ্যত্ব এক।

৩৪ (ক) ইশা ৫০:৫-৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৮ দ্রঃ।

(গ) এফে ৩:১৮।

(ঘ) এফে ৩:১৮ … ; ইশা ১১:১২; যোহন ১১:৫২; এফে ২:১৪-১৬; ৪:৬ দ্রঃ।

৩৫ (ক) আদি ১৫:৫।

(খ) মথি ৫:২৪; ফিলি ২:১৫ দ্রঃ।

(গ) আদি ১৫:৬; রো ৪:৩; গা ৩:৬; যাকোব ২:২৩ দ্রঃ।

(ঘ) হাবা ২:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য; রো ১:১৭; গা ২:৭; হিব্রু ১০:৩৮ দ্রঃ।

(ঙ) রো ৪:১৩ দ্রঃ।

(চ) ১ তি ১:৯ দ্রঃ।

(ছ) রো ৩:২১ দ্রঃ। বাস্তবিকই সাধু পল বলেন, ঈশ্বরের ধর্মময়তা বিধান ও নবীদের দ্বারা সাক্ষ্য পেয়েছে।

৩৬ (ক) ২ শামু ৭:১২-১৩; সাম ৮৯:৩০, ৩৭; ১৩২:১১; প্রেরিত ২:৩০। দাউদ সম্পর্কে যখন বলা হচ্ছে, 'তাঁর গর্ভের ফল', তখন ইরেনেউস ব্যাখ্যা করে দেখান যে বাক্যটার অর্থ হলো, দাউদ-বংশধর কুমারী মারীয়ার গর্ভের ফল।

(খ) প্রকৃতপক্ষে সাম ১৩২:১১-তে 'তোমার গর্ভের ফল' নয়, 'তোমার ঔরসের ফল' লেখা আছে। সেজন্য ব্র্যাকেটের মধ্যকার ['ঔরসের ফল' তথা ...] বাক্যটা মূলপাঠের সহায়িকা হিসাবে দেওয়া আছে, যাতে ইরেনেউসের এই ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয় যে, প্রতিশ্রুতিমত কুমারীটি পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই গর্ভস্থা হয়ে পুত্র প্রসব করবে। কথাটা ইরেনেউসের সময়ে প্রচলিত প্রাথমিক বিশ্বাস-সূত্রেও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, 'সেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস করি যিনি পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন' (প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

(গ) লুক ১:৩২-৩৩; ২ শামু ৭:১; ইশা ৯:৬; দা ৭:১৪ দ্রঃ।

৩৭ (ক) মথি ১:১।

(খ) এফে ১:১০ দ্রঃ।

(গ) এখানে বিপরীত দু'টো অবস্থা ব্যক্ত: খ্রিষ্টের নবীন ও অনন্য অবস্থা, ও জন্ম থেকে পাপে ও মৃত্যুতে জীবনযাপন করতে নিরূপিত মানুষের অবস্থা। তাই এখানে হয় তো সেই আদিপাপ/মূলপাপ ধারণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে যা কেবল ইরেনেউসের সময় থেকেই গজিয়ে উঠতে শুরু করছিল, ও যা অনুসারে মানুষ জন্ম থেকে আদিপাপের বেড়িতে আবদ্ধ ও মৃত্যুর অধীনে বশীভূত। সেকালের তেমন ধারণা বাইবেলের নানা বচনের উপর নির্ভর করছিল যেমন, সাম ৫১:৭; ১ শামু ২১:৪; আদি ৮:২১; সাম ১৪৩:২; যোব ১৪:৪; ১৫:১৪-১৬; ২৫:৪-৬।

৩৮ (ক) ২ তি ১:১০ দ্রঃ।

(খ) প্রকাশ ১:৫ দ্রঃ।

(গ) আমোস ৯:১১; প্রেরিত ১৫:১৬ দ্রঃ।

(ঘ) ইরেনেউস সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিত্রাণ বিষয়ক নিজের ধারনা ব্যক্ত করেন, তথা, পরিত্রাণের লক্ষ্যই অনিষ্টের শেকল থেকে মুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে নবীকৃত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করা।

৩৯ (ক) ১ করি ১৫:১২-১৭; প্রকাশ ১:৫; কল ১:১৮।

(খ) প্রকাশ ১:৫ দ্রঃ।

(গ) এখানে খ্রিষ্টের ত্রিবিধ প্রাধান্য ব্যক্ত করা হলো:
(১) পিতার চিন্তার প্রথমজাত সেই বাণী হিসাবে তিনি বিশ্বকে সিদ্ধতার দিকে চালনা করেন;
(২) কুমারী থেকে জাত খ্রিষ্ট হিসাবে তিনি দিয়াবলের কর্তৃত্ব থেকে নিজের প্রতি বিশ্বস্ত যারা

তাদের নিস্তার করেন;
(৩) পুনরুত্থিতজন হিসাবে তিনি নিজেই জীবনের উৎস।

৪০ (ক) কল ১:১৮।

(খ) ইশা ৯:৫।

(গ) মানুষ যেন ঐশ্বরিক অক্ষয়শীলতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য আগে দরকার আছে মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় ফিরিয়ে আনা: তেমনটাই হলো পরিত্রাণ-ব্যবস্থার ভূমিকা।

(ঘ) এই অধ্যায়ের শেষাংশে উরেনেউস ৪১–৮৫ অধ্যায়গুলোতে যা যা উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন, সেসমস্ত বিষয়ের একটা তালিকা দেন:
- মোশি ও নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত খ্রিষ্টের আগমন-সংবাদ (৪১-৪২ অধ্যায়);
- আব্রাহামের সঙ্গে ঐশবাণীর সংলাপ (৪৪ অধ্যায়);
- পবিত্র আত্মার প্রভাবে মাংসধারণ, দাউদকুলের কুমারী থেকে প্রভুর জন্ম (৬৩ অধ্যায়);
- নবীদের প্রেক্ষাপটে খ্রিষ্টের পরিচয় ও জীবনধারণ (৬৬ অধ্যায়)।

৪১ (ক) যোহন ১:৩২-৩৩; ইশা ১১:২ দ্রঃ।

(খ) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১:৮; ২:৪; মথি ২৮:১৯ দ্রঃ।

(ঘ) সার্বজনীন মন্ডলী হোক বা স্থানীয় মন্ডলী হোক, মণ্ডলী-স্থাপনের ব্যাপারে ইরেনেউস পবিত্র আত্মার সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর দেন, কেননা 'যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরিতদূতেরা প্রভু থেকে পেয়েছিলেন, সেই পবিত্র আত্মাকে বিশ্বাসীদের উপর বিতরণ ও আরোপ' করার ফলেই তাঁরা 'মন্ডলীগুলোকে প্রতিষ্ঠা ও স্থাপন করলেন'।

(ঙ) রো ১৪:৯; ২ করি ৫:১৫; ফিলি ২:৮-১১ দ্রঃ।

৪২ (ক) যখন বাপ্তিস্মের গুণে পবিত্র আত্মা গ্রহীতার অন্তরে বসবাস করেন, তখন খ্রিষ্টীয় জীবন নানা গুণাবলি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া চাই, যেমন সত্য, পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও নিষ্ঠাবান সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণাবলি।

(খ) মূলপাঠ্য তত স্পষ্ট না হলেও তবু ইরেনেউসের ধারণা সহজে বোঝা যায়, তথা, বাপ্তিস্ম-গ্রহীতার অন্তরে পবিত্র আত্মা বসবাস করার ফলে সেই গ্রহীতা পুনরুত্থানেরও অধিকারী হয়ে ওঠে।

(গ) আদি ৯:২৭ দ্রঃ। বিজাতীয়েরা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠে সেই পরিত্রাণ-ব্যবস্থারও অংশী হয় যা পুরাতন নিয়ম থেকে পরিকল্পিত হয়েছিল।

(ঘ) ইরেনেউস এধারণার উপর জোর দিচ্ছেন যা অনুসারে পুরাতন নিয়ম খ্রিষ্টকে শুধু লক্ষ করে না, বরং তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যও দান করে। ধারণাটা যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থনেও (৩৩:২) ব্যক্ত হয়েছিল।

৪৩ (ক) আদি ১:১ দ্রঃ। ‘*বারেশিথ্ বারা এলোহিম বাসান বেনোবাম সামেনথারেস [এক পুত্র আদিতে (ছিলেন): পরে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন]*’ ইরেনেউসের প্রস্তাবিত এই পাঠ্য হিব্রু বাইবেলের সঙ্গে মেলে না; তিনি সম্ভবত সেকালে প্রচলিত ‘নেওফিতি তারগুম’ থেকে সেই পাঠ্য নিয়েছিলেন, তথা:

מלקדמין בחכמה ברא דייי ”בחוכמתא

যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘প্রাচীনকাল থেকে ঈশ্বরের পুত্র প্রজ্ঞার সঙ্গে স্বর্গ ও পৃথিবী সম্পন্ন করলেন।’ কেননা এটা স্পষ্টই যে, ইরেনেউস বাইবেলের এই প্রথম পদ দ্বারা দেখাতে চান যে, ঈশ্বরের পুত্র জগৎ-সৃষ্টির পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন। যাই হোক, হিব্রু বাইবেলের প্রথম পদ হল,

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

যার অর্থ দাঁড়ায় ‘আদিতে, যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন …।’

(খ) বচনটা নবী যেরেমিয়ার নয়, কিন্তু সাম ১১০:৩ ও সাম ৭২:১৭ (গ্রীক সত্তরী পাঠ্য) দিয়ে গঠিত।

(গ) বাক্যটা মোটামুটি থোমাস-রচিত সুসমাচারে ২০ পদে উল্লিখিত; কিন্তু তেমন সুসমাচার অপ্রামাণিক বলে গণিত।

(ঘ) যোহন ১:১ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ১:১-৩ দ্রঃ। পুত্র আদি থেকে, অর্থাৎ সৃষ্টির আগে এমনকি কাল শুরু হওয়ার আগেই পিতার সঙ্গে ছিলেন; তাই তিনি অসৃষ্ট ও পিতার সঙ্গে সহবিদ্যমান, এমনকি জগৎ হবার আগেও তিনি ছিলেন ত্রাণকর্তা।

এই অধ্যায় সংক্রান্ত উপরে উপস্থাপিত নানা ব্যাখ্যা থেকে এমনটা মনে হতে পারে, অধ্যায়টার বিষয়বস্তুগুলো অস্পষ্ট ও একটু এলোমেলো। অথচ ইরেনেউসের ধর্মীয় ধারণাধারার দিক দিয়ে অধ্যায়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য, ইরেনেউসের অন্যান্য লেখা থেকে সমবিষয়ক স্পষ্টতর ধারণা গ্রহণ করার মাধ্যমে অধ্যায়ের বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে।

(১) যখন ঈশ্বর নবীদের মুখ দিয়ে কথা বলেন, তখন সেই বাণী বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য।

(২) নবীদের কাছে প্রকাশিত প্রথম তত্ত্ব হলো এ যে, ঈশ্বরের এক পুত্র আছেন যিনি জগতের সৃষ্টির পূর্বে ও মানুষদের মাঝে আবির্ভূত হবার পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন। এই সর্বপ্রধান সত্য ইরেনেউসের উপস্থাপিত এ বাক্যে ব্যক্ত, ‘এক পুত্র আদিতে (ছিলেন): পরে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন’ (ইরেনেউসের উদ্ধৃতাংশ অনুসারে আদি ১:১); ইরেনেউসের পক্ষে এ সত্য নানা শাস্ত্রবাণী দ্বারা, বিশেষভাবে যোহনের সুসমাচার দ্বারাই সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত তথা ‘আদিতে ছিলেন বাণী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর’ (যোহন ১:১)।

(৩) ‘আপন পথসমূহের আদি রূপেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে’ (প্রজ্ঞা ৮:২২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য), এবং ‘তোমারই সঙ্গে রয়েছে সেই প্রজ্ঞা … যা তখনও উপস্থিত ছিল যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে’ (প্রজ্ঞা ৯:৯), এ বচন দু’টো ভিত্তি করে ইরেনেউস সৃষ্টিকর্মটাকে এমন প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেন যা দ্বারা তিনি এসত্য সমর্থন করতে পারেন যে, ঈশ্বরের পুত্র জগতের সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, যদিও সেই পুত্র মানুষদের মাঝে কালের গণ্ডিতে তখনও আবির্ভূত হননি।

৪৪ (ক) আদি ১৮:১-৩। প্রকৃতপক্ষে এই বাক্যে মোশি এমনটা বলেন না যে ঈশ্বরের পুত্র আব্রাহামের কাছে এগিয়ে গেছিলেন, বরং এ বলেন যে, ‘কারা তিনজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন’। তবে কেনই বা ইরেনেউস ঈশ্বরের পুত্রের কথা উত্থাপন করেন? কারণটা এপুস্তকের “ভূমিকা” পর্বে উপস্থাপিত, যা অনুসারে যিশু স্বর্গে আরোহণ করার আগে শিষ্যদের আদেশ করেছিলেন যেন তাঁরা পুরাতন নিয়মে তাঁর নিজের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন (লুক ২৪:২৭, ৪৮)। সুতরাং ইরেনেউসের, ও সেকালের ব্যাখ্যাতাদেরও ধারণাই যে, পুরাতন নিয়মে যতবার ঈশ্বর আবির্ভূত হন, ততবার পুত্রই মানব-আকারে মানুষদের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের ভাবী মাংসধারণের কথা পূর্বঘোষণা করেন।

(খ) আদি ১৮:২২-৩২।

(গ) আদি ১৯:২৪।

(ঘ) ইরেনেউস অন্য লেখায় এবিষয় বিস্তারিত ক’রে সাম ১১০:১ ব্যাখ্যা করে বলেন: পিতা প্রকৃতই ‘প্রভু’ ও পুত্রও প্রকৃতই ‘প্রভু’, কেননা পবিত্র আত্মা নিজে উভয়কে ‘প্রভু’ নামে চিহ্নিত করেন এবং (এবারও অন্য লেখায়) তিনি আদি ১৯:২৪ সম্পর্কে বলেন, যে প্রভু গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করেছিলেন ও আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই পুত্র আকাশের প্রভুর কাছ থেকে তথা পিতার কাছ থেকে সদোমের লোকদের শাস্তি দেবার অধিকার পেয়েছিলেন। এ এমন ব্যাখ্যা যা প্রায়ই অক্ষরে অক্ষরে এই লেখাতেও উল্লিখিত।

(ঙ) ‘আব্রাহাম ছিলেন নবী …’: ইরেনেউসের কাছে তারাই নবী যাঁরা ভবিষ্যৎ যা ঘটবে তা আগে থেকে দেখতে পান ও সেই কথা পূর্বঘোষণা করেন। তাই, যেহেতু আব্রাহাম আগে থেকে প্রভুর ভাবী মাংসধারণ রহস্যের দর্শন পেয়েছিলেন, সেহেতু তিনি ‘নবী’ নামের যোগ্য।

৪৫ (ক) আদি ২৮:১২-১৫ দ্রঃ। ইরেনেউসের বর্ণনায় সেই কাষ্ঠের মাথা অর্থাৎ ক্রুশের মাথা স্বর্গেই স্থাপিত, এমন জীবনবৃক্ষের মত যা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে প্রসারিত, এবং ঈশ্বরের বাণী সেই ক্রুশবৃক্ষের স্বর্গীয় মাথায় দণ্ডায়মান। তেমন বর্ণনা আদি ২৮:১২-১৫ এর বর্ণনার সঙ্গে কোন মিল রাখে না, কেননা যাকোব যা স্বপ্নে দেখেছিলেন, স্বর্গ-প্রসারী সেই সিঁড়ি পৃথিবীতেই স্থাপিত ছিল। সুতরাং ইরেনেউস ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই ঘটনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন যা অনুসারে যিশুর ক্রুশ আদি থেকেই উপস্থিত ছিল যেইভাবে ঈশ্বরের বাণীও অনাদিকাল থেকে বিরাজমান ছিলেন।

(খ) ইশা ৬৬:১।

(গ) ইশা ৪০:১২।

(ঘ) ৪৪ (ক) টীকায় বলা হয়েছে যে, ইরেনেউসের, ও সেকালের ব্যাখ্যাতাদেরও ধারণাই যে, পুরাতন নিয়মে যতবার ঈশ্বর আবির্ভূত হন, ততবার পুত্রই মানব-আকারে মানুষদের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের ভাবী মাংসধারণের কথা পূর্বঘোষণা করেন। তেমন ধারণা অনুসারে যখন ইরেনেউস এবাক্যে বলেন যে, ঈশ্বরের পুত্র 'সবসময়ের মত মানবজাতির সঙ্গে ছিলেন', তখন তিনি বলতে চান যে সেই ঈশ্বরের পুত্র পরমেদেশের সময়েও আদমের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও 'ভাবীকালে কী কী ঘটবে তা পূর্ব থেকে জানাচ্ছিলেন' অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকে সেই মাংসধারণ রহস্য জানাচ্ছিলেন যা মানব-পরিত্রাণের ইতিহাসের চাবিকাঠি স্বরূপ। ধারণাটা দু'টো বিষয়ের উপর নির্ভর করে তথা, মানুষ ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায় ও ঈশ্বর মানুষের কাছে এগিয়ে আসেন।

৪৬ (ক) যাত্রা ৩:৭-৮ দ্রঃ। আগের অধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানেও ঈশ্বরের পুত্র সেই ঐশবাণীই সেই ঝোপে মোশির সঙ্গে কথা বলছিলেন।

(খ) এখানেও পুরাতন নিয়মে ঐশবাণীর উপস্থিতি উপস্থাপিত, কেননা মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের প্রস্থান হলো সেই বিজাতীয়দের পূর্বলক্ষণ যারা একদিন পৌত্তলিকতা থেকে প্রস্থান করে মণ্ডলীতে যোগ দেবে।
একই প্রকারে, পরবর্তী বাক্যেও, ইরেনেউস ঐশবাণী সম্পর্কে বলেন, 'একদিন যা যা ঘটবার কথা তা তিনি আগে থেকে সেই সমস্ত কিছুর পূর্বলক্ষণ দেখাচ্ছিলেন।' হ্যাঁ, পৃথিবীতে ঐশবাণীর আগমনে যা যা ঘটবার, ঐশবাণী নিজে পুরাতন নিয়মে সেটার পূর্বলক্ষণ দেখাচ্ছিলেন।

(গ) যাত্রা ১৭:৬; গণনা ২০:৭-১৩ দ্রঃ। বিজাতীয়দের দাসত্ব তিক্ত, কিন্তু শৈল থেকে প্রবাহিত জল জীবনদায়ী, কেননা সেই শৈল ছিলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিনি পুরাতন নিয়মকাল থেকেই হিব্রু জনগণের মধ্যে সেই প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন, তাদের খাদ্য দান করছিলেন ও নিজের প্রতাপে তাদের শ্রান্তিতে শক্তি যোগাচ্ছিলেন।

(ঘ) ১ করি ১৪:২০ দ্রঃ।

(ঙ) যাত্রা ১৭:১১ দ্রঃ।

(চ) যাত্রা ১৫:২৭; গণনা ৩৩:৯ দ্রঃ। উল্লিখিত 'বারোটা জলের উৎস' হলো বারো প্রেরিতদূতের শিক্ষা। আরও, মোশি জনগণকে চালনা করছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দেশ-বণ্টন যোশুয়া-যিশুরই কাজ হয়েছিল; এবং মোশি হাত প্রসারিত ক'রে জনগণকে আমালেক থেকে উদ্ধার করায় সেই যিশুর পূর্বচ্ছবি ছিলেন যিনি ক্রুশের উপরে হাত প্রসারিত করে মানবজাতিরই সত্যকার মুক্তি সাধন করলেন।

৪৭ (ক) পিতা যে ঈশ্বর ও পুত্রও যে ঈশ্বর, এর অর্থ এ নয় যে নানা ঈশ্বর আছেন; এজন্য ইরেনেউস বলেন পিতা ও পুত্র 'সত্তা' অনুসারে অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব অনুসারে ভিন্ন নন, তাঁরা বরং

একেশ্বর; কিন্তু ঈশ্বর মুক্তিকর্মের ব্যবস্থা পালনে পিতা ও পুত্র বলে বিদ্যমান অর্থাৎ পিতা নিজের কাজ সম্পাদন করেন ও পুত্র নিজের কাজ সম্পাদন করেন, এবং অদৃশ্যমান পিতা ঐতিহাসিক সেই যিশু খ্রিষ্টে দৃশ্যমান হন 'যাঁর মধ্য দিয়েই [মানুষের পক্ষে] পিতার কাছে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া দরকার' (এফে ২:১৮; ৩:১২ দ্রঃ)।

(খ) সাম ৪৫:৭-৮ দ্রঃ।

(গ) সাম ৪৫:৭। ইরেনেউসের ব্যাখ্যা সামসঙ্গীতের এ দিকগুলো স্পর্শ করে: (১) ঈশ্বর আপন পুত্রকে সনাতন রাজ্যের অধিকারী করেন ও সেই রাজ্যের যত আকাঙ্ক্ষীদের মধ্য থেকে তাঁকেই বেছে নেন; (২) 'তেল' হলো পবিত্র আত্মার প্রতীক; (৩) 'সঙ্গীরা' হলেন প্রাক্তন সন্ধিকালের ন্যায়বান সকল মানুষ, নবীগণ, প্রেরিতদূতগণ ও তাঁরা সবাই যাঁরা সেই রাজ্যের অংশী।

৪৮ (ক) সাম ১১০:১-৭ দ্রঃ; বচনটা মথি ২২:৪৪; ১ করি ১৫:২৫; হিব্রু ১:১৩; ১০:১৩-তেও উল্লিখিত।

(খ) ইরেনেউসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ভাববাণীর এ দিকগুলোর উপর জোর দেয়: (১) রাজা হিসাবে প্রভুর রাজত্ব সর্বজাতির উপর প্রসারী, (২) প্রভুর যাজকত্ব, (৩) তাঁর মাংসধারণ ও যন্ত্রণাভোগ, এবং (৪) তাঁর পুনরুত্থান যা দ্বারা তিনি পিতার গৌরবে ফিরে যান (ফিলি ২:৮ দ্রঃ)।

৪৯ (ক) ইশা ৪৫:১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ

(খ) সাম ২:৭-৮ দ্রঃ। এক্ষেত্রে যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থন ৪০:১১-১৯ দ্রঃ।

(গ) সাম ১১০:১।

(ঘ) সাম ২:৭।

(ঙ) ২ পি ১:২০-২১ দ্রঃ।

৫০ (ক) ইশা ৪৯:৫-৬ দ্রঃ। ঈশ্বর যখন তাঁর আপন পুত্রকে 'দাস' বলে আখ্যায়িত করেন, তখন পিতা ঈশ্বরের প্রতি পুত্রের সন্তানসুলভ বাধ্যতা ও পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে পুত্রের সনাতন সান্নিধ্য স্পষ্টতর ভাবে আলোকিত (৫১ অধ্যায় দ্রঃ)।

৫১ (ক) পুত্রের পূর্ববিদ্যমানতা, ও পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সংলাপ সম্পর্কে ৩০, ৪৩-৪৬ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) 'আত্মা থেকে জন্ম ...': যিশু যে পবিত্র আত্মার প্রভাবে একজন কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, হয় তো এই বাক্য ঠিক তাই লক্ষ করতে পারে।

(গ) আদি ৩২:৩৮ দ্রঃ।

(ঘ) গা ৪:১ দ্রঃ। খ্রিষ্ট যে একইসঙ্গে দাস ও পুত্র, একথা বুঝতে হের্মাসের কাছেও (পালক ৫৮-৫৯ অধ্যায় দ্রঃ) কঠিন লেগেছিল; রহস্যটা বোঝা ও বোঝানো ইরেনেউসের কাছেও কঠিন লাগছে (‘পালক’ লেখাটা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত)।

৫২ (ক) প্রবচন ১:২০-২৩; ৮:১-৩৬; ৯:১-৬; যোব ২৮ অধ্যায়; সিরা ২৪:১-২১ এবং বিশেষভাবে বারুক ৩:৩৮ প্রজ্ঞাকে মানুষদের মাঝে সক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু নূতন নিয়মের আলোতে খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ পুরাতন নিয়মের এসমস্ত বচন পূর্বলক্ষণ বলে গণ্য ক'রে এমন মানব-অবস্থা দেখছিলেন যে অবস্থা ঐশবাণীর মাংসধারণে সিদ্ধি লাভ করেছিল, কেননা প্রজ্ঞা-ঐশবাণী যে ‘পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন’ তা শুধু নয়, তিনি বরং ‘মাংস হলেন ও মানুষদের মাঝে নিজের তাঁবু খাটালেন’ (যোহন ১:১৪) অর্থাৎ তিনি মানুষ হয়েছিলেন। পুত্র যেমন অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে অবিরত সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন, তেমনি ইরেনেউসের এবাক্যে সৃষ্টিলগ্নের পূর্বকাল থেকে মানুষদের মাঝে তাঁর অবিরত উপস্থিতিও উপস্থাপিত (যোহন ১:১-১৮ দ্রঃ)।

(খ) ১ পি ১:২০-২১। নিজের আলো দান করার মাধ্যমে কেবল ঈশ্বরই নবীদের বাণী বোধগম্য ও অর্থপূর্ণ করে তোলেন।

৫৩ (ক) বারুক ৩:৮ দ্রঃ।

(খ) এই অধ্যায় ৫২ অধ্যায়ে শুরু করা বিষয়টা বিস্তারিত করে; তাছাড়া এখানে ইরেনেউস একথাও উপস্থাপন করেন যে, খ্রিষ্টের মাংসধারণে পিতারও ভূমিকা রয়েছে। এজন্য ইশা ৭:১৪-১৫ উল্লেখ ক'রে ইরেনেউস ইশাইয়ার সেই ভাববাণীতে কুমারী থেকে খ্রিষ্টের জন্মের কথা শুধু নয়, বরং (১) পিতার কাছে পুত্রের অনাদিকালীন পূর্ববিদ্যমানতা, (২) তাঁর মাংসধারণ, (৩) তাঁর জন্ম ও (৪) মানুষদের মাঝে তাঁর জীবনধারণের কথাও পূর্বঘোষিত বলে উপস্থাপন করেন। বাস্তবিকই উল্লিখিত চারটে বিষয়ই বিশেষভাবে ঈশ্বরের পুত্রকে চিহ্নিত করে।

(গ) ইশা ৬১:১ দ্রঃ, যা লুক ৪:১৮ ও এই পুস্তকের ৬০ অধ্যায়েও উল্লিখিত। তাছাড়া ধারণাটা যুস্তিনুসের ২য় পক্ষসমর্থনে ৬:২ ও বার্নাবাসের পত্রেও (১৪:৯) ব্যক্ত হয়েছিল (বার্নাবাসের পত্র প্রৈরিতিক পিতৃগন-এ অন্তর্ভুক্ত)।

৫৪ (ক) ‘ইম্মানুয়েল’ হিব্রু শব্দটা ‘আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর’ বলে, আবার ‘ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকুন’ বলেও অনূদিত হতে পারে। যখন ইরেনেউস এবাক্যের পর পরে বলে চলেন ‘নামটা প্রচারিত শুভসংবাদের ব্যাখ্যা ও অভিব্যক্তি রূপে দাঁড়ায়’, তখন তিনি মথি ১:২৩ ও ইশা ৬১:১ এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন, কেননা ঈশ্বর যে মানুষদের মাঝে সবসময়ের মত নিজেকে উপস্থিত করবেন, তা সত্যিই অপূর্ব শুভসংবাদ স্বরূপ। তাছাড়া ইম্মানুয়েল নামটা খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের চিহ্ন ও প্রমাণ।

(খ) ইশা ৭:১৪।

(গ) ইশা ৬৬:৭ দ্রঃ।

(ঘ) ইশা ৯:৫ দ্রঃ।

৫৫ (ক) আদি ১:২৬ দ্রঃ। বাইবেলের এবচন ইরেনেউসের সময়ে যথেষ্ট ঐশতাত্ত্বিক গুরুত্বের অধিকারী ছিল, কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য সৃষ্টিলগ্নের ব্যাপার শুধু নয়, বরং মানবমুক্তির কেন্দ্রবিন্দুও বটে (১০, ২২, ৯৭ অধ্যায় দ্রঃ)।

(খ) ইরেনেউসের ধারণাই যে পুত্র অনাদিকাল থেকেই পিতার 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা', কেননা অনাদিকাল থেকেই ঐশবাণী ও প্রজ্ঞা, আবার পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলেন পিতার সেই মন্ত্রণাদাতা যাঁদের উদ্দেশ করে পিতা বহুবচন ব্যবহার করে বলেছিলেন, 'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি' (আদি ১:২৬)।

(গ) যখন ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তখন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও কোন ব্যাপারে মানুষকে বাধ্য করতে রাজি নন। 'আমাদের মন্ত্রণাদাতা' হিসাবেই তিনি আমাদের সান্নিধ্যে সবর্দা উপস্থিত।

৫৬ (ক) ইশা ৯:৪-৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) এখানে ইরেনেউস দুই শ্রেণির মানুষকে উপস্থাপন করেন: তারা হলো প্রভুর আবির্ভাবের আগের ও তাঁর আবির্ভাবের পরের মানুষ। যারা প্রভুর আবির্ভাবের আগের মানুষ, তাদের চেয়ে, প্রভুর আবির্ভাবের পরের মানুষ মূল্যবান ও বেশি উপকার পেয়েছে, যেমন স্বয়ং প্রভুর দৈহিক উপস্থিতি ও তাঁর সুসমাচার। তাই তেমন মূল্যবান ও বেশি উপকার পাওয়া সত্ত্বেও তারা যদি খ্রিষ্টে বিশ্বাস না রাখে বা পাপ করে, তবে তাদের কর্মফল অনুযায়ী বিচারও বেশি কঠোর হবে বৈকি।

(গ) যে ক্রুশ পুরাতন কালে ছিল অপমানের চিহ্ন, সেটায় বিদ্ধ হয়ে বিশ্বত্রাতা মৃত্যুবরণ করার পর সেই ক্রুশ হয়ে উঠেছে বিশ্বপরিত্রাণেরই প্রতীক।

৫৭ (ক) আদি ৪৯:১০-১১ দ্রঃ। এই ৫৭ ও পরবর্তী ৫৮ অধ্যায়ে ইরেনেউস যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থন ৩২ অধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করেন।

(খ) ইরেনেউসের ব্যাখ্যায় 'পোশাক' ও 'কাপড়' শব্দ দু'টো সেই সকল মানুষকে লক্ষ করে যাদের নিয়ে, অর্থাৎ প্রতীকাকারে যাদের পোশাক-দেহ ও কাপড়-আত্মা নিয়ে, খ্রিষ্ট নিজেকে পরিবৃত করলেন যাতে করে তিনি মানুষকে শোধন করতে ও তার আদি গৌরবময় অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। সদৃশ ধারণা যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থনেও (৩২:৮) ব্যক্ত হয়েছিল।

(গ) সাম ১০৪:১৩-১৫ দ্রঃ। অর্থাৎ, যেমন ঈশ্বর আঙুররস ও বাকি সবকিছুর স্রষ্টা, তেমনি তিনিই খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তেরও স্রষ্টা। সদৃশ ধারণা যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থনেও (৩২:৯) ব্যক্ত হয়েছিল।

(ঘ) ইশা ৭:১৪ দ্রঃ।

৫৮ (ক) গণনা ২৪:১৭ দ্রঃ। 'একটি তারা উদিত হবে': তারাটি স্বর্গীয় বস্তু হওয়ায় আমরা বুঝব, যাকোব থেকে 'উৎপন্ন' হতে যাচ্ছেন যিনি তিনি স্বর্গ থেকেই আসন্ন, সুতরাং তিনি ঐশ্বরিক। যেমন ৫৭ (ক) টীকায় বলা হয়েছে, ইরেনেউস এই ৫৮ অধ্যায়েও যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থন ৩২ অধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করেন।

(খ) মথি ২:২ দ্রঃ।

(গ) মথি ২:১-১২ দ্রঃ।

৫৯ (ক) ইশা ১১:১-১০ দ্রঃ। ভাববাণীর মূলপাঠ্য গ্রীক সত্তরী পাঠ্যের উপর নির্ভর করলেও তবু সত্তরী মূলপাঠ্য থেকেও যথেষ্ট ভিন্ন।

(খ) ইশাইয়ার ভাববাণী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরেনেউস 'অঙ্কুর' ও 'ফুল' শব্দদ্বয়ের উপরেই বিশেষ জোর দেন। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপকারী হতে পারে।

(১) 'অঙ্কুর': মূলপাঠ্যে 'ῥάβδος' (রাব্দোস) শব্দটা দু'টো অর্থ বহন করে তথা 'অঙ্কুর' ও 'দণ্ড'; তাই ইরেনেউস 'যেসের মূলকাণ্ড' তথা যেসের ছেলে দাউদের বংশধর কুমারী মারীয়া ক্ষেত্রে 'রাব্দোস' শব্দটা 'অঙ্কুর' অর্থ অনুসারে ব্যবহার করেন কেননা সেই অঙ্কুর থেকে যিশুর জন্মাবার কথা; পরপরে, মোশি ক্ষেত্রে, ইরেনেউস একই 'রাব্দোস' শব্দটা 'দণ্ড' অর্থ অনুসারে ব্যবহার করেন কেননা মোশি মিশরে বারবার একটা 'দণ্ড' তথা লাঠি দিয়ে অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেছিলেন; এবং অবশেষে ইরেনেউস 'রাব্দোস' শব্দটা রাজদণ্ড অর্থে অর্থাৎ 'শাসনের চিহ্ন' হিসাবে ব্যবহার করেন।

(২) 'ফুল': পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিশুর যে দেহ 'গজিয়ে উঠবে', সেই দেহ 'ফুল' বলে অভিহিত।

৬০ (ক) ইশা ১১:৩-৪ দ্রঃ।

(খ) পবিত্র আত্মা যেসে-বংশধর মানব-যিশুর উপরে নেমে আসেন বটে, কিন্তু যেহেতু বাইবেল অনুসারে কেবল ঈশ্বরই ন্যায়বিচারক ও সেই মানব-যিশু ঠিক ঈশ্বরেরই মত বিচার সম্পাদন করেন, সেজন্য ইরেনেউস বলেন, সেই মানুষ ঈশ্বরত্বের অধিকারী অর্থাৎ তিনি হলেন ঈশ্বরের বাণী।

(গ) ইশা ১১:৪ দ্রঃ।

(ঘ) ইশা ১১:৫ দ্রঃ।

৬১ (ক) যদিও ইরেনেউস শ্রদ্ধার খাতিরে আপন প্রবীণ শিক্ষকদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন, তবু তিনি সেই ব্যাখ্যা আরও গভীরতর করেন। বাস্তবিকই তিনি স্পষ্ট ভাবে দেখান যে, ভাববাণী মণ্ডলীর জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে, কেননা বিশ্বরাজ যিশু খ্রিষ্টের রাজত্বে তথা এই মণ্ডলীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ একত্রে ও শান্তিতে বাস করে।

(খ) ইশা ১১:১০ দ্রঃ। 'তাঁর উত্তোলন হবে মর্যাদা-সম্মান': অর্থাৎ, প্রেরিত ২:২৩-২৪, ৩৬ অনুসারে, খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হবে তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ।

৬২ (ক) আমোস ৯:১১; প্রেরিত ১৫:১৬ দ্রঃ। এ বচন দু'টোও খ্রিষ্টের পুনরুত্থানকে লক্ষ করে, কেননা 'দাউদের খসে পড়া তাঁবু' হলো প্রভুর দেহ যা সমাধিগুহার ধুলো থেকে পুনরুত্থান করেছিল।

(খ) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।

(গ) রো ১:৪ দ্রঃ। খ্রিষ্ট একাধারে দুর্বল মানুষ ও পরাক্রমী ঈশ্বর; তিনি পুনরুত্থান করায় ও বিশ্ববিচারক হিসাবে পুনরাগমন করায় নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রকাশ করেন।

৬৩ (ক) মিখা ৫:১; মথি ২:৬ দ্রঃ।

(খ) 'জন্মস্থান' এর চেয়ে ইরেনেউস এক্ষেত্রে 'মাতৃভূমি' শব্দটা পছন্দ করেন।

৬৪ (ক) সাম ১৩২:১০-১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 'তোমার গর্ভের ফল' অর্থাৎ দাউদবংশের কুমারী মারীয়ার গর্ভের ফল।

৬৫ (ক) ইশা ৬২:১১; জাখা ৯:৯; মথি ২১:৫ দ্রঃ।

(খ) মথি ২১:৬-৯ দ্রঃ।

৬৬ (ক) আর্মেনীয় বাক্যটা একেবারে অস্পষ্ট।

৬৭ (ক) ইশা ৫৩:৪; মথি ৮:১৭ দ্রঃ।

(খ) ইশা ২৯:১৮ দ্রঃ।

(গ) ইশা ৩৫:৩-৬ দ্রঃ। মশীহ-কালে দৈহিক যত রোগও সেরে যাবে।

(ঘ) ইশা ২৬:১৯ দ্রঃ। যিশুর জীবনকালে তাঁর সাধিত নানা পুনরুত্থানের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা সুসমাচারেও স্বীকৃত।

৬৮ (ক) ইশা ৫২:১৩-৫৩:৫ দ্রঃ। ইশাইয়া-পুস্তকের এ অংশ নূতন নিয়মে (মথি ৮:১৭; যোহন ১২:৩৮; রো ১০:১৬; ১৫:২১; ১ পি ২:২৪) ও পিতৃগণের খ্রিষ্টতত্ত্ব ক্ষেত্রে (ইরেনেউসের এই লেখা ৫৭ অধ্যায়; যুস্তিনুসের 'খ্রিষ্টিয়ানদের ১ম পক্ষসমর্থন' ৫০ অধ্যায়; প্রেরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত বার্নাবাসের পত্র ৫:২; তের্তুল্লিয়ানুস ইত্যাদি পিতৃগণের লেখায়) বিস্তারিত বা আংশিক ভাবে বিশেষভাবে উল্লিখিত। সবক্ষেত্রে বচনটা যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ বলে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) সাম ৩৮:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) ইশা ৫০:৬ দ্রঃ; এই লেখার ৩৪ অধ্যায়ও দ্রঃ। ইশাইয়া-পুস্তকের এ অংশ 'প্রভুর দাস' বলে চিহ্নিত এমন অজানা ব্যক্তির কথা বলে, যে ব্যক্তি ন্যায়বান ও ধর্মপ্রাণ হয়েও অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত ও দণ্ডিত। নূতন নিয়ম ও পরবর্তীকালীন খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ, সুতরাং ইরেনেউসও, তেমন 'প্রভুর দাসের' কষ্টকে যিশু সংক্রান্ত একটা ভাববাণী বলে ধ'রে 'প্রভুর দাসের' সেই কষ্টকে যিশুর দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় আরোপ করেছিলেন। এক কথায়, যিশু যে একদিন যন্ত্রণাভোগ করবেন তা আগে থেকে নবী ইশাইয়া দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল।

(ঘ) বিলাপ ৩:৩০ দ্রঃ। বাইবেলের বিলাপ-গাথা পুস্তক খ্রিঃপূঃ ৫৮৭ সনে বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের গঠিত যেরুশালেমের পতন কেন্দ্র করে সেবিষয়ে নানা বিলাপ ব্যক্ত করে। তেমন পরিস্থিতিতে, পতিত যেরুশালেমের জন্য যে ব্যক্তি বিলাপ করছে, পুস্তকের লেখক তাকে আরও বেশি কষ্ট এমনকি অন্যায্যও কষ্ট খুঁজতে আহ্বান করছেন যাতে যেরুশালেমের পতনের খাতিরে সে যা ন্যায্যভাবে ভোগ করছে তা সহ্য করতে পারে।

৬৯ (ক) ইশা ৫৩:৫খ-৬ দ্রঃ। ইরেনেউস এ বচন নিয়ে যিশুর যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত বর্ণনা ও গবেষণা শুরু করেন।

(খ) ইশা ৫৩:৭ দ্রঃ। ইরেনেউস এধারণা ব্যক্ত করছেন যে, যিশু মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় মেনে নিলেন যেহেতু পিতা ঈশ্বর মানব-পরিত্রাণের লক্ষ্যে তেমনটা স্থির করেছিলেন। বাস্তবিকই মানুষের শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষ হিসাবে সংগ্রামরত ঐশবাণীর অবনমিত জীবনে ও সাক্ষ্যমরণে ঈশ্বর নিজের উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। রহস্যটা সাধু পল দ্বারা উত্তমরূপে ব্যক্ত, ঈশ্বর 'নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন' (রো ৮:৩২)।

(গ) ইশা ৫৩:৮ দ্রঃ। ইরেনেউসের পুরা বাক্যটার অর্থ এ হতে পারে যে, অবিশ্বাসীরা বিচারকে দণ্ডাদেশ বলে বহন করে, কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য বিচারটা কেমন যেন অন্যত্র বহন করা হয় অর্থাৎ বাতিল করা হয় (যোহন ৩:১৮-১৯ দ্রঃ)। যাই হোক, পুরা বাক্যটার অর্থ খুবই অস্পষ্ট।

(ঘ) 'এমন কিছু রয়েছে যা একজনের দ্বারা নেওয়া হয়, ও এমন কিছু রয়েছে যা একজনের কাছ থেকে নেওয়া হয়। তেমনি সেই দণ্ডাদেশ।' তত স্পষ্ট নয় এমন নিয়ম স্থির করার পর ইরেনেউস সেই নিয়ম অনুযায়ী দণ্ডাদেশ ব্যক্ত করেন, অর্থাৎ: এমন কেউ রয়েছে যারা বিচারাধীন হওয়ার পর দণ্ডিত হয়, অন্য কেউ রয়েছে যাদের বিচার ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস গুণে বাতিল করা হয়, ফলত তারা দণ্ডিত হয় না। যারা বিচারাধীন হওয়ার পর দণ্ডিত হয়, তাদের মধ্যে সেই ইহুদীরা রয়েছে যারা ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস না রেখে খ্রিষ্টকে ক্রুশে দিয়েছিল। কিন্তু ইরেনেউসের মতে সেই বিচার এখনও শেষ হয়নি, বিচারটা বরং সারাক্ষণ চলছে ও কেবল চরমকালে অর্থাৎ এজগৎ শেষে সমাপ্ত হবে।

৭০ (ক) ইশা ৫৩:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। বাইবেলের এই একই বচন ব্যাখ্যা করে ইরেনেউস অন্য লেখায় বলেছিলেন, নিজের দুর্বল মানব-আকারেও ঈশ্বরের বাণী ছিলেন 'শক্তিশালী ঈশ্বর' (ইশা ৯:৫) ও অপূর্ব ও অনির্বচনীয় অর্থাৎ ঐশ্বরিক উদ্ভবের অধিকারী।

৭১ (ক) বিলাপ ৪:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 'আমাদের মুখমণ্ডলের শ্বাস হলেন খ্রিষ্ট প্রভু' বচনটা সম্ভবত এমন স্বীকারোক্তি যা অনুসারে খ্রিষ্টকে প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়। যুস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; যেরুশালেমের সিরিল, ধর্মশিক্ষা ১৩:৭; ১৭:৩৫ দ্রঃ; আম্ব্রোজ, রহস্যগুলি প্রসঙ্গ ৫৮ দ্রঃ; রুফিনুস, প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ (এ সমস্ত লেখা এখানে পাওয়া যায়)।

(খ) 'খ্রিষ্ট ঈশ্বরের আত্মা': অন্যত্র ইরেনেউস বচনটা ব্যাখ্যা করে বলেন, ঈশ্বর হিসাবে খ্রিষ্ট হলেন আত্মা, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি সত্যকার মানুষ।

(গ) প্রেরিত ৫:১৫ দ্রঃ; যদিও প্রকৃতপক্ষে বাক্যটা প্রেরিতদূত পিতরকেই লক্ষ করে।

৭২ (ক) ইশা ৫৭:১-২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। অর্থাৎ, ন্যায়বান সেই আবেলকে যে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ও কেউই যে সেব্যাপারে চিন্তাটুকুও করেনি, সেসমস্ত কিছু খ্রিষ্টের নিয়তির পূর্বলক্ষণ হিসাবে ঘটেছিল ও সেই হিসাবে নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, এমনকি সেসমস্ত কিছু সেই খ্রিষ্টিয়ানদের বেলায়ও ঘটছে যারা খ্রিষ্টের দেহ হিসাবে নিজেদের মাথা-খ্রিষ্টের অনুসরণ করে থাকে।

(খ) এফে ২:১৪-১৮ দ্রঃ।

(গ) জীবনকালে যিশু একাধিক মানুষকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, কিন্তু তাদের পুনরুত্থানের সঙ্গে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের তুলনা হয় না, কেননা সেই লোকেরা সময়মত আবার মারা গেছিল, কিন্তু নিজের পুনরুত্থানের পর খ্রিষ্ট অমর হলেন।

(ঘ) সাম ২১:৫।

৭৩ (ক) সাম ৩:৬ দ্রঃ।

৭৪ (ক) সাম ২:১-২ দ্রঃ। ঈশ্বরের যে যে শত্রু খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হল তাঁরা হলেন (সামটার পর পরেই উল্লিখিত) হেরোদ, ক্লাউদিউস ও পন্তিয় পিলাত। কিন্তু ইরেনেউসের ব্যাখ্যা অনুসারে, যে ষড়যন্ত্র যিশুর মৃত্যু ঘটাল ও যা বিষয়ে ইহুদীরাই প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিল, তেমন ষড়যন্ত্রের জন্যও তিনি সেই তিনজনকে দায়ী করেন। এক্ষেত্রে প্রেরিত ৪:২৭ সঠিক ভাবে বলে যে, হেরোদ, পন্তিয় পিলাত, বিজাতিয়রা ও ইস্রায়েলের মানুষেরাই যিশুর বিরুদ্ধে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।
যাই হোক, এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে, যিশুর চিবার ক্ষেত্রে, পন্তিয় পিলাতের দেওয়া দণ্ডাদেশের ব্যাপারে ইরেনেউস ইহুদীদের উপরেই বেশি দায়িত্ব আরোপ করেন যেহেতু তারা পিলাতকে বাধ্য করেছিল।

(খ) ক্লাউদিউস ৪১ সালেই রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট পদ গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং পিলাত তাঁর আমলে প্রদেশপাল হতে পারতেন না যেহেতু তিনি কেবল ৩৬ সাল পর্যন্তই প্রদেশপাল হয়েছিলেন, আর সেসময়, অর্থাৎ ৩৬ সালে, ক্লাউদিউস নয়, তিবেরিউস-ই রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন।
উল্লেখযোগ্য বিষয় এ যে, রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট যুলিউস কায়েসার এর স্মরণে, সম্রাট পদ গ্রহণের ক্ষণে রোম সম্রাটগণ মর্যাদাপূর্ণ 'কায়েসার' নামও গ্রহণ করতেন (ক্লাউদিউস কায়েসার, তিবেরিউস কায়েসার, ইত্যাদি)।

৭৫ (ক) সাম ৮৯:৩৯-৪৬ দ্রঃ।

(খ) ৬৯ অধ্যায় দ্রঃ। ইরেনেউস নানা লেখায় প্রায়ই এবিষয়ের উপর জোর দেন যে, পিতার ইচ্ছাই খ্রিস্টের কর্ম ও জীবন চালনা করে (যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০; ৬:৩৮; ৯:৩১; মথি ১৮:১৪; ২৬:৪২; লুক ২২:৪২; মার্ক ৩:৩৫ দ্রঃ)।

৭৬ (ক) জাখা ১৭:৩; মথি ২৬:৩১; লুক ১৪:২৭ দ্রঃ।

৭৭ (ক) হো ১০:৬ দ্রঃ। প্রকৃতপক্ষে নবী হোশেয়া যিশুর কথা নয়, একটা বাছুরের কথা বলেন। কিন্তু সেকালের খ্রিষ্টিয়ান ব্যাখ্যাতাদের মতে বাক্যটা এমন ভাববাণী যা যিশুকেই লক্ষ করে।

(খ) লুক ২৩:৬-১২; মার্ক ১৫:১; মথি ২৭:১-২ দ্রঃ।

৭৮ (ক) বাক্যটা যেরেমিয়ার পুস্তকে নেই। সেসময় খ্রিষ্টিয়ান ব্যাখ্যাতারা বলতেন, ইহুদীরা বাক্যটা বাইবেল থেকে মুছিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, ইরেনেউসের সময়ে এধারণা প্রচলিত ছিল যে, পাতালবাসী মৃতদের কাছেও শুভসংবাদ প্রচার করা হয়েছিল ও সেই মৃতেরা পাতাল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তেমন প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ইরেনেউস আর একটা ধারণা যোগ দেন যা অনুসারে যিশু পাতালে নেমে গিয়ে পুরাতন নিয়মের ন্যায়বান সকলকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। ইরেনেউস সম্ভবত মথি ২৭:৫৩ ও ১ পি ৪:৬ দ্বারা, ও অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ান লেখকদের লেখা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।
এসমস্ত কিছুর গুরুত্ব এতেই রয়েছে যে, ইরেনেউসের এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে দু'টো তত্ত্বই পূর্ণ স্বীকৃতি পায়: (১) খ্রিস্টের সাধিত পরিত্রাণ কেবল নূতন নিয়মের মানুষকে নয়, পুরাতন নিয়মের ন্যায়বান সকলকেও একই পরিত্রাণে একত্রিত করে; (২) গোটা মানুষ অর্থাৎ আত্মা ও দেহ-সহ গোটা মানুষই পুনরুত্থান করে (তাই, ধন্যা কুমারী মারীয়া যে স্বর্গে দেহে ও আত্মায় উন্নীতা হলেন, তেমন তত্ত্বও এধারণার উপর নির্ভর করে, যদিও ইরেনেউসের কোন লেখায় ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের কথা উল্লিখিত নয়)।

৭৯ (ক) ইশা ৬৫:২ দ্রঃ।

(খ) সাম ২২:১৭ দ্রঃ।

(গ) সাম ২২:১৫।

(ঘ) সাম ২২:২১; ১১৯:১২০; ২২:১৭; ৮৬:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) দ্বিঃবিঃ ২৮:৬৬ দ্রঃ।

পুরা ৭৯ অধ্যায়টা খ্রিষ্টের ক্রুশবৃক্ষ ও পরমদেশের জীবনবৃক্ষের মধ্যে (আদি ২:৯) এক প্রকার সম্পর্ক তুলে ধরে।

৮০ (ক) সাম ২২:১৯।

(খ) যোহন ১৯:২৪-২৫ দ্রঃ। বস্তুতপক্ষে সুসমাচার-রচয়িতা যোহন উল্লিখিত এই বর্ণনাকে নবী দাউদের পূর্বঘোষণার সিদ্ধি বলে (সাম ২২:১৮-১৯) স্বীকৃত করেছিলেন।

৮১ (ক) মথি ২৭:৯-১০; জাখা ১১:১২-১৩ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৬:১৪-১৬ দ্রঃ।

(গ) মথি ২৭:৩-৬ দ্রঃ।

৮২ (ক) সাম ৬৯:২২ দ্রঃ। বচনটার আগে ইরেনেউস বলেন, তারা যিশুকে 'পিত্ত-মেশানো সির্কা' খেতে দিল। প্রকৃতপক্ষে সুসমাচার (মথি ২৭:৩৪, ৪৮; মার্ক ১৫:২৩, ৩৬; যোহন ১৯:২৮, ২৯) পিত্ত-মেশানো আঙুররসের কথা বলে। হয় তো ইরেনেউস ভুলবশত মথি ২৭:৩৪ এর বদলে মথি ২৭:৪৮ পদ উল্লেখ করেছিলেন যেখানে সির্কার কথা উল্লিখিত।

৮৩ (ক) সাম ৬৮:১৮-১৯ দ্রঃ। 'তিনি উপঢৌকন পেলেন ও তা মানুষকে দিলেন' বাক্যটা এফেসীয়দের কাছে পত্রে উল্লেখ ক'রে সাধু পল সেই খ্রিষ্টের বদান্যতার উপর জোর দেন যিনি স্বর্গে আরোহণ করে পৃথিবীর উপরে পবিত্র আত্মার দানগুলো বর্ষণ করেন (এফে ৪:৮ দ্রঃ)।

(খ) সাম ৬৮:১৮ দ্রঃ। সামটা অশুদ্ধভাবে উল্লিখিত।

(গ) প্রেরিত ১:৪-১১ দ্রঃ।

৮৪ (ক) সাম ২৬:৭ দ্রঃ।

(খ) স্বর্গীয় প্রাণীদের কাছে প্রভুর স্বর্গারোহণ অবশ্যই দৃশ্যগত ছিল, কিন্তু মর্তে তাঁর গুপ্ত ও রহস্যময় আগমন তাঁদের কাছে অদৃশ্য হয়ে থেকেছিল। সেজন্যই স্বর্গীয় প্রাণীগণ সেই আরোহণকারী ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বিস্মিত।

(গ) সাম ২৬:৭ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ২৪:৮, ১০ দ্রঃ।

৮৫ (ক) বর্ণনাটা বাইবেলের বেশ ক'টা পদের উপর নির্ভর করে যেমন ১ করি :২৪-২৮, সাম ১১০:১, ১ করি ২:৬; এফে ১:২১; কল ১:১৬; ২:১৫; ১ পি ৩:২২; ২ পি ২:৪-৯; যুদা

৬ পদ। এসমস্ত পদ অনুসারে ঈশ্বরের যত শত্রু পরাভূত হবে। ‘যারা সত্যকে অবজ্ঞা করেছিল’ সম্ভবত তাদের মধ্যে ভ্রান্তমতপন্থীরাও গণিত।

(খ) সাম ১১০:১।

(গ) সাম ১৯:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। প্রভুর মাংসধারণ ও তাঁর স্বর্গারোহণ স্পষ্টভাবেই নির্দেশিত।

(ঘ) সাম ১৯:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৮৬ (ক) বারুক ৩:৩৮ দ্রঃ।

(খ) ইশা ৫২:৭ (সেইভাবে যেভাবে বচনটা রো ১০:১৫-তে উল্লিখিত)।

(গ) ইশা ২:৩ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ১৯:৫।

৮৭ (ক) ইশা ১০:২২-২৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) রো ১৩:১০।

(গ) রো ১৩:৮।

(ঘ) মার্ক ১২:৩০; মথি ২২:৩৭-৪০ দ্রঃ। ইরেনেউস বলতে চান, সেই ‘সংক্ষিপ্ত বাণী’ (যার অর্থ হলো বিশ্বাস ও ভালবাসা) ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের ভালবাসা বৃদ্ধি করে, কেননা মানুষকে গৌণ আদেশ পালন থেকে মুক্ত করে।

৮৮ (ক) ইশা ৫০:৮, ১০, ৯; ২:১৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ইশা ৬৫:১৫-১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। ঈশ্বর নতুন নাম দেওয়ার ফলে নব ইস্রায়েল পুরাতনটার চেয়ে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন স্বভাবের ইস্রায়েল হবে। অর্থাৎ নব ইস্রায়েল নব এক জাতি হবে।

(গ) ইশা ৬৩:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। মানুষ নিজে থেকে পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে না। পরিত্রাণ কেবল বাইরে থেকে অর্থাৎ ঈশ্বর থেকেই আসতে পারে।

৮৯ (ক) মথি ৫:১৭ দ্রঃ। খ্রিষ্ট যে বিধানের পূর্ণতা সাধন করেন, তা ইরেনেউসের প্রধান প্রধান ধারণার মধ্যে অন্যতম। বাস্তবিকই খ্রিষ্টের বাণী এমন বাণী নয় যা বিবাদ সৃষ্টি করে বা কোন না কোন নিয়ম বাতিল করে বরং এমন বাণী যা বিধানের অর্থ বিকশিতই করে।

(খ) ইশা ৪৩:১৮-২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) লুক ১:৭৫-৭৬।

(ঘ) যোহন ২:২৬-২৯; প্রেরিত ২:১৭-১৮; ইশা ৪৪:৩ দ্রঃ। জগতে আগমন করে ঐশবাণী বিজাতীয়দের মধ্যে পবিত্র আত্মাকে ছড়িয়ে দেন, এবং এই পবিত্র আত্মা সেই বিজাতীয়দের উর্বর করে তাদের গোটা অবস্থা রূপান্তরিত করেন অর্থাৎ তাদের নব মানুষ করে তোলেন।

৯০ (ক) রো ৭:৬ দ্রঃ। ইরেনেউস ৮৯ অধ্যায়ে যা বলতে শুরু করেছিলেন, সেই একই বক্তব্য এই অধ্যায়েও ব্যক্ত করেন, তথা, 'নবীন ব্যবস্থা' অর্থাৎ ঈশ্বরের নব সন্ধি ইহুদীদের শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও লক্ষ করবে, যেভাবে নবী যেরেমিয়ার উল্লিখিত পরবর্তী ভাববাণী (যেরে ৩১:৩১-৩৪) প্রমাণ করে।

(খ) যেরে ৩১:৩১-৩৪; হিব্রু ৮:৮; ১০:১৬; প্রেরিত ১০:৪৩ দ্রঃ।

৯১ (ক) যে নতুন সন্ধিতে বিজাতীয়রা প্রবেশাধিকার পেয়েছে, সেই সন্ধিকে বন্ধ একটা পাকানো পুঁথির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যা এখন বিজাতীয়দের জন্যও উন্মুক্ত হয়েছে; অর্থাৎ, ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছে।

(খ) ইশা ১৭:৬-৯ দ্রঃ। লক্ষণীয় বিষয় হলো এ যে, ভাববাণীটা প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বস্ত ইহুদীদেরই উদ্দেশ করে উচ্চারিত হয়েছিল; কিন্তু ইরেনেউস এখানে দেখাচ্ছেন যে, ভাববাণীটা সকল বিধর্মীকে উদ্দেশ করে; অর্থাৎ ইহুদীরা শুধু নয়, সকল মানুষও ভাববাণীটার পাত্র হতে পারে।

(গ) ইশা ১:৪; ৫:২৪; ১২:৬; ৩০:১১; ৩৭:২৩; ৪১:১৪; ৪৩:৩, ১৪ দ্রঃ। পুরাতন নিয়মে 'ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন' ছিলেন ঈশ্বর নিজে। যখন ইরেনেউস এখানে বলেন 'ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন হলেন খ্রিষ্ট', তখন তিনি বলতে চান, ঈশ্বর আব্রাহামের সেই বিশ্বাসকে নিজের পুত্রতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, অর্থাৎ, খ্রিষ্টে যে বিশ্বাস রাখে, তাকেই ঈশ্বর ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন।

৯২ (ক) ইশা ৬৫:১ দ্রঃ। এই অধ্যায় সেই তিনটে বিষয় উপস্থাপিত যা যিশু-রহস্যকে চিহ্নিত করে: (১) তিনি দৃশ্যমান হলেন, (২) তিনি মানুষ হলেন, (৩) যারা তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

৯৩ (ক) হো ২:২৫, ১:৯ দ্রঃ যা রো ৯:২৫-২৬ এর মধ্য দিয়ে উদ্ধৃত। ইরেনেউস বলতে চান, বিধর্মীরা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ও প্রকৃত খ্রিষ্ট-জ্ঞান অর্জন ক'রে এমন জনগণ (মণ্ডলী) হয়ে উঠল যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র।

(খ) মথি ৩:৯। ইরেনেউস কেমন যেন বলছেন, পাথরময় পুতুলগুলো নিজেরাই নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের গড়ে তোলে।

(গ) রো ৩:২৮; ৪:৩; গা ৩:৬; যাকোব ২:২৩ দ্রঃ। এ তিনটে পদের একক ভিত্তি হল আদি ১৫:৬ যা সেই আব্রাহামের বিশ্বাসের প্রশংসা করে। বস্তুতপক্ষে আমাদের আগে ও আমাদের মত তিনিও 'পাথুরে প্রতিমাপূজা' ছেড়ে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরকে 'দেখতে' পেয়েছিলেন।

(ঘ) এজে ১১:১৯-২০; ৩৬:২৬-২৭ দ্রঃ। যখন নবী এজেকিয়েলের মুখ দিয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, 'তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা', তখন নূতন নিয়ম ও খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ দু'টো বিষয়ের উপর আমাদের মন আকর্ষণ করেন, (১) সেই 'নতুন আত্মা' হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি মানুষের 'পাথরময় হৃদয়কে' 'মাংসময় এক হৃদয়েতে' পরিণত করায় নতুন সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করলেন; (২) তেমন অপূর্ব পরিবর্তন ঐশবাণীর মাংসধারণের ফলে ঘটেছিল অর্থাৎ মানুষ তখনই 'পাথরময় হৃদয়ের' বদলে 'মাংসময়ই এক হৃদয়' পেল যখন 'বাণী হলেন মাংস' (যোহন ১:১৪) ও সেই মাংস-হওয়া-বাণী মাংসময় হৃদয়-মানুষদের মাঝে ও অন্তরেও বসবাস করতে লাগলেন।

৯৪ (ক) যোহন ১:১৪।

(খ) ইশা ৬৩:৯ দ্রঃ; এই লেখার ৮৮ অধ্যায়ও দ্রঃ। ইরেনেউসের কথা সুস্পষ্ট: মাংস-হওয়া-প্রভুই একমাত্র ত্রাণকর্তা।

(গ) ইশা ৫৪:১ দ্রঃ। বাবিলনে নির্বাসনকালে যেরুশালেম এমন মাতার মত ছিল যে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সন্তান প্রসব করতে অক্ষম। বাস্তবিকই সেই নির্বাসনকাল স্ত্রীরূপে অবিশ্বস্ত ইস্রায়েল ও তার স্বামীরূপে ঈশ্বরের মধ্যে এমন বিচ্ছেদ স্বরূপ হয়েছিল যা যেরুশালেমকে ঈশ্বরের সন্ধি-বিচ্যুতা এমনকি বিধবা, একাকিনী ও সন্তানবিহীনা রেখেছিল (হো ৩:৩-৪; বারুক ৪:১৬; যেরে ২৬:৯)। তেমন শোচনীয় অবস্থায় নবী ইশাইয়া হঠাৎ করে ঘোষণা করছেন, যেরুশালেম আনন্দে ফেটে পড়ুক কারণ স্বামী-ঈশ্বর করুণা দেখিয়ে পরিত্যক্তা সেই অবিশ্বস্তা স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন, সন্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন ও নির্বাসিত সন্তানেরা যেরুশালেমে ফিরে আসবে, এমনকি নির্বাসনের আগেকার 'স্বামীযুক্তার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার ছেলেরা বেশি'। এক্ষেত্রে নূতন নিয়ম ও ইরেনেউসের সমকালীন খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ ব্যাখ্যা করে বলেন, নতুন যেরুশালেমের ছেলেরা এজন্যই বেশি, কারণ বিজাতীয়েরাও মণ্ডলীতে যোগ দিচ্ছে; একাজ এমন যা শুধু ঈশ্বর সাধন করতে পারলেন (গা ৪:২৭), অর্থাৎ স্বর্গীয় যেরুশালেম তথা মণ্ডলী অসঙ্খ্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে এখন উর্বর মাতা; খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন জগৎ থেকে বিচ্ছিন্না ও একাকিনী যে মণ্ডলী, সেই কুমারী মণ্ডলী কেবল ঈশ্বরের দয়া গুণেই এখন উর্বর ও বাপ্তিস্মের মাধ্যমে নব নব সন্তানকে প্রসব করে থাকে। গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল এসমস্ত কিছু উপস্থাপন করায় নতুন খ্রিষ্টিয়ান সেই গালাতীয়দের বলেছিলেন, ইহুদী সমাজগৃহের নয় বরং মণ্ডলীরই সন্তান বলে তারা বিধান থেকে স্বাধীন, সেই যে বিধান ছিল 'প্রথম সমাজগৃহের স্বামী'।

৯৫ (ক) দ্বিঃবিঃ ২৬:৪৪ দ্রঃ।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:২১; রো ১০:১৯ দ্রঃ।

(গ) যেরে ২:৮; ২৩:১৩ দ্রঃ।

(ঘ) খ্রিষ্টবিশ্বাসী যারা, তাদের পক্ষে বিধান-ব্যবস্থায় ও পরিচ্ছেদন প্রথায় ফিরে যাওয়া আর উচিত নয় একারণে যে, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আব্রাহামের সেই বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

করেছেন যে বিশ্বাস বিধান-ব্যবস্থা ও পরিচ্ছেদন প্রথা পাবার আগেই আব্রাহাম ঈশ্বরে রেখেছিলেন। তাই খ্রিষ্টিয়ান যারা, বিশ্বাস ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে আদর্শ হিসাবে সেই আব্রাহামকেই লক্ষ করা উচিত যিনি বিধান ও পরিচ্ছেদন ছাড়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছিলেন।

(ঙ) দ্বিঃবিঃ ৬:৫; ৫:১৫; মথি ২২:৩৭ দ্রঃ।

(চ) রো ১৩:১০ দ্রঃ।

৯৬ (ক) 'পরিচালক দাস', গা ৩:২৪, ১ করি ৪:১৫ দ্রঃ। সুতরাং সাধু পলের মত ইরেনেউসও পুরাতন নিয়মের বিধানকে এমন 'পরিচালক দাস' এর সঙ্গে তুলনা করেন যার কর্তব্য ছিল ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, শাসন করা, উদ্বুদ্ধ করা ও সবদিক দিয়ে চালনা করা।

(খ) ১ করি ১৪:২০ দ্রঃ। যখন 'আমরা পিতার সঙ্গে কথা বলি ও শঠতাবিহীন শিশু হয়ে উঠে … পিতার সাক্ষাতে দাঁড়াই', তখন এর মানে হল এ যে, মাংসধারণ করায় ঐশবাণীই সেই 'পরিচালক দাস' এর ভূমিকা আপন করে নিয়ে বিধানকে অনর্থক করেছেন ও নিজেই আমাদের তাঁর মনোমত মানুষ করে তোলেন।

(গ) যাত্রা ২০:১৪।

(ঘ) যাত্রা ২০:১৩।

(ঙ) মথি ৬:১৯-২০ দ্রঃ।

(চ) যাত্রা ২০:১৭ দ্রঃ।

(ছ) যাত্রা ২১:২৪; লেবীয় ২৪:২০; দ্বিঃবিঃ ১৯:২১; মথি ৫:৩৮ দ্রঃ।

(জ) যাত্রা ২২:২৯; মথি ১৯:২৯ দ্রঃ। ঈশ্বরের বাণী পালন করে খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ বিধানের আগেকার মানুষ সেই আব্রাহামের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করে তাঁর বিশ্বাসের অনুকরণ করে (৯৫ 'ঘ' টীকা দ্রঃ)।

(ঝ) ১ করি ৩:১৬-১৭ দ্রঃ।

(ঞ) হো ৬:৬; মথি ৯:১৩ দ্রঃ।

(ট) ইশা ৬৬:৩ দ্রঃ।

(ঠ) প্রেরিত ২:২১; যোয়েল ৩:৫ দ্রঃ।

(ড) প্রেরিত ৪:১২ দ্রঃ।

(ঢ) মার্ক ১:১৭ দ্রঃ।

৯৭ (ক) প্রেরিত ৪:১০ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ২:২৫, রো ১০:১৩; যোয়েল ৩:৫ দ্রঃ। বাইবেলের এ উদ্ধৃতাংশের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট যে সর্বশক্তিমান, তা আরও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

(গ) লুক ১৮:২৭।

(ঘ) বারুক ৩:২৯–৪:১ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ১:২৬ দ্রঃ। এই লেখার ১১, ২২ ও ৫৫ অধ্যায়ও দ্রঃ।

(চ) ইরেনেউস খ্রিষ্টের মাংসধারণ তত্ত্ব ও মানুষকে যে এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত হতে হয় (এফে ১:১০ দ্রঃ) এ তত্ত্বও স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেন।

৯৮ (ক) উপসংহার স্বরূপ ইরেনেউস বিশ্বাসকে 'জীবন-পথ' বলে চিহ্নিত করেন। এতে প্রৈরিতিক সেই সত্যের মূল উপাদান নির্দেশিত, যথাক্রমে: পুরাতন নিয়মের নবীগণ, সেই খ্রিষ্ট যিনি তাঁদের ভাববাণী সত্যায়িত করেন ও পূর্ণ করে তোলেন, পরিত্রাণের প্রচারক সেই প্রেরিতদূতগণ, ও সেই মণ্ডলী যা আপন সন্তানদের কাছে বিশ্বস্তভাবে তা-ই সম্প্রদান করে থাকে যা নিজে গ্রহণ করেছিল।

৯৯ (ক) ভ্রান্তমতপন্থীরা মনে করে, সত্যের চেয়ে তাদের ভুলভ্রান্তিই আরও সত্যময়; অর্থাৎ তারা এমনটা মনে করে, তারা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আরও বেশি কিছু আবিষ্কার করেছে।

(খ) ইরেনেউসের 'মিথ্যা জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন ও সেটার খণ্ডন' লেখা উল্লিখিত হওয়ায এমনটা দাঁড়ায় যে, ইরেনেউস 'প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন' পুস্তিকাটা সেটার পরেই লিখেছিলেন। যাই হোক, 'মিথ্যা জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন ও সেটার খণ্ডন' লেখাটা সাধারণত 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' বলেও পরিচিত।

(গ) ইশা ১:৩০ দ্রঃ।

১০০ (ক) 'আমাদের সিলের তিন সূত্র' বলতে সেই বাপ্তিস্ম-বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি বোঝায় যা মানুষকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী করে তোলে। সূত্রত্রয় পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত (৬ অধ্যায় দ্রঃ)।

(খ) পরবর্তী বাক্য দু'টো হলো ১৩শ শতাব্দীর সেই আর্মেনীয় লিপিকারের সন্নিবিষ্ট বাক্য যিনি পাণ্ডুলিপির মালিক 'আর্চবিশপ মহোদয় জনের' কথা উল্লেখ করেন। আর্মেনিয়া-রাজ হেথুম (১২২৬-১২৬৯) এর ছোট ভাই জন ১২৫৯ সালে বিশপ পদে নিযুক্ত হয়ে ১২৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অতএব 'প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন' এর এই আর্মেনীয় পাণ্ডুলিপি ১২৫৯ ও ১২৮৯ সালের মধ্যে অনুলিপি করা হয়; হারানো গ্রীক মূলপাঠ্য থেকে সেটার প্রথম আর্মেনীয় অনুবাদ সম্ভবত ৫৭২ ও ৫৯১ সালের মধ্যে করা হয়েছিল। যেমনটা এই পুস্তকের 'ভূমিকায়' বলা হয়েছে, এই বাংলা অনুবাদের মূল আর্মেনীয় পাণ্ডুলিপিটা ১৯০৪ সালে ইএরেবান শহরে আবিষ্কৃত হয় ও এখনও সেই শহরে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে।